S.XII.32

S. XII. 2. Ben.

JĀN MUḤAMMAD.

[Hazār mas'alah. A poem in Musulman-Bengali on a thousand questions said to have been set to the Prophet Muḥammad by 'Abd Allāh ibn Salām and his answers.]

SOUTH KENSINGTON MUSEUM.
EDUCATIONAL LIBRARY.
FROM THE
COLLECTION OF INDIAN
PUBLICATIONS
SENT TO
THE PARIS EXHIBITION OF 1867.
GIVEN BY
THE COMMISSIONERS FOR INDIA.

45185

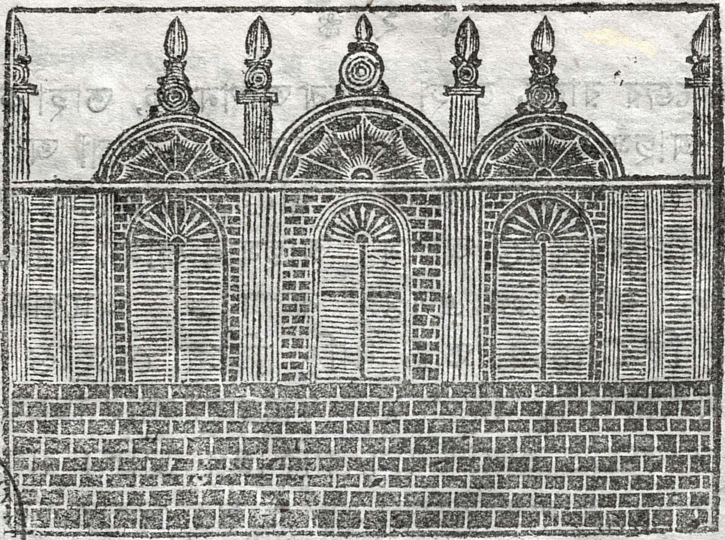

SCHOOL OF ORIENTAL & AFRICAN STUDIES
LONDON

হাজার মছলা।

পহেলা আউজবেল্লা, সয়তান হইতে আল্লা, পানা চাহি দরগায় তোমার। হাজার দাগায় পড়ে, ভেস্তে এয়ছা জায়গা চেড়ে, আদম এলেন দুনিয়া মাঝার ❋ আদমে সে দাগা দিছে, দুনিয়ায় আনাইছে একারনে সয়তানের রেজিম। পড়ি মোরা দুনিয়াতে, সয়তানের দাগা হৈতে, পানাদেহে করিম রহিম ❋ এয়ছাই সয়তান গিধি আওলিয়া অম্বিয়া আদি, আর জতো পির পয়গম্বরে। সয়তানের দাগা হৈতে, সকলেতে দুনিয়াতে, তেরাঠাই পানাচাহে সারে ❋ বেছ মেল্লা পড়িয়া মূখে, আল্লার ছেফত তাকে, শুরু করি সোন সর্ব্বোজোন। আঁখির পলকে ভাই, দুনিয়া করেছে সাঁই, দেখো এই চৌদ্দ ভুবন ❋ আছমান জমিন আদি, পাহাড় জঙ্গল নদি, হুকুমেতে হয়েছে তৈয়ার। কোদরতের আজিম তিনি, জাহা বোঝে করে গমি কোনজন সরিক নাহি তার ❋ এই দুনিয়াতে ভাই, আল্লার সরিক নাই দেলে বুঝে দেখো জে জাহার। জদি তার সরিক হৈতো, এত্তেফাক নারহিত, দুনিয়া হইতো ছার খার ❋ আপনা কোদরতে আপে; আছি লেন বিম্বরুপে, আপনি হইলো ফের জাহির। আপনি বুঝিয়া খোদা, দুনিয়া করিলো পয়দা, মহব্বতে মহম্মদ নবির ❋ ছুরে এছলাছের বিচে, তাহার বয়ান আছে, ওয়াকিফ হইও সর্ব্বোজোনে। আহেদ আল্লা পরওার, মাবাপ ফরজন্দ তার, নাই কেহ ছাবেতে কোরানে

না ওজির নাজের রাখে, জাহা বোঝে আপনাকে, তাহা করে হক্ক ছোবহান। আছমান জমিন আদি, পয়দা করে আল্লা আদি, নাহি তাতে জখম নকছান * আল্লাতালা দুনিয়াতে, জাহের আপোনা হৈতে, নাহিছিলো ফেরস্তা আলম। আছমান জমিন আদি, নাছিল পাহাড় নদি, নাহি ছিল এলওহ কলম * আরোস কোরস আর, নাহি ছিল চিন্নো তার, নাহি ছিলো বেহেস্তে দোজখ আব আতস খাক বাদ, নাছিল দাদ ফরিয়াদ, নাহি ছিলো মাশুক আসক * কোদরোত কামাল নাম, নাহি ছিল ডাহিন বাম, শুমুখে বেমুখ নাহিতার। কাহার জুগাতা হয়, তাহার নেহাত কয়, আপে জানে ভেদ আপনার * আপে জানে আপনারে, হইতে আপন নুরে, পএদা করিল মহাম্মদ। ছুরে রহমানের বিচে, তামাম তারিফ আছে, কে পারে করিতে তার হদ * আউওল আর আখেরেতে মহাম্মদ নবি হৈতে, নাহি কেহু পিয়ারা আল্লার। আপনি জাহের হয়ে, আপনার নুর দিয়ে, পএদা করে দোস্ত আপনার * সোন ভাই সব কই, পহেলা রছুল বই, পএদা আল্লা না করেছে কারে। আরস কোরস ভেস্ত, আছমান জমিন জত, সব পএদা রছুলের জোরে আপন নুরে নবিজিরে, পএয়দা করে পরওারে, ফের আপে হক ছোব হান। জতো দেখো পএদা সারে, সকল নবির নুরে, কহি সোনো তাহার বয়ান * বাতুনের বাত সারে, পএদা হোএ পয়গম্বরে, খাড়া ছিল আল্লার হুজুরে। পএদা হইয়া নবি, আপনার দেলে ভাবি, ছেজদা করিল হেট ছেরে * ছেজদা কবুল হইল, আল্লা তালা হুকুম দিলো ছের তোল পিয়ারা আমার। খোসাল হইনু আমি, হুকুম করিনু তুমি, উঠে অঙ্গো ঝাড় আপনার * আল্লার হুকুম পেয়ে, ছের নবি ওঠাইএ অঙ্গো ঝাড়িল খোসালেতে। অঙ্গ ঝাড়িতে পরে, দুই ফোটা নুর গেরে, পএগম্বরের বদন হইতে * চাঁদ আর শুরুজ তাতে, পএদা হৈল দুনিয়াতে, একলাখ চব্বিস হাজার নুর। আল্লার হুকুম পরে, বদন হইতে গেরে, শুমুখেতে নবিজির হুজুর * সেই নুরে পরওার, একলাখ চব্বিস হাজার, দুনিয়ায় হৈল পএগম্বর। ঝুট না জানিবে একে, একিন জানিবে লোকে, এসকল কেতাবে খবর * আল্লার হুকুম পরে, পসম চুয়ে নুর গেরে, পড়ে নিচে জতো নুর ঝাঁরা। আল্লার কেদরত রাখ,

আছমান উপরে দেখো, রাত্র কালে সভাকরে তারা* পেসানি হইতে ফিরে, সাত ফোটা নুর গেরে, সাত ভেস্ত পএদা হৈলতায়। সাত ফোটা লব হৈতে, বুন্দো গেরে জমিনেতে, সাত দোজখ হইলো তাহায় * গলা হৈতে নুর গেরে, পোল ছুরাত সেই নুরে, হইল সে দোজখ উপর চার ফোটা নাক হৈতে, বুন্দো গেরে সে নুরেতে, চার ফেরেস্তা হইল জবর * সেই চার ফেরেস্তা খাছ, থাকেন আল্লার পাছ, রাত্র দিন হুকুমের পরে। আল্লার কুদরত ভাই, বোঝে কারো সাদ্দি নাই, সব পএদা মহাম্মদের নুরে * নুর গেরে বাজু হৈতে, তাতে আল্লার করমেতে, পএদা হৈল ফেরেস্তা আলমে। মহাম্মদের নুর হৈতে, সব পএদা দুনিয়াতে, একে২ আল্লার হুকুমে * জানু হৈতে নুর, তাহাতে হইল হুর, আর হৈল গোলাবের ফুল। আল্লার মেহের এতো, নজোরে দেখিবে জতো, সব জান হইতে রছুল * আল্লা তালার হুকুমেতে, পএগম্বরের নাভি হৈতে, সাতফোটা গিরিলো জে নুর। আল্লার হুকুম ছিল, দরিয়া তাহাতে হৈল, জাকে বলে সাত শুমুদ্দুর * লাল মতি জওাহের, সোনা রূপা পাথরের, সব পএদা রছুলের নুরে। আসা নবি মছার হাতে, তাহা ঐ নুর হৈতে, পএদা করেছে কর তারে * ছোলেমানের অঙ্গুরি, বড়া কেরামত জারি, তাহা ঐ নুরে পএদা হয়। নবির ছেফ তসারে, আল্লা দেছে বয়ান করে, কহে এয়ছা কার সাদ্দি নয় * নবি হৈতে কেহু ভাই, আল্লার পিয়ার নাই, সব পএদা নবির কারণ। নবি জদি না হইত, দুনিয়া আলম না করিতো বাতুনে রহিত মক্কারন * আপনার হবিবেরে, পএদা করিয়া নূরে, তার নূরে তামাম জাহান। পএদা করেছে সারে, আল্লা সে নবির পরে, আসক হয়েছে ছোবহান * ফের আল্লা পরওারে, কহিল নবির তরে, সাত দরিয়ার ভেদ তামাম। সাত দরিয়ার বাত, ভেদ কহে দিননাথ, কোন দরিয়ার কোন নাম * পহেলা দরিয়ার সোন আকেল অকুফ জান, এলেম হেলেম নাম দুওম। ছিএম নাম দরিয়ার, ভোক কাক্কার তার, চৌথা জান দরিয়া সরম * পঞ্জম দরিয়া জান, ছবর আর সোকরান, মেহের মহর্ব্বত দরিয়া ছয়। হপ্তম দরিয়া জান, আল্লাকে ওহেদ মান, এক বই দোছরা আল্লা নয় * এই সব দরিয়ারো, ভেদাভেদ হাছেল করো, বুঝেদেখো সকলি তোমায়

নুর মহাম্মদে শুনে, বড়ই খোসাল মোনে, এবাদত করে দরিয়ায় * সাত দরিয়ার একে২, ভেদ বোঝে আপনাকে, এবাদত করিয়া াছেল দেলে বড়ো হোয়ে খুসি, আল্লার দরগায় আসি. নুর নবি হইল দাখেল আপে আল্লা করতারে, আসক নবির পরে, নজ্জদিগে রাখিল জোল জালাল। তুবা নামে গাছপরে, রাখিল নবির তরে, গোজা রিয়ে গেলো কতকাল * আছমান জমিন সারে, পএদা কিয়া পরওারে জাহের না করিল তারতরে। জাহের করিতে সবে, একবিন্দু নূর তবে, সন্নভরে নিচে গিয়ে গেরে * থল নাহি পায় নুর. নিচে গেল কত্তোদ্দর, গোস্বায় তাকিল রবগনি। গজবে তাকিল তায়, নুর মেলা ইয়া জায়, গিরে নুর হয়েগেল পানি * একবিন্দু নুর ছিল, জারা জোহরা হৈল, দরিয়া হৈল নাহি তার কুল। এলাহি তামাসা কৈলো আতসে ভেজিয়া দিল, পানি পরে আগুনের ধুম * আতস হইল খাক, পিছেতে ভেজিল পাক, বাদপাও হইল মোদাম। বাতাসে আতস বাড়ে, ঠাই২ ধোওা ওড়ে, ঠাই২ ধোওার বারাম * রঙ্গ২ ধোওা বয়, সাত আছমান হয়, কুদরতে হইল ছোবহান। সেপানির ফেনা হৈতে, সাত তবোক জমি তাতে, আর হৈল দরিয়া তুফান * জমিন পানির পরে, বাতাসে হেলিয়া ফেরেঃ থির নহে করে টলমল এলাহি সকল বোঝে, জমিন উপরে ভেজে, ঠাই২ পাহাড় সকল * পাহাড় জমি মের খুটা, ধরিত রহিল আটা, এসকল হেকমত আল্লার জত দেখ দুনিয়াতে, সকলি কুদরত হৈতে, সব কিছু তামাসা তাহার সোন ভাই সর্ব্বজনা, আল্লাতালার কারখানা, কোদরতের কোল এস কল। পাহাড়ে ভেতার হৈল. দুনিয়া কায়েম রৈল, ফের নাহি করে টলমল * জমির নিচে নৈরে কার, মাছ আছে নিচে তার, সর্প এক আছে তারনিচে। কাছিম এক জানওার, নিচেতে রয়েছে তার, তার নিচে গরু এক আছে * গরুর নিচে ফেরেস্তারে, রাখে গরু তার পরে, আছে খাড়া খুব হুসিয়ারে। সে জে ফেরেস্তা আছে, গরুর পায়ের নিচে, সে ফেরেস্তা খাড়া মসারপরে * ওড়ে মসা বাওভরে ফেরেস্তা তাহার পরে, দেখ কেয়ছা কুদরত আল্লার। কোদরতের সোমার নাই, তাহার বিচেতে ভাই, কেবল বিসম অন্ধকার * ঘোর ভর অন্ধকার, তাহার বিচেতে আর, আল্লা জানে রাখিয়াছে যাহা

কোদরত আজিম এই, জে করেছে জানে সেই, আরকেহু নাহি জানে তাহা * খুই হৈতে পরওয়ারে, সাত্তবক আছমানকরে, পানির ফেনায় জমিসাত্তখান। আল্লার হুকুম পরে, পয়দা হইল সারে, ঠিকজান এবাত এনছান*আল্লা তালাপরওয়ারে,হুকুমদিল পয় গম্বরে, চারজনের সাতে মোলাকাত। মরদমি কেমন কার, জেনে শুনে এসো তার, আব আতস খাক আর বাদ * দেখ এইচার জোন কারার কাহার কেমন আর কেবা কেমন মাফিক। পয়গম্বর এবাদত শুনে, বড়ই খোসাল মোনে, চলে গেল আবের নজদিক * ছালা মোন আলেক করে, পোছেন আবের তরে, বল কহো তোমাকে পাহ ছানি। পানিতে কথর করে, কহিল নবির তরে, আমি বড় পাক বটে জানি *নবি কহেন তবে তেরা, বুঝিনু মোরাদ সারা, তুমি পানি বড়আএবদার। পাকরেলে-খেতেপারে,পোচিলে তোমার তরে,নাহি খায় ছোএ কেহু আর* বান্দার আএব ভাই, তার লেখা জোখা নাই, পাক কেবল পরওয়ার দেগার। পয়গম্বরের কাছে পানি,আপনা আয়েব শুনি, জানে আমি বড় গোনাগার * আপানার আয়েব জানি, মুরিদ হইলো পানি, নবির কাছে কলেমা পড়িয়ে। আতসের কাছে ফিরে, চলিলেন পয়গম্বরে, আহওয়াল পুছিলে তাকে গিয়ে * হাল হকি কত ছারে, পুছিলেন পয়গম্বরে কহ আতস শুনি তেরা বাত। আপ নার হালসা র বয়ান করিয়া মোরে, কহো হেতা আছ কেয়ছা ভাত আতস কহেন সোন, মেরা এয়ছা কোন জন, নাহি এই বিচে দুনিয়া র। আমার আতস জোরে, কেহনা টিকিতে পারে, পড়ে সবে হয়ে ছার খার * পয়গম্বর কহিলো দড়ো তোমার আয়েব বড়ো, এক জারা জসনাই তায়। তোমায় জে পড়ে আর, তোমার বিচে খুজিলে তার, পিছে নাহি মেলে ছাই হোএ জায় * আতস বলে আমা হৈতে, আএব নাই দ্ব নিএাতে, আমি তবে বড়ো গোনাগার। তক ছির হোএছে মোরো, গোনাখাতা মাফ করো, তুমি বটে রছুল আল্লার জের হোয়ে অপনাকে, কলেমা পড়িয়া মুখে আতসে আ নিলো ইমান। বাদের নিকটে ফিরে, পৌছিলেন পয়গম্বরে, পোছে নবি তার হাল বয়ান * হাওা না বুজিয়া পিছু, বড়াই করিলো কিছু, আএব না বুঝিলো আপনাকে। দেখো নবি

ভেরে দেলে, ঝড়ি ও তুফান হৈলে, মেরা আগে কেহ নাহি টৈকে * নবি কহেন তোমা হৈতে; আএবদার দ্বনিয়াতে, এয়ছা আর নাহি কারো দোস। বাদ আপনার মোনেঃ বড়ই আএব জেনে, দেলে বড় করিল আফছোছ * আফছোছ করিয়া গিছে, নবি ছাহেবের কাছে, ইমান এনে হইল মুরিদ। খেলের গোমান ছেড়ে, নবির কলেমা পড়ে আপনাকে হইয়া সাবিদ * এলাহির কোদরত ভাই, বোঝে এয়ছা কেহ নাই, সব জানে আপে ছোবহান। আব আতস আর বাদি, কলেমা পড়িল যদি, তিনজোনে আনিলো ইমান * আখেরে খাকির কাছে, পয়গম্বর গিয়া পোছে, কহো খাক মরদমি তোমার। কেয়ছা হালে মরদমিতে, পয়দা হোয়ে এখানেতে; আছো তুমি কহো সমাচার * খাকি কহে আমা হৈতে, আএবদার দ্বনিয়াতে, আমি হিন বড় আর সকলে। নাপাক কমিনা আমি, নেহাত জানিবে তুমি, আমি থাকি সবের পাওতলে * সকলের পাএর খাক, আমি অধম নাপাক, গুগোলিজ আমার উপর। মেরা পরে সকলেতে, রাত্র দিন হাগে মোতে, কি মোরাদে করিব ফখর * আমা হৈতে গোনাগার, দ্বনিয়াতে নাই আর, আমি সব হইতে কমিনা। সব চিজ হাগে বুকি, হামেসা গোলিজে থাকি, সোমার না হয় মেরা গোনা * দোওাকরো নবি তুমি তবে গোনা হৈতে আমি, আখেরেতে পাইবো নাজাত। কহিলে আমার তরে, মাবুদের দরবারে, কবুল পড়িবে তেরা বাত * একিন বুজিয়া দেলে, আখেরে তরিবা কালে, ভরসা বান্দিনু তেরা পায়। আল্লার পিয়ারা তুমি, খেদমত করিবো আমি, মুরিদ করিএ দেও আমায় * ছোটো জানি আপনাকে, এই বাত নবিজীকে, জখোন কহিলো এই খাক। খাত্তের করিয়া দেলে, আপনি রছুল বলে, তুমি খাক সবা হৈতে পাক * আল্লার পিয়ারা তুমি, নেহাত্ত জানিনু আমি ছবর তোমাতে ঢের আছে। গোপ্তা রূপে এক্ষেণেতে, রহো ফিরে পশ্চাদেতে, তোমা হৈতে পয়দা হবো পাছে * আপনাকে ছোটো হৈলে, বড়ো হয় সে সকলে, তার আল্লা মরতবা বাড়ায়। বড়ো হৈতে আপনারে, জে চাহে দ্বনিয়ার পরে, তারে আল্লা পাতালে পাঠায় * বেহেস্তে থাকিয়ে নবি, দেখেন বেহেস্ত খুবি, গোপ্তা রূপে কতোকাল জায়। এলাহি সকল জানে, ডাকিএ ফেরেস্তা গোনে, ভেদকথা কহিল

সবায় ❀ এয়ছা এক নেক তনো, পয়দা করিবো জানো, তাকে আমি দিবো খেলাফত। খলিফা করিবো তায়, চলে জেনো নেকরায়, মেরা জেনো করে এবাদত ❀ শুনে সবে ফেরেস্তারা, জোড়হাতে কহে তারা, এয়ছা বান্দা কর আমা হৈতে। মরতবা বহুত পাবো, ছরফরাজ হোএজাবো, সদা মোরা থাকি হুজুরেতে ❀ আছমান কহিলো ফেরো আমা হৈতে পয়দা করো, নেকবান্দা করো মেরাপর। আরস কোরস কহে, আমা হৈতে করো তাহে, মেহেরবান আছো বহুতর ❀ জতো সবে হুজুরেতে, আরোজ করে সকলেতে, নেকবান্দা করো আমাপরে জেবা জাহা করে মোনে; এলাহি সকল জানে, আল্লা তালা কহে সবাকারে ❀ নেকবান্দা পয়দা হৈতে, আরজু রাখো সকলেতে, জে জাহার আপনার দেলে। তোমরা সবে জেমন ধারা, খাকি হে তেমন মেরা কিছু না হুজুরে মেরা বলে ❀ ডাকিয়ে খাকির তরে, পুছিলেন পরওারে, কহো খাক বাত পুছি আমি। নেক বান্দা পয়দা হৈতে, আরজু রাখে সকলেতে, কিছু আরজু নারাখিলে তুমি ❀ খাকি বলে পরওার আমি বড়ো গোনাগার, পাএর নিচে থাকি সকলের। আমা হৈতে বড় জারা, আরজ রেখেছে তারা, আমি ময়লা এক হুজুরের❀সকলের নিচে থাকি, আমি কি মোরাদ রাখিঃ তার বড়ো বাড়া সর্ব্ব জোনে ❀ মরতবা জেয়াদা রাখে আমিতো গলিজে থেকে, এয়ছা আরজু করিব কেমনে ❀ আল্লা তালা কহে তারে, ছোটো বল আপনারেঃ জেয়ছাই বুঝিলে মোনে মোন। সে:ন খাক তোমাহৈতে, নেকবান্দা দুনিয়াতে পয়দা করিবো একারোন ❀ খাকের ছুরত হৈতে, বানাইব চেহেলাতে খাক জানে আপনাকে কম। গোরিব মেজাজ জেইঃ বড়ো দোস্ত মেরা সেই, খাকে পয়দা করিবো আদম ❀ এলাহির বাত শুনে, কহিল ফেরেস্তা গনে, আদম তন হৈবে গোনাগার। পয়দা হৈলে দুনিয়াতে জে জাহার দেমাগেতে, নামানিবে হুকুম তোমার ❀ সবকে বাতেল দিয়াঃ আল্লা তালা খাক লিয়া, আদমে আল্লা গড়িল কাদায়। সে আদম দুনিয়ার পরে, জখোন বন্দেগী করে, আল্লা তখোন দেখায় ফেরেস্তায় ❀ আল্লা কহে ফেরেস্তারা, আদম ঐ বন্দেগী মেরা, করে কেয়ছা দেখ সর্ব্বজোন। এবাদত বন্দেগিতে, হাজের আছে সকলেতে তোমরা কেহু না হবে এমন ❀ বান্দা জখোন দুনিয়া পরে, গোনাকরে

ফেরেস্তা সারে, ডেকে কহে পরওার দেগার। সয়তানের দাগায় পড়ে এবাদত বন্দেগী ছেড়ে, গোনা করে আদমে তোমার * আল্লা জাতে সরম পায়, এয়ছা কাম দুনিয়ায়, করো নাহি দুনিয়ার বিচে। গোনা কাম করিলে পরে, আল্লা তালা পরওারে,সরম পায় ফেরেস্তার কাছে বান্দা হুসিয়ার থাকো,গোনা কেহ করোনাকো,ফেরেস্তার কাছে আল্লা পায় সরম। আল্লা সকলের পরে, জেদক্যর বন্দেগীর তরে, খাকে পয়দা করেছে আদম * মুরসিদের মুরিদ বলে, এবাদত না করিলে আল্লা তালা পায়তো সরম। এহার ওাস্তে রোজ হাসরে, মুস্কেল পড়িবে ছারে, সে বান্দা সব জাইবে জাহান্নাম *

পয়ার * করিম রহিম আল্লা পরওার দেগার। কে বুঝিতে পারে ভাই মতলব তাহার * খাকে পয়দা আদমেরে করে দুনিয়ায়। কতো কাল এইরুপে গোজরিয়া জায় * তরো তরো আদমের আওলাদ হৈলো ঢের। মোমিন রহিল কতো হইলো কাফের * বয়ান করিলে তার না হয় ঠেকানা। মোক্তাছার বাত কহি সোনো সর্ব্বজোনা * আদমের বংশে দেখো সকলের জেরে। মহাম্মদ নবি পয়দা আব-দুল্লার ঘরে * প্রথমেতে পয়দা হৈয়া বাতুনে আছিলো। দুনিয়াতে আরবার জাহের হইলো * দুনিয়াতে জতো কিছু দেখিবে নজোরে পয়দা হোয়েছে সব রছুলের তরে * ছুরে তাহার বিচে আর ছুরে ইয়াছিনে। তাহার বয়ান আছে ছাবেত কোরানে*আলেম ফাজেল তার বয়ান করিতে। নাপারিলো আমি কি কহিবো মুক্ষুতে * সে সব কালাম ঢের আল্লার ফরমান। আমার জুক্ততা নাই করিতে বয়ান এক্ষেণেতে শুনো সবে আরোজ আমার। বাঙ্গালাতে করিবেক মছলা হাজার * হাজার মছলার বাত ফারছি হইতে। পয়ারে সাএর করি সকলে বুঝিতে * তিন কেতাবের বাত মছলা হাজার। তরজমা তাহার করি সোনো সমাচার * আল্লার হুকুমেতে খএবর সহরে। আবদুল্লা ফাজেল পয়দা এহুদির ঘরে * বড়ই ফাজেল ছিল আল্লার হুকুম। তামাম কেতাবের ভেদ তাহাকে মালুম * খএবর সহরে ঘর ছিলো আবদুল্লার। সাতসো ফাজেল সাগরেদ আছিলো তাহার * আবদুল্লা ফাজেল তিন কেতাবের বিচে। পয়গম্বরের বাত ছারে ওাকেফ হৈয়াছে * পয়দা হবে আখেরে আখেরি পয়গম্বর। সকল

কেতাব বিচে আছে এ খবর * আখেরি নবি পয়দা হবে আল্লার পিয়ারা। সকলের ছরদার জতো পয়গম্বরের ছেরা* সকলের ছরদার হবে আল্লার মকবুল। দিন মহাম্মদ নাম হজরত রছুল * আগের কেতাব সব ওদ্ধুল হইবে। ফোরকান তাহার পরে আসিয়া পৌছিবে* মহাম্মদ হইতে জারি হইবে এছলাম। ঐ লাগাত পয়গম্বরি হইবে তামাম*সে পয়গম্বরের পরে ইমান জে আনিবে। আখেরে নাজাত হবে বেহেস্তে পৌছিবে * কেতাব নবির জেয়ছা ছেফত আছিলো। আবদুল্লা ফাজেল তাহা মালুম করিলো * রছুলের তারিফ দেখে কেতাব ভিতরে। ইমান আনিয়া রৈলো পয়গম্বর পরে * এখানে সে মদিনাতে আবদুল্লার ঘরে। পয়দা হইলো নবি আল্লার মেহেরে * আউওল আখেরে নবি জাহের বাত্তনে। আল্লার পিয়ারা নাহি কেহ নবি বিনে *কে বুঝিতে পারে ভাই আল্লার মক্কোর। কাফেরের ঘরে পয়দা হৈলো পয়গম্বর * আবদুল্লা ফাজেল আর দিন পরগম্বর। কি-রূপে তেমোন জেরা সোনো সে খবর *পয়গম্বর ছিলেন ছয় বচ্ছরের জখন। আবদুল্লা হাজার ছওাল পুছিলো তখন * জেরূপে ছওাল জওাব হইল তাহার। সে সব কেতাবের বাত সোনো সমাচার * এক রোজ আল্লা তালা জিবরিলের তরে। হুকুম করিলো জাও দুনিয়া উপরে*আমার খলিফা নবি মহাম্মদ নাম। জারি করে দিব দুনিয়ায় হইবে এছলাম * ছালাম দরুদ মেরা বলো পয়গম্বরে। আর এই হকিকত কহিবে তাহারে * আবদুল্লা ফাজেল আছে খএবর সহরে। মুছা ওম্মত পয়দা এহুদির ঘরে * মুছা নবির আছহাব আছিল সেই কালে। সাতসো সাগরেদ তার আলেম সকলে * সে জদি ইমান আনে কলেমা মুখে কয়। তবে নবির নাম জারি দুনিয়াতে হয়*তুমি জাহো গিয়া কহো রছুলের তরে। আবদুল্লাকে লেখে ভেজো খএবর সহরে * আবদুল্লা পাইবে জখন রছুলের কেতাবত। তওাজা করিবে ইমান আনিবে আলবত * এলাহির ফরমান ওাকেফ হইএ। পয়গম্বরের কাছে জিবরিল পৌছিলো আসিয়ে * পয়গম্বরে কহে আল্লার দরূদ ছালাম। তারপরে জানাইলো হকিকত তামাম * কহিল জিবরিল আল্লা হুকুম দিয়াছে। খএবরেতে রোকা

 হাজার মছলা

ভেজো আবদুল্লার কাছে * তিন কেতাবের আলেম নহে সে জাহেল সাতসো সাগরেদ তার তামাম ফাজেল * ওস্মত আর আছহাব আছিলো মুছার। আলেম জবোর বড়ো মেহেরে আল্লার * সে জদি ইমান আনে হুকুমে আল্লার। তবে নামজারি দুনিয়ায় হইবে তোমার পয়গম্বর বলে আমি নাজানি লেখিতে। আবদুল্লার কাছে খত লেখি কি ছুরাতে * কালি কলম কাগজ না এলেম আছে মোর। কি রূপে ভেজিব লেখা খএবর সহোর * জিবরিল কহেন বাত সোনো হজরত ছাদকাছেদ ডাকো লেখিবে কেতাবত * কালি কলম কাগজ সকল আছে তার। আপন হাতে লিখেদিবে কেতাবত তোমার * আল্লার কোদরত সব মালুম তাহারে। ছাদকাছেদ এসে পৌছিলেন হুজুরে * পয়গম্বর বলে লেখা লেখি কিছুরাতে। কি মজমন পহেলা লিখিবো কেতাবতে * জিবরিল কহেন সোনো রছুল আল্লার। মজমূন কহিব আমি আন্দেসা নাই তার * আল্লার হুকুম জিবরিল কহিতে লাগিলো ছাদ কাছেদ কেতাবত লিখিতে লাগিলো * পহেলা বিছমেল্লা আল্লার নাম কেতাবতে। দুএম আল্লার তারিফ লাগিলো লিখিতে * সোনহো আবদুল্লা তুমি ফাজেল জবর। তিন কেতাবের ভেদ পেএছ খবর * আল্লা জেমন কাদের আউওল আখেরের। সকোল তোমাকে মালুম কি লিখিবো ফের * জতোবাত কেতাবেতে হুকুম আল্লার। সব তুমি জানো আমি কি লিখিবো তার * ছিএমেত্তে পয়গম্বর হইবে আখেরে। এই বাত কেতাবেতে মালুম তোমারে * সেই পয়গম্বর আমি আল্লার ফরমান। পয়দা হৈয়াছি তুমি আনোহো ইমান * মেরা হাল কেতাবেতে আছহো ওয়াকিফ। ইমান আনো চোলে এসো আমার নজদিগ * আল্লার খলিফা আমি আখেরে হইনু। পহেলা তোমার কাছে কেতাবত ভেজিনু * কেতাবতের বাত সব ওয়াকেফ হইবে। আল্লার কোদরত পরে ইমান আনিবে * চৌদাভুবন বিচে আল্লার অধিকার। জাহা মোনেকরে পারে সকোলি তাহার * তাহার নাএব আমি মহাম্মদ রছুল। ইমান আনো করো তুমি কলেমা কবুল হজরত জিবরিল তাতে ছিলো ছলাকার। এই রূপে লেখাপড়া করিল তৈয়ার * এই রূপে তৈয়ার করিয়া কেতাবত। বসিয়ে ভাবেন ভেজি কাহায় মারফত * আল্লার কারখানা আল্লা সব বাত জানে। খএবরের

রাহাগির পৌছিলো সেখানে ❋ জেতেছিল সেই মর্দ্দ খএবর সহর। তার হাতে কেতাবত ভেজিলো পয়গম্বর❋কেতাবত এইরূপে খএবরে ভেজিয়া। জিবরিল বিদায় হৈলো সেখানে থাকিয়া ❋ আপনার মকামে আবদুল্লা ছিলো বৈসে।সেইসমে পয়গম্বরের খতপৌছে এসে আখেরি পয়গম্বর মক্কায় পয়দা হোএছে। এই লেহো কেতাবত তোমাকে ভেজেছে ❋ পয়গম্বরের নাম জদি আবদুল্লা শুনিলো। উঠিয়ে তওজা কোরে কেতাবত লিলো ❋ তাজিম করিয়া খোলে রোকাজে নবির। কেতাবত পড়িতে মর্দ্দ করিল ফিকির ❋ ঢেণ্ডোড়া মারিয়া দেসে করিল খবর। মক্কাতে হোয়েছে পয়দা দিন পয়গম্বর ❋ আল্লার রছুল পয়দা হইয়া মক্কায়। কেতাবত লেখিয়া এক ভেজিলো আমায় ❋ সবে এসে একঠাই হইলে হাজির। কেতাবত খুলে পোড়ে সোনাবো নবির ❋ ঢেণ্ডোড়া শুনিয়া সব লোক তাড়াতাড়ি। আসিয়া হইল জমা আবদুল্লার বাড়ি ❋ সাতসো সাগরেদ ফাজেল ছিলো আবদুল্লার। সকলে হাজের হৈলো হুজুরে তাহার ❋ সবে জদি এক ঠাই হইল হাজির। আবদুল্লা পড়িয়া খত শুনায় নবির ❋ কেতাবতে পহেলা বেছমেল্লা ছের নামায়। তার পরে নবির তারিফ জতো তায় আল্লাতালা নবি পয়দা কোরেছে আখেরে। মক্কার সহরে পয়দা আবদুল্লার ঘরে ❋ জেই বাস লেখা পড়া খতের মাঝারে। আতুল্লা পড়িয়া তাহা শুনায় সবারে ❋ দুনিয়াতে পয়দা হৈলো দিন মহাম্মদ এসকল কেতাবত হইয়া জাবে রদ ❋ দুনিয়াতে আখেরি নবি হইলে মাশুর। রদ হবে ইঞ্জিল আর তওরাত জর্ব্বুর ❋ পয়দা হবে আখেরি নবি এসব খবর। কোএছে আমাকে হজরত পয়গম্বর ❋ নবি পয়দা হৈলে তবে পৌছিবে ফোরকান। তরিবে আখেরে এনো তাহাতে ইমান ❋ কেতাব মানিও আর আখেরি রছুল। খবরদার মেরা বাত না করো ওদ্বল ❋ নবি পরে ইমান এনে মানিও ফোরকান। তবেতো দোজখ হৈতে পাইবে আছান ❋ ইমান না আনিলে নবির কেতাব উপর। কাফের হবে কহিয়াছে মুছা পয়গম্বর ❋ এই তিন কেতাব আমি পেয়েছি সন্ধান। সবের উপরে ভারি পৌছিবে ফোরকান ❋ ইমান আনিতে হবে তাহারো উপর। ইঞ্জিলতওরীত জব্বরে পেএছি খবর ❋ হোয়েছে আখেরি নবি পৌছিবে কোরান। আখেরে তরিবে

সভে আনহো ইমান * ইমান সকলে আনো হৈয়া একন্তরে। চলো সবে দেখি গিয়া দিন পয়গম্বরে * সকলেতে বলে ছাহেব সোন সমাচার। কি রূপে ছাড়িবো মোরা রছম বাপ দাদার * এসব রছম জদি উঠিলো এখন। তবেতো হইবে ফের নতুন চলন * আবদুল্লা কহিল তোমরা সকলে ফাজেল। এয়ছা বাত কহো কেনো হইয়া জাহেল * ইমান না আনিবে নবির কেতাবের পরে। বাপ দাদার চলন চলিতে চাহো ছারে * মুছার ওম্মত ব্রথা হইলে ফাজেল। না মানো কেতাব নবির হইয়ে জাহেল * চার কেতাব পয়দা তার পৌছিয়াছে তিন। এক কেতাব বাকি আছে পৌছিবে একিন * আল্লা জখন খলিফা করেন জার তরে। হুকুম আছে ইমান আনিবে তার পরে * তোমরা জদি নাহি মানে কেতাবপয়গম্বরে। থাকো তোমরা জাই আমি নবির হুজুরে * দেখিবো জোনাব গিয়া এরাদা আমার। আখেরি রছুল কেয়ছা খলিফা আল্লার * সকলে কহিল ছাহেব জাইবে আপনি। কি রূপে চিনিবে আখেরি নবি তিনি *আবদুল্লা কহিলো সভে সোন সমাচার। ছিনিবো আখেরি নবি ভেদ আছে তার * তিন কেতাবের হাজার ছওয়াল নেকলিবো। আখেরি নবি তাহাতে পাহছানিবো * হাজার মছলা নেকালিবো তিন কেতাব হৈতে। একে একে জিজ্ঞাসিবো নবির সাক্ষ্যাতে * হাজার ছওয়ালের জওয়াব জদি দিতে পারে তবেতো জানিবো আমি আখেরি পয়গম্বরে * আর কারো সাদ্ধিনাই তিন কেতাবের। জওয়াব পুরিয়া দেয় হাজার ছওয়ালের * হইলে আখেরি নবি মছলা হাজার। জওয়াব সকোল দিবে সোভা নাই তার সকলেতে বলে ছাহেব জাইবে মক্কায়। জদি কেহু আসে কি জওয়াব দিবো তায় *বাদসাই ছাড়িয়া জাবে মক্কার সহরে। জদি কেহু আসে কি জওয়াব দিব তারে * আবদুল্লা কহিলো জওয়াব না পারিবে দিতে। কোমর বান্দিয়া সবে চলো মেরা সাতে * দেখিবে পুছিবো আমি ছয়াল হাজার। জওয়াব দিতে পারে হুকুম মানিবো তাহার * সবার দেলের মালেক আপে সে খোদায়। সাতসো সাগরেদের দেল ফিরে গেলো তায় *সবে বলে জাবো সাতে বান্দিয়া কোমর। জওয়াব শুনিন আর দেখিবো পয়গম্বর * আবদুল্লা কোমর বেন্দে হইলো তৈয়ার। সাতসো সাগরেদ সব সাতে চলে তার * মছলা হাজার লিলো বভি

কেতাব হৈতে। চলিলো নবির কাছে ছওাল পুছিতে❀মছলা মছাএল লিয়া হইতে খএবর। রওায়ানা করে আগে পাচে সাতসো লস্কর ❀ আবদুল্লা করিলো কুচ মক্কায় আসিতে। জিবরিলে ডাকিয়া আল্লা লাগিলো কহিতে❀ সোন জিবরিল জলদি জাহো দুনিয়ার পরে। আমার ছালাম দোরুদ কহো পয়গম্বরে❀পয়গম্বর উম্মি মেরা থোড়াই সেনেতে। আবদুল্লা ফাজেল আসে ছওাল পুছিতে ❀ওধিক থোড়াই ছেন ছয় বচ্ছরের। কি রূপে জওয়াব দিবে হাজার ছওয়ালের ❀নাহি ডরে হুসিয়ার করোগিয়ে সেতাব। আমি দিব আবদুল্লার সওয়ালের জওয়াব❀আবদুল্লা জখন জেই পুছিবে ছওাল। জওয়াব তার হুজুরে হৈতে পৌছিবে কামাল ❀ এই খবর কহো গিয়া নবির সাক্ষ্যাতে। ডাক বসাইবো এর খবর পৌছাতে ❀ জিবরিল চলিয়া আইলো জেথা পয়গম্বর। ছালাম দোরূদ দিয়া কহিল খবর ❀ হজরত জিবরিল কহে শুন পয়গম্বরে। কেতাব ভেজিলে তুমি খএবর সহোরে ❀ আবদুল্লা পড়িয়া রোকা জেনে সমাচার। মক্কাতে পৌছিবে সাথে সাতসো ছরদার ❀ হাজার ছওয়াল এসে পুছিবে তোমারে। কি দিবে জওাব তার কহতো আমারে ❀ পয়গম্বর কহে আমি কি জানি ছওয়াল। আল্লাকে মালুম আছে মেরা জতোহাল ❀ জে মোরে করেছে পয়দা সে জানে খবর। জার নাম সে করিবে নাম হবে মোর ❀ আবদুল্লা ছওয়াল এসে পুছিলে হাজার। আল্লা দিবে জওয়াব তার কি তাকত আমার❀ছওয়াল চুনিয়া আনে তিন কেতাব হৈতে। পুছিলে হাজার মছলা তোমার সাক্ষ্যাতে❀ ছওয়ালের জওাব জদি দিতে পারো সারে। ইমান আনিবে তবে মানিবে তোমারে ❀ জওাব না পাইলে মর্দ্দ ফিরে জাবে ঘরে। ইমান না আনিবে না মানিবে পয়গম্বরে ❀ আল্লাতালা জানে এহা তোমার হুজুরে। ছওয়ালের জওাব দিতে ভেজিলো আমারে ❀এইবাতে খুব খাতের জমা থাক তুমি। জে ছওয়াল পুছিবে তার জওাব দিবো আমি ❀এইবাতে খাতের জমা রহো পয়গম্বরে। এখানে আবদুল্লা আইলো মক্কার সহোরে ❀ সাতসো সাগরেদের সাথে আবদুল্লা আপনে। মক্কায় পৌছিল গিয়া সনিবারের দিনে ❀সহরে পড়িল গোল আবদুল্লা আসিতে। সাজিল তামাম লোগ তামাসা দেখিতে ❀ আবদুল্লা আইল নবি পাইল খবর। বাহিঃ

রেতে আপনি আইল পয়গম্বর * দিন পয়গম্বর জদি বাহিরে আইল। ছুরত দেখিয়া সবে হয়রান হইল। * সবে বলে একি তাজ্জব ছুরত নবির। দরুদ পড়িল সবে খোসাল খাতির * জামাল দেখিয়া সবে খোসাল হইল। সাত্তসো ছরদার সাতে জে কেহু আছিল * আবদুল্লা কহিল বটে এই পয়গম্বর। দেখিনু নজরে জেয়ছা কেতাবে খবর * কেতাবে দেখিনু আর মুছা পয়গম্বরে। জেমন কয়েছে তেমন দেখিনু নজোরে *আবদুল্লা আদবেতে জোড়ে দোন হাতে। তাজিম করিয়া বাত লাগিল কহিতে * শুন দিন পয়গম্বর পিয়ারা আল্লার। জে খাতিরে আসি আমি হুজুরে তোমার * সঙ্গেতে আইল মেরা সাতসো ছরদার। ছওয়াল পুছিব আমি মছলা হাজার * ছওয়াল করিব আমি তিন কেতাবের। ইঞ্জিল তওরিত জানো আর জর্ব্বোরের * মছলা হাজার আজি জিজ্ঞাসিব আমি। জদি পারো ছওয়ালের জওয়াব দিবে তুমি * তবেতো জানিব তুমি ছহি পয়গম্বরে। ইমান আনিব আর মানিব তোমারে * ইমান আনিবে মেরা সাতসো ছরদার। জদিপার কহিবারে মছলা হাজার * তবে তুমি পয়গম্বর মানি জে ফোরকান। কলেমা পড়িব সবে আনিব ইমান * পয়গম্বর কহিল পোছো কি পুছিবে তুমি। আল্লার ফজলে তার জওয়াব দিবো আমি * পয়গম্বরের ছেন ছয় বচ্ছরে জখন। আবদুল্লা হাজার ছওয়াল পুছিলো তখন * জেই মছলা পয়গম্বর নাজানে না সোনে। জওয়াব কিছুরতে হৈল শুন সর্ব্বজোনে * আল্লাতালা পয়গম্বরে মেহের হইল। জমি আর আছমানেতে ডাক বসাইল * আবদুল্লা জখন জেই ছওয়াল পুছিবে। লওহ মাহফুজে তার জওয়াব লেখাজাবে * জে ছওয়াল আবদুল্লা জখন করিবে প্রচার। তাহার জওয়াব আমি দিব বার২ * লওহো মাহফুজে ছওয়ালের জওয়াব লেখাগেলে। ওয়াকেফ হইবে তাহা হজরত আজরাইলে*ওয়াকেফ হইয়া সেই ছওয়ালের জওয়াব। আজরাইল এছরাফিলে পৌছাবে সেতাব * সেই খবর খাড়া২ এছরাফিল এসে। মেকাইলে পৌছাইবে চক্ষের নিমিসে * সেই খবর খাড়া২ আসিয়া মেকাইল। পৌছাবে মক্কায় জেথা হজরত জিবরিল *এইরূপে ডাকহাতে হৈতে আছমান। ছওয়ালের জওয়াব সব ভেজিবে ছোবহান * হজরত জিবরিল সেই ছওয়ালের জওয়াব। পয়গম্বরের কানে২ কহিবে সেতাব*তবে

সে জওাব তারে দিবে পয়গম্বর। এইরূপে ডাক পথে পৌছিবে খবর আছমানে বসিল ডাক আল্লার হুকুমে। এখানে আবদুল্লা পোছেন ছওাল প্রথমে * আবদুল্লা পূছিবে ছওাল আল্লা দিবে জওাব। সোন বান্দা মোন দিয়া বয়ান সে সব * প্রথমে আবদুল্লা পোন সোন পয়গম্বর। নবি কি রছুল তুমি কহনা খবর * পয়গম্বরে আবদুল্লা হেতায় ছওাল জিজ্ঞাসে। জওাব হোতা লেখাগেলো লওহো মাহফুজে * খাড়া২ ডাকে২ সেইতো জওাব। হজরত জিবরিলের কাছে পৌছিল সেতাব * হজরত জিবরিল তাহা কহে পয়গম্বরে। পয়গম্বর জওাব তখন দেয় আবদুল্লারে * পয়গম্বর কহে তুমি পুছিলে আমারে। নবি কি রছুল আমি হইনু আখেরে * ওয়াকেফ আছো তুমি হাল কিকবো আমার। ইঞ্জিল তওরিত জর্ব্বুর সাক্ষি আছে তার * এই তিন কেতাবে খবর ওয়াকেফ আছো তুমি। আখেরেতে নবি আর পয়গম্বর আমি নবি পয়গম্বর তুমি বটে আখেরের। জওাব দেহো দোছরা ছওাল পুছি ফের * হাজার ছওাল আমি জিজ্ঞাসা করিব। জওাব দিতে পারো জদি ইমান আনিব * তুএম ছওাল মেরা সোনো হজরতে। আল্লাতালা দেখাকরে কিনা তোমার সাথে * রছুল কহেন আবদুল্লা কহি তোমারঠাই। আমার সাথে দেখাকরে ইমান হবেনাই * আমার সকতি জানইমান কবেহবে। জারধড়ের ঠেকানানাইতারে কেদেখিবে হজুর হৈতেআয়্যাআসে মেহেরে আল্লার। তাহা পড়েবুঝি আমিসব সোমাচার * গেবিআওাজ আসে কানেশুনি। সেই আওাজকানেশুনে সবআমিজানি * আবদুল্লা কহিলঠিককহিলে পয়গম্বর। তেছরা ছওালে পুছি কহো সে খবর * বান্দা খোদার জতো আছে দুনিয়াতে। এহাদের ডাকো তুমি কাহার দিনেতে * খোদার দিনেতে কিবা দিনেতে তোবার। এইকথা কহ নবি শুনি সমাচার। রছুল কহেন আবদুল্লা সে মতলব। আমি কোথা দিন পাবো আল্লা জানে সব * এছলামেতে বান্দা খোদার আমি ডাকি। আমার দিন আলাদা নহে দিন আল্লার রাখি * চৌথা আরোজ মেরা তোমার কদমেতে। বান্দার আল্লার ডাকে মোছলমান কিয়ামতে * রছুল কহেন বাদসা জান হে সন্ধান। মোছলমান তারে বলি জে আনে ইমান * মোছলমান আর ইমান জানিবে কেমন। দুধ আর ঘৃতে জেনো সমন্দ জেমন * দুধ

না হইলে জেমন ঘৃত নাহি হয়। মোছলমান না হইলে মোমিন সেহ নয় * বান্দা সব আদালত করিয়া বোঝা সারে। দুধ হৈলে দধি ঘোল ঘেুতো হৈতে পারে * দুধ জদি নাহি থাকে ঘেুতো ঘোল দই কিছু না হইতে পারে বোঝ সব কোই * তবে বুঝে দেখো বান্দা দুধে রে আসল। দুধ না হইলে কিছু না হয় এসকোল * এমনি জানিবে এহা দুধের মাফিক। কোরানেতে সাক্ষি আছে অহদা হুলার সারিক আল্লার সরিক নাই আছমান জমিনে। মোনে জান কেহ আল্লার সোমানে * বান্দার উপরে আল্লা পাঠায় পয়গম্বর। রোজ কেয়ামতে আজাব দেলে রাখে ডর * পোলছোরাত সদাই করেতো ভাবনা। ইমানের মানে এই সোন সর্বজোনা * আল্লাকে ওয়াহেদ জানা এই সে ইমান। ইমান রহিলে জানো সেই মোছলমান * আল্লার সরিক আছে এয়ছা জদিকয়। ইমান বরদস্ত সে মোছলমান নয় * গোচোনা পড়িলে দুদ সব নষ্ট হয়। সেরেকেতে ওয়ছাই ইমান নাহি রয় * ইমান না রহিলে সে নহে মোছলমান। কহিনু ছওয়ালের বাত শুনিল বয়ান * আবদুল্লা কহিল বাত সোন পয়গম্বরে। আল্লাতালার দিন আছে কতেক প্রকারে * রছুল কহেন আবদুল্লা সোন মেরা বাত। খোদা জেমন এক আছে বেপাও বেহাত * খোদা জেমন এক জান দিন একতার। এই দিন ছহি জান বাতেল সব আর * আবদুল্লা কহিল ছাহেব বাত কৈলে ছাহি। আর কথা তোমার হুজুরে আমি কহি * এছদি নাছরানি কাফের করিয়া বড়াই। নেক কাম দুনিয়াতে করেন সবাই * মাল মাত্তা খএরাত করে বেশুমার। এহার খাতেরে পুছি নিকটে তোমার * এসব নেকির ফল আওল আখেরে। পাবে কি নাপাবে সে আল্লার হুজুরে * এ সকলের ফরিয়াদ পরওার দেগার। শুনিবে কি না শুনিবে কহো সমাচার * আবদুল্লার খাতেরে জওাব পয়গম্বরে কয়। বেইমানের এবাদত কবুল নাহি হয় * জদি সে কাফের লোগ এবাদত করে। আল্লার রাহে খয়রাত দেয় গরিব কাঙ্গালেরে * গোলাম খরিদ করে আল্লার রাহেতে। ইমান জদি নাহি আনে খোদা রছুলেতে * এসব নেকি করে জদি মরে সেইদিনে দোজখ ভিতরে জাবে ইমান বিহনে * জতো কিছু নেক কাম বেগর ইমানে। কিছু কামেনা আসিবে কেয়ামতের দিনে * আবদুল্লা পুছিল

নবি আরোজ হুজুরে। এয়ছা কোন গাছ আছে দুনিয়া মাঝারে ❋ ফলতার খায়সব মোমিন কাফেরে। পরোকালে খাছ হবে মোমিনের তরে ❋ এখোন মোমিন কাফের সবে মিলে খায়। আখেরে মোমিনের খাছ করিবে খোদায় ❋ আবদুল্লার ছওয়ালের জওয়াব দিল পয়গম্বর। সেইতো খোরমার গাছ দুনিয়ার উপর ❋ আর এক খবর ছাহেব পুছি হুজুরেতে। এসব খবর তুমি পাও কি ছুরাতে ❋ কে আনিয়া খবর দেয় কোথা পাও তূমি। কহো সেই হকিকত শুনিতে চাই আমি ❋ রছুল কহেন জওয়াব আবদুল্লার তরে। হজরত জিবরিল খবর পৌছায় আমারে ❋ আবদুল্লা পুছিল ছাহেব বাত সোন মোর হজরত জিবরিল কোথা পায় এসব খবর ❋ পয়গম্বর বলে তুমি শুনো দিয়া দেল। জিবরিলে খবর দেয় হজরত মেকাইল ❋ কহেন আবদুল্লা ফের নবির হুজুরে। মেকাইল খবর পায় কেমন প্রকারে ❋ কহেন হজরত নবি ভাবিয়া জলিল। মেকাইলে খবর দিলো হজরত আজরাইল ❋ আবদুল্লা কহিল ঠীক কহিলে পয়গম্বর। আজরাইল কোথাপায় এসব খবর ❋ কহেন হজরত নবি ভাবিয়া নিজ দেলে। আজরাইলে খবর দিলো মেহতের এছরাফিলে ❋ আবদুল্লা কহেন বাতনবি বরাবর। এছরাফিল কিরুপেতে পাইল খবর ❋ কহেন হজরত নবি আপনায় বুঝে। এছরাফিল কে খবর দিল লওহো মাহফূজে ❋ আবদুল্লা কহেন বাত সোন পয়গম্বর। লওহো মাহফুজ কোথা পায় এসব খবর ❋ কহেন হজরত নবি সোন সব আলম। লওহো মাহফুজে খবর দিল আল্লার কলম ❋ আবদুল্লা পুছিল তখন নাজির হুজুরে। এসব খবর কেবা দিল কলমেরে ❋ কহেন হজরত নবি করহে মালুম। কলমেরে খবর দিল আল্লার হুকুম ❋ দুনিয়া কারনে খোদা হুকুম করিলো। কোরানেতে আএয়াঙ্কন ফাএকুন লেখিলো ❋ হুকুম করিল জখন আপে পরওারে। নাছিল তখন এখন খবর কলমেরে ❋ আবদুল্লা কহেন হজরত সোন হকি কত। হজরত জিবরিল মর্দ্দকিবা সে আওরত্ত ❋ কহেন হজরত নবিশুন তার বেনা। হজরত জিবরিল মর্দ্দ নহেতো জানানা ❋ আবদুল্লা কহিল ছাহেব পয়গম্বর হও। কতো লাম্বা জিবরিল কতো পর মোকে

 হাজার মহলা

কত্ত * পয়গম্বর কহেন তার জওাব সোন দড়ো। ফেরেস্তার বিচে জিবরিল নাছোটো না বড়ো * আট পখনা জিবরিলের ছফেদ রও সন। ফেরেস্তার মদ্ধে জেনো চাদের কিরন * চার পাখনা বড়ো আছে সোন সমাচার। এয়াকুত মারওারদি মোড়া সে পরতাহার * ছোটো জতো পর আছে জানোহ্ সন্ধান। তাহার ছাওনি জান মস্কো জাফেরান * আর জতো ছোটো পর আছে পাখনা পরে বদন ঝেড়ে জিবরিল জদি থাকে খাড়া করে * তবেজে আল্লার আলম আছে জতো তুর। জিবরিলের ছোটো পরে হয় ভরাপুর * আবদুল্লা কহিলো ছাহেব আরোজ তোমায়। এক কিবা আছে দুই নামেলে দুনিয়ায় * দুই কোন চিজ জার নাহি মেলে তিন। তিন আছে চার নাই কহো আল্লার আমিন * চার কোন চিজ আছে কহো সমাচার। পাচ জার নাহি মেলে দুনিয়া মাঝার * পাচ কিবা চিজ আছে কহো দুনিয়াতে। ছয় জার খুজে নাহি মেলে জেন্দে গিতে * ছয় কিবা আছে কহো শুনি সর্ব্বজোনে। সাত জার নাহি আছে জমি আছমানে *সাত কি আছে ছাহেব দুনিয়া ভিতরে আট জার নাহি মেলে খুজিলে সংসারে * আটকিবা আছে ছাহেব কহোতো বচোনে। নয়জার নাহি মেলে এতিন ভুবনে * নয় কি আছে ছাহেব কহ সমাচার। খুজিলে সংসারে দস নামেলে, তাহার এই রুপে কুড়িতক আবদুল্লা পুছিল। হজরত রছুল সব শুনিতে লাগিল * কুড়ি হৈতে পুছিল হেসাব তক ত্রিস। হাসর সে পোছা পুছি নহে হি সরিস * তার পরে পোছে ফাজেল সোন সমাচার। ত্রিস কি আছে ছাহেব চাল্লিস নাহি জার *চাল্লিস কি আছে ছাহেব কহো দেখি রাস। দুনিয়া উপরে জার নাহিকো পঞ্চাস * সাট কি আছে ছাহেব কহোতো আমারে। সত্তর জার নাহি মেলে দুনিয়া মাঝারে * সত্তর কি আছে ছাহেব দেহো মোরে বোলে। দুনিয়ার বিচে জার আসি নাহি মেলে * আসি কোন চিজ আছে কহো সমাচার। নর্ব্বই জার নাহি মেলে দুনিয়া মাঝার * নর্ব্বুই কি চিজ আছে কহো হকি কত। খুজিলে দুনিয়ায় জার নামেলে একসত * আবদুল্লা পুছিল বাত এক সও পঞ্জন্ত। তার পরে জবাব সোন ছওাল হৈলো বন্দ * এখানে ফাজেল, জতো ছওাল পুছিছে। লওহো মাহ

ফুজে তার জওাব লেখা গেছে * ডাকের হাতে খাড়া পৌছিল জওাব হুসিয়ার হইয়া নবি কহেন সেতাব * রছুল কহেন ফাজেল বাত সোন ঠিক। দুনিয়াতে এক আল্লা নাহিক সরিক * দুই নাহি এক আল্লা তামাম জাহানে। সকলের পালন হার পাক ছোবহানে * এয়ছাই কাদের আল্লা পাক পয়ওার। জিব জন্তু সকলের পৌছায় আহার * পাথর দেখোহে থাকে আগোম দরিয়ায়। এয়ছাই কাদের তাকে আহার জোগায় * আল্লাতালা দুনিয়াতে সকলের বেগানা। সংসারের বিচে তার না আছে এগানা * রূপগুন আল্লাতালা আপে যেমন ধরে। এমন রূপ কেহুনাই দুনিয়া মাঝারে * সরিক আল্লার নাই সোন সর্ব্বজোনে। গঠনতার কেহু নাই জমি আছমানে * আপনাকে আপে মেলে সোন সমাচার। জোরু লাড়কা কেহু নাই দুনিয়া মাঝার * তারিফ খোদার ছেওায় কারো নাই আর। আপন বাখানে বাক্কে আপে করোতার * সংসারের পরে জতো সকলেরে মারে। মারন হারা আপে আল্লা আপে নাহি মরে * জিব জন্তু দুনিয়ার সবাকে খেলায়। খোরাক দিএ সকলেরে আপে নাহি খায় * নেকবদ জতো কিছু বান্দার পরেহয়। আল্লার এক্তিয়ার সবআর কারো নয় * আপে দুস্মন আপে দয়াময়। আখেরে হইবে কাজি এই বড়ো ভয় * কহিলে একের কথা কেতাব মাফিক। দুনিয়া ফুরায় তবু না হয় তারিফ * কহিনু একের কথা শুনিলে খবর। এয়ছা দুই কেহু নাহি দুনিয়া ভিতর * এয়ছাই জুগগাতা কার আছে দুনিয়ায়। ভাঙ্গে গড়ে মারে বাঁচায় আহার জোগায় * দুই জানো আবদুল্লা আল্লার হুকুম। বিবী হাওা আর জানো হজরত আদম * এমন ধারা দুই নাহি দুনিয়া জাহানে। পয়দা হোএছে তারা মা বাপ বিহনে * এমন ধারা তিন নাহি জমি আছমানে। কহিনু দুয়ের কথা শুনিলে বয়ানে * তিনজান আবদুলা কেতাব বয়ান। তিন তালাকেতে জোরু ছাড়ে মোছলমান তিন তালাকের বেসি চার নাই হুকুম। কহিনু তিনের ভেদ করিবে মালুম * চাহারমে চার কেতাব জানিবে সন্ধান। চার পয়গম্বরের পরে আইল ফরমান * সেই চার ফরমান জানিবে কোরান। চারি জোনের পরে কেতাব ভেজে ছোবহান * চার কেতাবের কথা সোনো দিয়া কান। ওন্যলোকে নাহি জানে তাহার সন্ধান * ইঞ্জিল ভেজিল

আল্লা ইছা পয়গম্বরে। জর্ব্বুর ভেজিল আল্লা দাউদ খাতেরে * তওরিত মুছার তরে ভেজিল ছোবহান। আমাপরে কেতাব আল্লা ভেজিবে ফোরকান *এইচার কেতাব জানো আল্লার ফরমান। এহার পরে পাঁচ নাহি জানিবে সন্ধান *পাচের কথা সোন কহি সবাকার কাছে পাচঅক্ত নামাজ আল্লা ফরোজ করেছে * আমি কি ওম্মত মেরা আছে জতোজোন। সবের পরে হুকুম করেছে মক্কারোন * ছয়ের কথা কহি আমি সোনো সে সন্ধান। ছয়রোজে করিলোপয়দা দুনিয়া জাহান * সাতের কথা কহি ফের সোনো সে বয়ান। সাত জানিও হয় জমিন আছমান *আট জানিও বেহেস্ত হুকুম আল্লার। করিয়াছে আট বেহেস্ত পরওার দেগার * এবং আট ফেরেস্তা আছে সোনহে খবর। খোদার আরোস জার মাথার উপর * নয় জানো আবদল্লা নয় কেরামত। মুছার তরে দিয়াছিলো কাদের কোদরত * তাহাতে ওম্মত আপে করিবে তারন। মূছার কেহুরা নয় জানো সব্বজোন * দসের কথা কহি আমি ভাবিয়া খোদায়। জেল হের্জ্জের দসদিনে বকরাইদ হয় *এগারোর কথা কহি মোন দিয়া সোনো। ইউছুফের এগারো ভাই সভেমিলে জানো * বারোর কথা কহি আমি করিয়া প্রকাশ। বচ্ছোর আখেরি হয় হৈলে বারোমাস * কহি জে তেরোর কথা সোন হে সকল। তেরোখুঁটি আছে আকছা মছজেদে কিবল * মছজেদ আকছা আছে মক্কার নিকটে। এমন নাহিক আর কোথাও পথে ঘাটে*চৌদার কথা কহি ফের সোনো সমাচার। চৌদা কান্দিল আছে আরসে আল্লার * চৌদা কান্দিল লটকা আছে বিচে আরসের এক কান্দিল চৌড়া রাহা পঞ্চাস বছরের * লম্বা কতো হয় কান্দিল খবর নাহি জানি। তাহার খবর জানে আপে রর্ব্বগনি *কান্দিল বলে ফান্নুছেরে সোনো সমাচার। সামা চেরাগ রাখে লোকে ভিত্তরে তাহার * পোনেরোর কথা কহি সোন সে বয়ান। রোমজানের পোনেরুইতে আইল কোরান * কহিব সোলোর কথা সোনো দিয়া মোন। আঁরোসের পাসে আছে ফেরেস্তা সোলোজোন * সতোরোর কথা কহি সোনো সে কালাম। বেহেস্ত দোজখের বিচে আল্লার সতোরো নাম * বেহেস্ত দোজখে জদি সেনাম না থাকিতো। আছমান জমিন জতো জলিতো পুড়িতো * আঠারোর কথা কহি শুন সে

খবরে। আঠারো নুরের পরদা লট্কা সন্নভরে ❁ আরস কুরছি দুই মোকাম জানোহে সন্ধান। আঠারো নুরের পরদা আছে তার দরমিয়ান ❁ এই সব পরদা জদি লট্কা না থাকিতো। আরোস আর পাতাক্ষের মহত না রহিতো ❁ উনিস জানো আবদুল্লা কহি জে তোমারে। উনিস ফেরেস্তা আছে দোজখ ভিতরে ❁ কুড়ির কথা আবদুল্লা আছেতো মাশুর। দাউদ পয়গম্বর পাইলো কেতাব জব্বুর ❁ বিশুই রোম জানে পাইলো সোন হকি কত। এইরূপে কহিব আমি কার কতো ছেফত ❁ একুসের কথা কহি সোন দিয়া কান। একুসের রমজানে নবি হৈলো মোছল মান ❁ নবির মোছলমানের কথা শুনহো বয়ান। মায়ের পেটে হৈতে নবি হৈলো মোছল মান ❁ আপে মোছল মান আর দাএর খাতির। কলেমা পড়ায়ে তবে হলেন বাহির ❁ বাইসের কথা আমি কি কব জেয়াদা ইছা পয়গম্বর হৈলো ঐ তারিখ পয়দা ❁ তেইসের কথা আমি সোন কইখাটি। আছমান হৈতে ইছার তরে আইল ময়দার রুটি ❁ চর্ব্বিসের কথা কহি সোন হকিকত। চর্ব্বিস বচ্ছরে মুছার হৈল নবুয়ত ❁ পয়গম্বরি মুছারতরেতখন উত্তরিল। মুছারসাতে খোদাকথা পাহাড়ে কহিল ❁পোচিসা রমজানে মুছা লস্কর লিয়া সাতে। পার হএ গেলো রুদ নিল দরিয়াতে ❁ ফেরাউন কাফের ছিলো তাহার পিছেতে। ডুবিয়া মরিলো কাফের লস্কর সমেতে ❁ ছার্ব্বিস জানো আবদুল্লা আছেতো মাশুর। হজরত মুছারে আল্লা পাঠাইল নুর ❁ সাতাসের কথাকহি সোন সে বয়ান। ইউনছ পয়গম্বর আইল আল্লার ফরমান ❁ আছমান হইতে আইলো জমিনের পর। মাছের পেটে জাইতে ইউনছ পয়গম্বর ❁ আটাসের খবরজানো বাত সোনো মেরা। আটাসে রমজানে এয়াকুব ইউছফ হৈল হারা ❁ ওন্ত্রিসের কথা কহি শুনহে খবর। ইদরিছ পয়গম্বর গেলো আছমান উপর আছমানের উপরে তারে লিয়া পরওারে। ত্রিসরোজ রেখে দিলেন বেহেস্তের মাঝারে ❁ চাল্লিসের কথা কহি সোন সমাচার। মুছার সাতে আল্লাতালা করেছে একবার ❁ জেয়ছা করার করোছিলো হজরত মুছার সাতে। তেমনি চালিসরোজ গেলো আল্লার কোদরতে ❁ পঞ্চাসের খবর সোন করিয়া এ্একিন। পঞ্চাস হাজার বচ্ছর

হবে কেয়ামতের দিন * সাইটের কথা কহি সোন সমাচারে। সাটরগ আছে জানো বান্দার সরিরে * সত্তর জানো আবদুল্লা আছেতো মাশুর। মূছা পয়গম্বর গেলেন পাহাড় কোহত্তুর * কোহত্তুর পাহাড়ে নবি গেলেন জখন। সত্তরজোনা ওম্মত সঙ্গে আছিল আপন * আসির সমাচার কহি সোন সর্ব্বোজনা। সারব খোর পরে মারা আসি তাজি য়ানা * নর্ব্বএর কথা কহি সোন হকি কত। দাউদ পয়গম্বরের ছিলনর্ব্বই আওরত * তাহার মজ হাবে তখন এই ছতি ছিল। হজরত নবির তক্তে তাহা মানাহোয়ে গেল * এক সত্তেরে কথা কহি সোন সমাচার। হুকুম করিল মোরে আপে পরওার * তোমার ওম্মতের মদ্ধে জদি করে জেনা। হুকুম আছে মারোতারে সও তাজিয়ানা * আবদুল্লা কহিল ছাহেব কি কবো জেয়াদা। কিচিজ হৈতেবল আদম হৈল পয়দা* পয়গম্বর কহিল বাত শুনহ আবদুল্লা। আদমেরপয়দা জানহইতে চেহেলা* চেহেলার পয় দা জানকিবল পানিহৈতে। পানির পয়দা জান ভুমিঅন্ধকার হৈতে* অন্ধকার জানো পয়দা হইল জেনূরে। নুর পয়দা হয় জানো মারওা রিদপাথরে* মারওারিদ পয়দা জানছয়আলামতে। অলামতেরপয়দা জানো ছুরত হইতে * ছুরতের পয়দা জানো এয়াকুত পাথোরেতে এয়াকুতের পয়দা সোনো খোদার হুকুমেতে * খোদার হুকুম কোরানেতে কোনফা একুন। পয়দা করেছে আল্লা কোদরতে আপ ন * আবদুল্লা কহিল ছাহেব ছওয়াল আমার। হর বান্দার পরে কতো ফেরেস্তা আল্লার * পয়গম্বর কহেন আবদুল্লা সোন কহি তার দুফেরেস্তা থাকে ডাহিন বায়েতে বান্দার * কেরামন কাতে বিন ফে রেস্তা আছেদুইজন। বান্দারউপরেতারাথাকেসর্ব্বক্ষন* ডাহিনেথাকে নেকিলেখা শুনসমাচার। বামেথাকে বদি লেখেএমনি বিচার* আব দুল্লাকহেন ছাহেব সোন মেরাকথা। কোনখানে থাকেবান্দার সেইদুই ফেরেস্তা * কালি কলম কাগজ কিসের কহোতো আমারে। শুনিয়া কহিল জওাব নবি পয়গম্বরে * ফেরেস্তারা থাকে জানো বান্দার মহ ড়াতে। কাগজ জানিও তুমি ফেরেস্তার দেলেতে * মুখের সব কালি জানো আঙ্গুল কলম। কহিনু সকল কথা সোন সব আলোম * জতো হকিকত বান্দার নেকি আর বদি। দুইফেরেস্তা মনে রাখে

কেয়ামত অবদি ❋ রোজ কেয়ামত জেদিন করিবেক সাই। তামাম আলম জমাইবে একঠাই ❋ একেং আল্লার কাছে সভে জমাহবে কাজি হোএ আল্লা সবের হেসাব লইবে❋তখনি ফেরেস্তা দুইহাজের হইবে। তাহার নিকটে খোদা আপনি পুছিবে ❋ রোজ বেরোজের খবর কহিবে দুজোন। তাহা বুঝে আদালত করিবে নিরাঞ্জন ❋ আবদুল্লা কহিল ছাহেব তুমি পয়গম্বর। কহোশুনি লওহো মহফুজের খবর ❋ লওহো মাহফুজ পয়দা কিসে করিল খোদায়। কিরূপ ছওনি তাহা কহোতো আমায় ❋ রছুল কহেন তবে ভাবিয়া পর ওার। জবুর জহুর পাথোরের ছাওনি কেনার ❋ লওহো মাহফুজের কথা কহিসে বয়ান। মারওারিদ পাথোরে পয়দা তার দরমিয়ান লেখায়াছে তারমদ্ধে কিকবো জেয়াদা। আউওল আখেরে জতো চিজ দুনিয়ায় হবে পয়দা ❋ফের পোছে আবদুল্লা নবি বরাবর। এখন কহোতুমি খোদার কলমের খবর ❋ কি চিজ হৈতে কলম পয়দা কহো সমাচার। চৌড়াই লম্বাই কতো কহতো তাহার ❋ আরজ করি নুছাহেব কহো হকিকত। সেই কলন লম্বাহবে কতোদিনের পত ❋ পয়গম্বর জওাব তখন দিলো ছওালের। সেই কলম লম্বা রাহা পঞ্চা সবচ্ছরের ❋ চৌড়ার কথা কহি আমি দেলে হোয়ে খুসি। আসিবৎ সরের পথ সে গাফ জানো আসি ❋ আসি সেগাফ দাতকলম রাখো আপনি। লওহো মাহফুজে থাকে হুকুম রব্বানি ❋ তোমার হুকুমে সেই লেখে আর ফেরে। সেই কথা লেখা জানো মাহফুজের পরে আর এক ভেদ আছে শুনহো আবদুল্লা। মাফুজের মাথা জানো আরোসেতে মেলা ❋ আবদুল্লা কহিল ছাহেব কহোতো বয়ান। কি চিজহইতে পয়দা হইল আছমান❋আছমানে ছবজি হৈল কেমন প্রকারে। এইকথার জওাব তুমি দেওতো আমারে ❋ পয়গম্বর কহে বাত আবদুল্লা সাক্ষেতে। আছমানেতে ছবজি জানো কাফ পাহাড় হইতে ❋ কাফ পাহাড়ের কথা সোন সমাচার। জমর পাথোরে জানো পয়দাস তাহার❋ সেকাফ পাহাড়ের কথা শুনোহ খবর। হপ্তম আছমান জমি তার পিস্টের উপর ❋ আছমন করিল পয়দা সোন সমাচার। ধোওাতে আছমান পয়দা হুকুমে আল্লার ❋ খোদার মেহের হৈতে পয়দা হৈল পানি। তাহাতে উঠীল ধোওা কেতাবের

বানি * সেই ধোঙা উঠীল জদি পরোতে পারোতে। আছমনের ঠাটখাড়া সেই ধোঙা হৈতে*সাতপরোত হোয়ে ধোঙাউপরে চড়িল তাহেতে জানিও সাতআছমান খাড়াহৈল*আবদুল্লা কহিলছাহেব করিলে বয়ান। আছমান মজবুত কিসে কহো সে সন্ধান*পয়গম্বর কহে সোন হোএ হুসিয়ার। একে২ আছমানের শুন সমাচার*প্রথম আছমানজানবানায়ক্রপার। দুএম আছমান জান সোনাতে তৈয়ার*ছিএম জান মারওারিদ পাথোরের আছমান। চাহরমে আছমান সোনার আল্লার ফরমান * পঞ্চম আছমান জান ছফেদ রুকার। এয়াকুত পাথরে সসোম আছমান তৈয়ার * হপ্তম আছমান জানো জর্ম্মরোদ পাথোরে। একে একে কহিনু তোমায় বুঝাবার তরে * আবদুল্লা কহিল ছাহেব সোন আরবার। আছে কিনা আছে কহো আছমানের দুয়ার * নবিজি কহেন আবদুল্লা বোঝো নিজ মোনে। দুয়ার জানিবে আছে সকল আছমানে * আবদুল্লা কহেন ছাহেব কহো মোকে ফের। কহোসে আছমানে আছে দুয়ার কিসের * রছুল কহেন আবদুল্লা সোন সমাচার। দুই দুয়ার আছে জানো সকল সোনার * এয়াকুত পাথোরের কেওয়াড় তৈয়ারি তামাম। জানিবে তাহার কুঞ্জিএলাহির নাম*হুকুমেতেখোলেকেওয়াড়হুকুমেতে লাগে হর হর দুয়ারে বারো দরওানি জাগে * আবদুল্লা কহেন ছাহেব সোন মেরা বাত। এক২ আছমান আছে কতেক তফাত * আর কতো চৌড়া আছে হর আছমান। আরজ করিনু ছাহেব কহোতো সন্ধান রছুল কহেন আবদুল্লা সোন হকিকত। হর আছমান চৌড়া পাচসত বচ্ছরের পত * কতোদূর তফাত তাহা নাহি আসে মনে। হর আছমানে ফেরেস্তা কতো আল্লা তাহা জানে * মুরসিদের মুদি দেকহে কেতাবের বাত। নবির ওম্মত কেয়ামতে পাইবে সফাত* আল্লার কোদরত আমি কহিব কাহারে। দুনিয়ার উপরে সে একেলা পরওারে * দুনিয়াতে দোস্ত কতো নাহি তার হদ। তাহার বিচে খাছ কিবল নবি মহাম্মদ* জখন জে কথা ফাজেল পয়গম্বর পোছে আপন কানে শুনে নবি জওাব দেন পাছে * আবদুল্লা পুছিল তখন নবি জির হুজুরে। কহো ছাহেব কি আছে হপ্তম আছমান পরে * রছুল কহেন আবদুল্লা পুছিলে আমারে। হায়ওান নাম দরিয়া

আছে আছমানের পরে * আর এক আরজ করি কহ পয়গম্বর। আর কি আছে ছাহেব তাহার উপর *. রছুল কহেন বাত সোন মোন দিয়া তাহার উপরে আছে কোনকাম দরিয়া * সেই দরিয়ার কথা সোন সমাচার। লম্বা চৌড়া কতো তাহা জানে পরওার * আবদুল্লা কহিল কহ দিন পয়গম্বর। আর কি আছে সাহেব তাহার উপর * রছুল কহেন বাত সোনহে আমার। ফেরেস্তা আছেন সেথা নাহিক সোমার তাহার শুমার জানে আপনি খোদায়। কেহুতো রুকুতে আছে কেহু তো সেজদায় * কেয়ামত লাগাত তারা এই হালেরবে। কেয়ামতের দিনে তারা ছের ওঠাইবে * কেয়ামত ওবদি আর শুরু দুনিয়ার। কেয়ামত উদে আছে ফেরেস্তা আল্লার * কেহতো ছেজদাতে আছে সের নাহি তোলে। জে জেখানে আছে সেই রোয়েছে ঐ হালে * এয়ছা বন্দেগিতে আছে ফেরেস্তারা ছারে। আরো ডরাইয়া এহি কহিল আল্লারে * সোন আল্লা জেয়ছা তেরা হক এবাদত। করিবারে আমাদিগের না হৈল তাকত * এয়ছাই বন্দেগি কোরে এয়ছা কহে আর। তোমরা সভে দুনিয়াতে হও হুসিয়ার * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহো আরবার। ফেরেস্তার উপরে কি কহো সমাচার * পয় গম্বর কহেন সোনো তাহার কালাম। ফেরেস্তার উপরে দরিয়া বহরে রেজা নাম * আবদুল্লা পুছিল ফের নবি বরাবর। আর কি আছে ছাহেব তাহার উপর * পয়গম্বর শুনিয়া লাগিলেন কহিবার। তাহার পরেতে আছে ফেরেস্তা আল্লার * কতোজে ফেরেস্তা আছে নাজানি শুমার। তাহার হেছাব জানে পরওার দেগার * আবদুল্লা কহিল ছাহেব কহো সমাচার। আর কিবা আছে বলো উপরে তাহার * রছুল কহেন বাত শুনহো খবর * আবদুল্লা পুছিলো ফের নবিজির সাক্ষাতে। আর কিবা আছে কহো তাহার ওরেতে * রছুল কহেন বাত আছেতো সমহুর। তাহার উপরে দেওার দর কোন লোনশুর * আবদুল্লা শুনিয়া ছাওয়াল পুছিলো আর বার। কহো কিবা আছে ছাহেব উপরে তাহার * রছুল কহেন বাত জানিবে মঞ্জুর। তাহার উপরে দেওার নুরোল মসহুর * আবদুল্লা পুছিলো বাত নবিজির হুজুরে। তাহার উপরে কিবা কহিবে আমারে * রছুল কহেন বাত পড়িয়া দরুদ। তার পরে দেওার আছে এয়াওমোন মজহুদ * ফা-

হাজার মছলা

জেল পূছিলো ফের কহো পয়গম্বর। আর কিবা আছে ছাহেব তাহার উপর * রছুল কহেন বাত শুন সমাচার। ছদর তোল মন তাহা আছে উপরে তাহার * ছদরতোল মন তাহার কথা সোনো সমাচারে। খোদার হুজুরে জখন গেলেন পয়গম্বরে * মেহ্তের জিবরিল ছিলেন পয়গম্বরের সাথে। ছদর তোল মন তাহার আগে না পারে জাইতে * তাহার আগেতে জিবরিল সঙ্গে নাহি ছিলো। হুকুমেতে জিবরিল খাড়া সেখানে রহিলো * নবিজি চলিয়া গেলেন তেজ কদমেতে। সেসেতে পৌছিল গিয়া খোদার হুজুরেতে * দরমিয়ানে আইলো না করিলেন লাজ। এই কএক কথা জানো সোবে মেয়ারাজ * আবদুল্লা পুছিলো ছাহেব কহো মোকে ফিরে। আর কিবা আছে ছাহেব তাহার উপরে * রছুল কহেন বাত সোনো সমাচার। তাহার উপরে পরদা সত্তর হাজার * জওাহেয়ের গঠন সব জানিবে তাহার। এক এক পরদা তার সমান দুনিয়ার * আবদুল্লা কহিল নবি কহো আরবার। তার পরে কিবা আছে কহ সমাচার * রছুল কহেন বাত সোন সমাচার। নুরের পরদা তার পরে সত্তর হাজার * আবদূল্লা কহিল সোনো নবি হজরত। তার পরে কিবা আছে কহো হকিকত * রছুল কহেন আবদুল্লা সোনো ভেদ তার। তাহারো পরে সত্তর হাজার পরদা অন্ধোকার * আরবার পুছিলো ফাজেল নবি বরাবরে। কহো নবি আছে কি তাহার উপরে * রছুল কহেন ফাজেল শুনহো খবর। সত্তর হাজার দরিয়া আছে তাহার উপর * লম্বা চৌড়া কতো আছে সে সব দরিয়া। তাহার কেনারা আমি না পাই ভাবিয়া * আবদুল্লা পুছিল ফের কহো পয়গম্বরে। আর কিবা আছে কহো তাহার উপরে * রছুল কহেন বাত সমাচার সোনো। খোদার নূরে আরোস তার উপরেতে জানো * আবদুল্লা কহিল বাত কহো পয়গম্বর। কি আছে আরোসের পরে কহোতো খবর * রছুল কহেন বাত খোসাল খাতের। সত্তর হাজার পরদা আছে জানাহো নুরের খোদার বানায়া আরোস নাহি জানো কম। তাহার উপরেতে আল্লার নুর আলম * নুর আর ফেরেস্তা জানো সত্তর হাজার। মিঠা মুখে পড়ে তারা কালাম আল্লার * তছবি পরে বোসে তারা কাতারে কাতার। নাহি লড়ে জেকের করে রাত্র দিন আল্লার * খোদার কোদ

রতের কথা কে কহিতে পারে। আপনার ভেদ আপে জানে পর- ওারে ❀ আপনা কোদরোত ভেদ আপে জানে মোনে। কেহু না বুঝিতে পারে তামাম জাহানে ❀ আবদুল্লা পূছিল বাত কহিবে সে ভাব। কোন খানে জানো আফতাব মাহতাব ❀ রছুল কহেন বাত বোঝ আপন মোনে। শুরুজের ঠাই জানো চৌঠা আছমানে ❀ চাঁদের কথা কহি আমি শুনোহো বয়ান। তাহার ঠাই জানো তুমি প্রথম আছমান ❀ আবদুল্লা কহিল ছাহেব আরোজ জোনাবে। আর এক ছওয়াল পূছি জওাব তার দিবে ❀ চাঁদ ও শুরুজ রওসন আছিল সোমান। বেসি কমি কি ছুরতে করে ছোবহান ❀ রছুল কহেন ফা- জেল কহি বিবরণ। খোদার কোদরতের কথা শুন দিয়া মোন ❀ জিবরিতের তরে হুকুম করিল পরওারে। কালো পর মলো তুমি চাঁদের উপরে ❀ হুকুম পেয়ে জিবরিল পর মরিলো তখন। চাঁদের গায়ে কালি হৈল জানো সর্ব্বজোন ❀ আপন কুদরতে কমি বেসি করে তায়। রাত্র দিনের তরে তবে দোহাকে পা'ঠায় ❀ রছুল কহেন কমি বেসি খোদা না করিলে। দিন ছাড়া রাত্র তবে না হৈতো আ- সলে ❀ আবদুল্লা কহিল তখন নবিজির হুজুরে। রাত্রের নাম রাত্র কেনো কহোতো আমারে ❀ নবিজি বলেন আবদুল্লা শুনহে বয়ান। আল্লাতালা বান্দা পরে হোয়ে মেহেরবান ❀ দিনেতে মেহেনোত দুক্ষ করিবে তামাম। রাত্রকালে ঘরে এসে করিবে আরাম ❀ রাত্র জদি না করিত পরওার দেগার। মূস্কিলে রহিতো বান্দা দুনিয়া মা- ঝার ❀ এক ঘড়ি চৈয়েন কেহু না পাইতো ভাই। ফেরেব ফেতনা জুয়াচুরি করিতো সবাই ❀ রহিত দুনিয়ার লোক ফেরেব ফেতনায়। দাঙ্গা ফছাদ খুন হৈতো কথায় কথায় ❀ রাত পোহাইলে দিন থোড়া খোন থাকে। এহার মদ্ধে কতো তরো ফেতনা লোক করে লোকে ❀ রাত্র না হইত জদি ছেরেফ দিন রহিত। কাটা কাটি খুনা খুনি দুনি য়ায় হইতো ❀ আওরোত মরোদ তবে দুনিয়ার পরে। বেহায়া হ- ইতো সরোম না থাকিতো কারে ❀ দিনেতে সয়তানি ফেরেব করে কতো জোনে। রাত্রেতে বিছানায় শুয়ে সবে ভাবে মোনে ❀ হায় কি কোরেছি দিনে মোনকে বুঝায়। এই বাতে ক্ষান্ত সবে আছেন দুনিয়ায় ❀ রাত্র না হইলে এয়ছা না করিতো মোনে। দুনিয়াতে ফছাদ করিতো সর্ব্বজোনে ❀ বয়ান করিলে এহার কেচ্ছার কেনারা।

নাহি হয় এসারায় কৈহু এক জারা * এখাতেরে রাত্র হৈল বোঝহো তামাম। দিনে দুক্ষ মেহনত করে রাত্রেতে আরাম * আবদুল্লা কহিল নবি কহিবেন আমায়। আছমানেতে দেখি তারা থাকেতো কোথায় * রছুল কহেন ফাজেল বোঝহ অন্তরে। লট্‌কা আছে তারা সব আরোস কেনারে * আরোসের কেনারে লট্‌কা জানিবে সন্ধান। তারা হৈতে রওসন জানো তামাম আছমান * কেহু লটকা আছে জানো আছমান প্রথমে। কেহু লটকা আছে জানো আছমান হপ্তমে * কেমন ধারা লটকা আছে কহি সোন তায়। দুনিয়াতে বান্দা জেমন ফানুছ লটকায় * আছমানেতে রওসানি হইবার খাতেরে। তারাকে কোরেছে পয়দা পরওার দেগারে * একেত রওসনি আর দোছরা ফাএদা তায়। দরিয়ায় চলে জাহাজ লৌকা তার ঠেকারায় * তেছরা ফাএদা তারা জদি আছমানে না উঠিতো। তবে দুনিয়ায় বসত ঘর অন্ধোকার রৈতো * চেরাগ বিনে ঘর জেমন হয় অন্ধোকার। তারা বিনে আছমান জানো তেয়ছাই প্রকার * আছমানের ছুরত তারা হৈতে জানো ছারে। জেওরাত সমেত নারি জেনো সোভাকরে ঘরে * খোদার হেকমত খেয়াল কোরে বোঝা মোনে। রাত্র দিন পয়দা করে এই আছমানে * আবদুল্লা কহিল নবি কহোতো খবর। কতো দরিয়া আছে আছমান জমিন উপর * রছুল কহিলেন বাত শুনো মোন দিয়া। আছমান জমিনের মাঝে আছে সাত দরিয়া * লম্বা চৌড়া কতো কুল নাহি পাই ভেবে। জানিবে এমন দরিয়া কতেক হইবে * আবদুল্লা কহিলো ছাহেব পয়গম্বর হও। কয় রকম হাওা দুনয়ার তাহা মোকে কও * রছুল কহিলেন ফাজেল হাওা জানো তিন। একে একে কহি সোন করিয়ে একিন * কাফের এক ছিল জানো আদি নামেতে বড়া তুফান ঝড় কহর হোয়েছিল। লোক লস্কর জত ছিল সকল মরিল * দোছরা হাওার কথা শুন করিয়ে একিন। জেই হাওা দুনিয়াতে বহে রাত্র দিন * এই হাওা দুনিয়াতে জদি না রহিতো। খোদার আলম আগুনেতে জালতো পড়িতো * শুরুজের ডাহোনে সব হইতো ছারখার কিছু না রহিতো তবে দুনিয়া মাঝার * তেছরা হাওা জানো তুমি আপনা দেলেতে। তুফান ওঠাবে আল্লা রোজ কেয়ামতে * কেয়ামত কালে এয়ছা তুফান হইবে। সকলি হয়রান হে'য়ে হায় হায়

করিবে ❋ আবদুল্লা পুছিলো ফের নবিজির হুজুরে। আছমান হৈতে শুরুজ কোথা নিচেতে ওস্মরে ❋ পয়গম্বর কহিল বাত ভাবিয়া খোদায়। শুরুজ উপরে হৈতে নিচে আসে পানির চসমায় ❋ আবদ্বল্লা কহেন নবি আর বার কহতো। সেই পানির চসমা বলো কোথায় আছেতো ❋ রছুল কহেন আবদ্বল্লা সোনো একিনেতে। সেই চসমা পয়মা কাফ পাহাড় হইতে ❋ আবদুল্লা কহেন নবি কহোতো আমারে। পাহাড় কাফ আছে নবি কিসের উপরে ❋ রছুল শুনিয়া বাত লাগিলেন কহিতে। পাহাড় কাফ আছে জান ফেরেস্তার হাতে ❋ সেই ফেরেস্তার কথা সোনো কহি তবে। ছের তার পশ্চিমে জানো পাঁও আছে পূবে ❋ এক হাত দক্ষিণে জানো আর হাত উত্তরে। খোদার আলম পাহাড় তার হাতের পরে ❋ হাত পরে পাহাড় আছে ওরবে ফেরেস্তার। জতো দিন কেয়ামত না হইবে আর ❋ আবদুল্লা কহিল ছাহের আরোজ তোমায়। খোদার আরস ওঠাইল কতো ফেরেস্তায় ❋ কেমন রূপ তাহাদিগের কহো সমাচার। রছুল কহেন নাহি জানি খবর তার ❋ রূপের কথা ফাজেল সোনো কহি তেরা কাছে। হর ফেরেস্তার পাখনায় সত্তর পর আছে ❋ পাখনাতে রওসনি নূরের এয়ছাই প্রতাপ। হর পাখনা জানো তার কি বল আফতাব ❋ জখন ফেরেস্তা সবে আপন পর ঝাড়ে। পর হৈতে আলো জেনো চাঁদ খোসে পড়ে ❋ হর ফেরেস্তার কথা সোনো হকিকত। নাই জানি লম্বা চৌড়া কতোদিনের পত ❋ জদ্যপি জানওার পাখি এক বচ্ছর ওড়ে। ডাহিন কানের আওাজ তখন বামকানে পড়ে ❋ জদি এমন জোরে ওড়ে পাখি বাত সোনো মেরা। লম্বা চৌড়া সোমার না করিতে পারে তারা ❋ চার চিজ হৈতে হৈল ফেরেস্তার গঠন। এমন কে করিতে পারে আর কোন জোন ❋ সে সব ফেরেস্তার কথা না পারি কহিবারে। রাত্র দিন আছে তারা খোদার জেকেরে ❋ আবদুল্লা কহিল বাত নবিজির হুজুরে। ফেরেস্তা ওঠাইলো আরোস কেমন প্রকারে ❋ রছুল কহেন ফাজেল সোনো মোন ছিয়া। আরসের ফেরেস্তারে খোদা পয়দা করিয়া ❋ কলেমা পড়িতে কহে বাত সোনো মোর। ফেরেস্তা পড়িলো কলেমা সাত হাজার বচ্ছর ❋ সাত হাজার বচ্ছরে কলেমা তামাম করিলো। ফেরেস্তারা আল্লার আরোস গর্দ্দানে লইলো ❋ খোদার মেহেরে আরোস রহিল

গর্দ্দানে। আছে কি নাই আছে তারা কেহু নাই জানে * আরোসের
রোজ তারে মালুম না হইল। ঘাড়ের পরে শুন্য ভরে কোদরতে
রহিল * আবদুল্লা কহিল ছাহেব না করিহোজ্জত। পরোকালের নাম
কেনো হৈলো কেয়ামত * রছুল কহেন ফাজেল কৈতে হৈল মোরে।
আউওল আখেরের লোগ জমা হবে ছারে * গোরে থেকে বাহির
হবে হইয়া হয়রান। আঁখি খুলে চেয়ে রবে তরফে আছমান *
দাঁতে আঙ্গুল কাটিয়া রবে হাজার বচ্ছর। কেয়ামতের ভরে খাড়া
গোরের উপর * বেহুস হৈয়া জারে জার গোরে খাড়া রবে। হাজার
বচ্ছর এয়ছা গোজারিয়া জাবে * দিগর লোকে কেহু কারে চিনিতে
না পারে। তার পরে হুকুম করিবে পরওয়ারে * গোরে থেকে উঠে
জাও হাসোর ময়দানে। নেকবদ হেছাব সবার হইবে সেখানে *
কাজি হৈয়া বসিবে আল্লা তক্তের উপরে। গরম আদালত দেখে
কান্দিবেক ছারে * সেই দিনের ভয় রাখো না কর দুনিয়ার মান। না
জানি কি করে সে দিন আপে ছোবহান * পরোকালের নাম কেয়া
মত একারোন। কেতাবে খবর আছে মোন দিয়া সোন * আবদুল্লা
পুছিল বাত নবির সাক্ষাতে। এই দুনিয়া পয়দা হৈল কোন রোজে-
তে * আর কোন রোজেতে দুনিয়া হয়েছে তামাম। সত্তিকোরে কহ
ছাহেব সে সব কালাম * রছুল কহিলেন জওয়াব ফাজেলের তরে।
এই দুনিয়ার সিজোন হৈল প্রথম রবিবারে * তামাম হইল দুনিয়া
জানো শুক্রবারে। ছয়রোজে দুনিয়া পয়দা করিল পরওয়ারে * খো-
দার কোদরতের কথা কি কহিব কারে। আঁখির নিমিসে দুনিয়া পয়দা
করিতে জে পারে * তাহা না করিয়া দেরি করে ছোবহান। সেতাব
কাম খোদার নহে সে কাম সয়তান * সনিবারে খালি কেবল দুনি
য়া পয়দা হৈতে। তবে কেহু নাই জানে দুনিয়া সাত রোজেতে *
আবদুল্লা কহিল ছাহেব আরোজ সাক্ষাতে। কোনচিজ করিল খোদা
পয়দা কোন রোজেতে * রছুল কহেন আবদুল্লা জানহো সন্ধান।
রবিবারে পয়দা হপ্ত জমিন আছমান * চাঁদ শুরুজ সব আর জানো
তারা। নুহনবির নৌকা পয়দা বাত সোনো মেরা * সোমবারে পয়দা
করে এলাহির কাম। মাটির বান্দেসা জতো হইলো তামাম *
একে একে সব হকিকত লেহো বুঝে। দরিয়া হইল পরদা মঙ্গল
বারের রোজে * বুদবারে পরওয়ারে পয়দা করে পানি।

তাহে বৃক্ষ পয়দা হৈলো হুকুম রব্বানি * আরোখ লোকের খোরাক পয়দা হইল বেবাক। কহিনু জতেক বাত জানো ঠিক ঠাক * বেহেস্ত দোজখ পয়দা হৈলো ব্রহস্পতি বারে। শুক্রবারে পয়দা করে হাওা আদোমেতে * সনিবারে সনিবারে রাত্র প্রভাত হইল জখন। তখোন হোয়েছে সব দুনিয়া সৃজোন * কোরানের আএতের মানে এমন প্রকার। ছয়রোজে দুনিয়া পয়দা করে পরওার * আবতুল্লা পুছিলো নবি খবর কহো মোরে। বাপ হইতে বেটা সক্তো কেবা দুনিয়া পরে * রছুল কহেন আবদুল্লা সোনো সমাচার। একে২ কহি কথা করোত বিচার * লোহা পয়দা পাথোর হৈতে বাত শুন মোর। পাথোর হৈতে লোহা সক্ত দুনিয়া উপর * আবতুল্লা পুছিল বাত আপনার খোসে। কোন মোরগ গাছে উড়ে জমিনে না বসে * রছুল কহেন বাত ভাবিয়া দেলেতে। ছফেদ মোরগ বলে তাজি জবানেতে * সরির তার জানো সবে ঘোড়ার গঠন। নারির জোলফ জেনো শুন সর্ব্বজোন * পর পাখনা জানো তার মুরগির মতন। বএজা দিলে বাচ্চা তার হয় ততক্ষন * হামেসা বাতাসে ওড়ে জানিও সদায়। না আছমান জমিনেতে জানিবে নি-শ্চয় * রাত্র দিন সেই মোরোগ উপরেতে ওড়ে। খোদার নাম জপে হামেসা তছবি পড়ে * আবতুল্লা কহিল নবি তুমি পয়গম্বর। কোন পথে জান জাবে কহতো খবর * রছুল কহেন বাত সোন সোমাচার মুখ দিয়া জান বাহির হইবে বান্দার * আবতুল্লা কহিল ছাহেব কহত আমায়। আরওার আসা জাবার মক্তি কোন সোমায় * রছুল কহিল বাত ভাবিয়া খোদায়। আরওার সক্তি জানো জাইবার সোমায় * আবতুল্লা কহিল নবি কহতো আমারে। প্রথম কহিল আল্লা আদমের তরে * বেহেস্তে জাহো গিয়া রহো মেওা খাওছারে। কিবল নাজাও তুমি গেহু খাইবারে * তবে কেন আদমেরে করিল বাহির। সেই বাত কহো নবি আমার খাতির * রছুল কহেন আবতুল্লা সোন তার বেনা। আল্লা তালা আদমেরে করেছিল মানা * নামানিয়া গেহুর নিকটে গিয়াছিল। গেহুর ফল তুলে নবি মুখে ওঠাইল * তখনি গোনাগার হৈল আল্লার দরগাতে। বাহির করিয়া দিল ভেস্ত খানা হৈতে * ফাজেল পোছেন নবিজির হুজুর। কহো আদম তুড়েছিলো কয় সিস গেহুর * একে২ সিসে তার কতো দানা ছিল। রছুল শুনিয়া

বাত জওয়াব কহিল*সাত সিস গেহু আদম ভূড়েছিল খোসে। পাঁচ২ দানা ছিল হর২ সিসে * আবদুল্লা কহিল নবি কহো সমাচার। এক সিস গেহু আদম খাইল তাহার * রছুল কহেন ফাজেল করোহো মালুম। পাচ সিস গেহুর দানা খাইল আদম * আবদুল্লা পুছিল নবি কহো সমাচার। বাকি দুই সিস গেহু কিকরিল আর * রছুল কহেন তবে ভাবিয়া দেলেতে। বাহিরে আনে দুই সিস বেহেস্ত হইতে * বাহিরে আনিয়া ভেঙ্গেচুর২করে। বুনিয়া দিলেন বিচ দুনিয়া উপরে পয়দা করিল তাতে পরওয়ার দেগার। এক দানায় ফল হৈল অনেক প্রকার * ধান চাল মটোর মুশুর কতো লিব নাম। পয়দা হইলো বান্দার খোরাক তামাম * বুঝে দেখো আল্লা তালা এয়ছা দয়াময়। দুনিয়া রেজেক পয়দা গেহু হৈতে হয় * কোদরত এলাহি তার ভেদ বোঝা ভার। জাতে ফায়দা হবে তাহা করে পরওয়ার * আবদুল্লা পুছিল ফের কহো পয়গম্বরে। আদম বেহেস্ত হৈতে দুনিয়ায় কোথায় ওতুরে * তখন হাওয়াবিবী সাতেছিল কিনা ছিল। রছুল শুনিয়া বাত কহিতে লাগিল * আদোমে বেহেস্ত হৈতে ফেকিতে বাহিরে। ছরন্দিপ নামে পাহাড় সেখানে ওত্তরে * হেন্দুস্থান মুল্লুকে ছরন্দিপ পাহাড়েতে। আদম ওত্তরে হাওয়া জেদ্দা মুল্লুকেতে * দুইমুল্লুকেতে দুজনে তুফানে পড়িল। খোদার ভয়েতে আদম জার২ কান্দিল * বিবী হাওয়া কেন্দেহয়রান জের্দ্দারসহোরে। কি গোনাতে আল্লা তালা ডালিল কহোরে * আবদুল্লা শুনিয়া বাত করে হায়২। আর এক কথা নবি জিজ্ঞাসি তোমায় * জখন আদম হাওয়াকে বাহির করিল খোদায়। কি পোসাক ছিল তখন আদম হাওয়ার গায় * রছুল বলেন আদম জখন গেহু তুলে খায়। বেজার হএ ডেকে তখন কহিল খোদায় *বেহেস্তের পোসাগ অঙ্গেরখুলিয়া ফেলাও। বেহেস্ত হইতে তুমি বাহিরেতে জাও * আদমের পোসাগ তখন সব জোদা হৈল। অঙ্গের কাপড় ছেরের পাগড়ি ঝড়েতে উড়িল * পোসাগ উড়ে গেল আদম লাঙ্গা হয়েরয়। খোদার গজব এয়ছা দেখে লাগে ভয় * বেহেস্তের আঞ্জির গাছ শুন তার বাত। আদম লইয়াছিল তার তিন পাত * আদমের হকিমত সোনসমাচার। একপাত হৈতেতার করিল এজার * দেখ বান্দা ভেস্ত তুনিয়ায় আদমের ঠাই। এজার বোই ধুতির গোজার ছিলনাই * কাছুটী দোরস্ত নহে শুন সর্বজোনে।।

বেহেস্ত দোজখে আর এখানে সেখানে * দোছরা পাত জুড়ে দিলো আপনার গায়। তেছরা পাত পাগড়ি করে দিলেন মাথায় * বিবী হাওা পাহাড় জের্দ্দার জখন পড়িল। আপন মাথার চুল বিবী বদনে ছাড়িল * মাথায় পাকিয়ে চুল পড়িল পাএতে। সেই চুল পোসাক বিবী করে বদনেতে * ফের পোছে আবদুল্লা নবি বরাবর। আদম হাওা কোন ঠাঞি হৈল একস্তর * রছুল কহেন ফাজেল সোন মেরা বাত। একেস্তর হৈল দোহে মকাম মারফত * আর ফাতজান আবদুল্লা আল্লার ফজরে। নিএত বান্দে জায় জেথা হাজিয়ান সকলে * আব দুল্লা কহিল ছাহেব জান মাল আমার। সদাই রহুক রুজু কদমে তো মার * পয়গম্বর গরহক বটে জানিনু অন্তরে। আরকে হইতে পারে তোমা বরাবরে * আবদুল্লা কহিল নবি কহত খবর। আদমের ঘর কোথা ছিল দুনিয়া পর * রছুল কহেন বাত আছেত মসহুর। আদমের ঘর জান বএতল মান্নুর * বএতল মান্নুরেরকথা সোন দিয়া মোন। মক্কার সহর জারে বলেন এখন * আবদুল্লা পুছিল ফের নবিজীর সাক্ষাতে হাওাতে আদম কিবা আদম হাওাতে * রছুল শুনিয়া বাত লাগিল কহিতে। হাওার পয়দাস জান আদম হইতে * আদমের পয়দা যদি হাওাতে হইতো। মরোদ সব আওরতের এক্তিয়ার রহিত * জখন ছাড়াছাড়ি হবে জরু খছমেতে। মরদ তখন তালাক দিবে আছে কেতাবেতে * এহাতে আবদুল্লা জান আদমেতে হাওা। কোরান কেতাব ছাড়া বাত নাহি জায় কওা * আবদুল্লা কহেন ছাহেব আরজ হুজুরেতে। হাওা পয়দা আদমের কোন সরিরেতে * বাহির অঙ্গ হৈতে কিবা ভিতর অঙ্গ হৈতে। রছুল শুনিয়া বাত লাগিল কহিতে ভিতর অঙ্গ হৈতে পয়দা জান সমাচার। একারণ মুখ ঢাকা সরোম জানানার * জদি পয়দা হৈতে হাওা বাহির অঙ্গেতে। সরোম না রহিত কারো মরদের সাক্ষ্যাতে॥ কহ নবি আরজ করি শুন মেরা বানি। হাওা পয়দা আদমের বাঁয়ে কিডাহিনী॥ পয়গম্বর কহে বাত শুন ছওালের। বাম পহল হৈতে হাওা পয়দা আদমের ॥ ডাহিন পাসে হৈলে বড় হইতেমুস্কেল। আওরতমরদ সোমান তালে হৈত দাখেল॥ আবদুল্লা পুছিল বাত নবিজীর সাক্ষ্যাতে। আদমের আগে

কি আছিল দুনিঞাতে ॥ রছুল কহেন ফাজেল শুন কোই তোমায়। আদমের আগে ফেরেস্তারা ছিল দুনিয়ায় * আল্লার কোদরত্ সব কে বুঝিতে পারে। এহার পরেতে পরি ছিলো দুনিয়া পরে * আবদুল্লা কহিল ছাহেব আরজ আমার। পরির আগে কিবা ছিলো দুনিয়া মাঝার * রছুল কহেন ফাজেল সোন সমাচার। ফেরেস্তা আছিল জানো সত্তর হাজার * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহোতো খবর। হজ করে ছিলো কিনা আদম পয়গম্বর * রছুল কহেন হজ আদম করিয়াছে। আবদুল্লা শুনিয়া ফের আর বাত পোছে * আদমের ছোন্নত জানো করে কোন জোনা। রছুল কহেন ছোন্নত করে আপনি আপনা * আরবার আবদুল্লা ছওয়াল পুছিল। আদমের হাজামত কেবা বানাইল * রছুল কহেন বাত সোন কহি তায়। জিবরিল পরেতে আপন হাজামত হয় * আবদুল্লা আর বার ছওয়াল পুছিলো। খুন করা মাটি দেওয়া কাহা হৈতে হইল * রছুল কহেন বাত পুছিলে আমারে। প্রথমেতে খুন কাবিল করে হাবিলেরে * মাটি দিতে কাগে সেখায় সোন সমাচার। হাবিল কাবিল হৈতে জানিও বিচার * আবদুল্লা কহিল ছাহেব কহিবে আমায়। রোজ কতো ছেলে হৈতো আদমের দুনিয়ায় * রছুল কহেন তাহায় হকিকত কোই। রোজ হৈত বেটা বেটী জানো তুমি দুই * দুই বেটা দুই বেটি জানো সমাচার। জোড় ফের ফার করে সাদি দিতে তার * সে সওক্তে বুড়াকালে জানিবে আখের। ফসাদ বাড়িলো হাবিল কাবিল হৈতে ফের * কাবিলের সাথে যেই বেটী হোএছিলো। সেই বড়ো হাছিন খুব ছুরত হইল * হাবিলের বহিন সাদি কাবিলেরে দিল। কাবিলের বহিন সাদি হাবিল করিল * হেনকালে কতো দিন বাদেতে সয়তান। মক্কর করিয়া আইল কাবিল বিদ্দমান * সোন কাবিল বাদ কহি তোমার হুজুরে। খুব ছুরত জোরু আল্লা দিয়াছিল তোরে * অতি বড় খুবছুরত দেখিয়া তাহারে তোমাকে না দিয়া সাদি দিলো হাবিলেরে * কাবিল কহে চারানাই সে বাতে এখন। সয়তান কহে হাবিলে মেরে জরু লেও আপন * কাবিলেরে যুক্তি সয়তান দিলো কতোমতে। হাবিলেরে মারিয়া আপন জরু লিতে * বাজার হইতে হাবিল ফিরে ঘরে জায়। কাবিলের সাথে দেখা হইল রাহায় * হাবিল চলেছে একা কাবিল দেখিল

ধাক্কামেরে হাবিলেরে ফেলাইয়া দিলো * জোরকোরে কাবিল ডাকিল হাবিলেরে। নাহি জানি মানুস খুন হয় কি প্রকারে * হাবিল পড়িয়া রৈলো কাবিল তখনি। না পারিয়া ঘরে চোলেআইল আপনি ইবলিছ আসিয়া বাত কহে কাবিলেরে। এখনো হাবিল জেন্দা না মারিয়াছো তারে * কাবিল কহেন সয়তান সোন মেরা বানি। কি রূপেতে মরে তার ফিকির নাহি জানি * সয়তান কহেন কাবিল বাত মেরা ধরো। পাথোরের পয়ে এক পাথোর তুলে মারো * পাথোরে পাথোরে লেগে হবে খান২। তাহা ফেলে মারো হাবিল খুন হবে নিদান * না করিও দেরি মর্দ্দ মারিয়া তাহারে। আপনা খুব ছুরত জোরু আনো;আপে ঘরে * সয়তান কহিল কাবিল মারিলো পাথর খুন হৈলো হাবিল গিরে জমিন উপর * কাবিল গোনাগার হৈলো আল্লার দরগায়। ভাই মেরে ভাবিত হৈয়া করে হায়২ * মোরদা কোলে লিয়া কাবিল কান্দে জারে২। কেমনে দেখাবো মুখ গিয়া মা বাপেরে * ক্সুর কথায় আমি আপন ভাইকে মারিনু। সয়তানেতে বাজি দিলো বুঝিতে নারিনু*;হায়রে মক্কর খোদার কে বুঝিতে পারে সয়তানের বাজিতে পোড়ে মারিনু ভায়েরে * লাস কোলেকোরে কাবিল কান্দে জার জার। মোছলমান করিল আল্লা কি করিবো তার মোছলমানে। খোদার মরজি ছিলো মাটিদিতে। দুই কাগ পাঠাইল হুজুর হইতে * দুইকাগ আনিয়া তখন কাবিলের হুজুরে। ঐ রূপে দুইকাগে মারামারি করে * দুই কাগে খুনাখুনি করিয়া আখেরে। একের কাছে একজোন খুন হৈল জোরে*এককাগ মারা গেল জেন্দা ছিলো জেই। আপনার ঠোটে এক গোর খোঁড়ে সেই * গোর খুড়ে ভিতরেতে রাখিয়া তাহায়। মাটি চাপাদিয়া তারে উড়িয়া পালায়* কাগের ফএল কাবিল-দেখিয়া নজরে। গোর খুড়ে ঐ রূপেতে মাটি দেয় ভাএরে * প্রথমেতে খুন আর দুএমেতে গোর। হাবিল হইতে শুরু দুনিয়া উপর * মুরসিদের মুরসিদে কহে কেতাব হইতে বাত। তার্জ্জব ছওাল জওাব পয়গম্বরের সাত *

পয়ার * আবদুল্লা ও পয়গম্বরের ছওাল জওাব হয়। একিন জানিও এই ঝুট কথা নয় *কোরানেতে বাত কেহ না জানিও ঝুট। সোভা জদি করো তবে ইমান হবে ভুট * নবিয় এতা আত

করো বান্দা সব আল্লাব। পরোকালে নবি বিনে নাহিক নিস্তার * পরোকালে নবি হৈতে আল্লার হুকুমে। ওম্মতেরে তরাইবে হিসাবের সোমে *আল্লাকে না ভোলো দেলে রাখো সর্ব্বজোনে। জাহের বাতূনের ভেদ সব আল্লা জানে * তাহার হইতে বেসি কে জানিতে পারে। জাহেরেতে দেখে জানে জে জাহা দেলে করে * লতিফল খবরি নাম ছমিগুন বছির। তারকাছে ছাপানাহি বাতুন জাহির * এয়ছা জে মনিব আল্লা মালেক সবার। রাত্রদিন থাকে বান্দা জে কেরে তাহার * তাহার গুনের কথা কি কহিব কারে। ছাপাইয়া রাখে কারে নাহি মারে * চাকোরের ঘাট জদি মনিবেতে পায়। সেই ঘড়ি ছাজাদেয় দেরি নাহি তায় * খোদার করিমি আমি কি কব জেয়াদা গোনা আপন চক্ষে আগে ডালে পরদা * এমন জেগুনের খোদা ভুলোনা তাহারে। দেলেমুখে এয়াদ রাখ তরিবে আখেরে*কহিলে এসব কথা কেচ্ছাহবে ভারি। আবদল্লা পুছিল বাত নবির হুজুরি * কহ তুমি খবর জদি হও পয়গম্বর। এয়ছা কোন ঠাই আছে দুনিয়া উপর * শুরুজ একবার কিবল ওঠে সেখানেতে। আরনা উঠিবে সেথা দুনিয়া থাকিতে * রছুল কহেন ফাজেল শুন কহি আমি। সেই ঠাই দরিয়া বদ নিলজান তুমি * মুছা পয়গম্বর জান নিল দরিয়ায়। হাতের আসা মারিবারে পত হৈল তায় * দরিয়াকে পত ওয়দা করিল খোদায়। সেই সমে জানো শুরুজ হইল উদায় * উজালাতে মুছার লস্কর পারহয়ে গেল। ফেরাউনের লস্কর পিছে ডুবিয়া মরিল সেইখানে শুরুজ উদয় মুছার খাতেরে। আর এয়ছা না হইবে কাহার উপরে * শুরুজ উদয় কভু নাই সোন মেয়া বাত। হবেনাহি জানো রোজ কেয়ামত তাকাত * আবদল্লা পুছিল ছাহেব আরজ হুজুরে। এমন মাটি কোথা আছে দুনিয়া উপরে * আপন কথা কহে আল্লা তাহার উপর। রছুল কহেন তার শুনহে খবর*পাহাড় কহতুর সেই জানোহ আবদল্লা। মুছার সাথে সেখানেতে কথা কহে আল্লা * আবদল্লা পুছিল ফের কহ পয়গম্বর। এমন কোন কাষ্ট আছে দুনিয়া উপর * কাষ্ট হয় চলেফেরে এয়ছা কাষ্ট হয়। কাষ্ট হয় জিউ ধরে উঠে খাড়া হয় * রছুল কহেন আবদল্লা বাত সোন পষ্ট। মুছার হাতের আসা জান সেই কাষ্ট*মুছার কেরামত ছিল আল্লার তামাস

আজদাহা সাঁপ জানো মূছার হাতের আসা * আবদুল্লা পুছিল নবি কহো সমাচার। বেগর বাপে মায়ের পেটে জন্ম হৈল কার * রছুল কহেন জানো ইছা পয়গম্বরে। বেগর বাপে পয়দা হৈলমায়ের উদরে সেই ইছা পয়গম্বরের সোন হকিকত। দুনিয়াতে জান তার ফেয়েঙ্গি ওম্মত * আর বাত পুছি নবি তোমার সাক্ষাতে। কোন আওরত পয়দা হৈল বেগর মায়েতে * রছুল কহেন বিবী হাওা আদমের সরিরে বেগর মায়েতে পয়দা দুনিয়া উপরে * মা বাপ বাহিক বিবীর আদমের অঙ্গেতে। দুনিয়াতে হৈল পয়দা আল্লার কোদরতে *আরদুল্লা পুছিল বাত নবিজির সাক্ষাতে। আপনা লোকে লিয়া ফেরে জাগা বর জাগাতে * রছুল কহেন বাত শুন তার খবর। ইউনছ পয়গম্বর মাছের পেটের ভিতর * পয়গম্বর জেন্দাগোর লইয়া সঙ্গেতে। ফিরিয়াছে দুনিয়ায় জাগা বরজাগাতে * আবদুল্লা কহিল ছাহেব কহতো আমায়। খোদার বয়তোল মামুর ঘর কোথা দূনিয়ায় *পয়গম্বর কহে ফাজেল বোঝোহ মোনেতে। বয়তোল মামুর ঘর দুনিয়ার নাভিতে আবদুল্লা পুছিল ছাহেব ঠিক মদ্ধে কেনো। পয়গম্বর কহে তার হকিকত শুন * দুনিয়ায় লোক পয়দা করে পরওার। রোজ কেয়ামতে তারা হইবে সোমার * আবদুল্লা কহিল ছাহেব কহতো আপনি। আছমান জমি বেগর হৈল সেই কোন পানি *রছুল কহেন আবদুল্লা শুনহো কালাম। সেই পানি জান তুমি সরিরের ঘাম * আবদুল্লা পূছিল বাত নবিজির হুজুরে। বেটাবেটি পয়দা জহো জতো হয় দুনিয়া পরে * মায়ের রূপ পেলে হয় সেই বেটা কার। বাপের রূপ পেলে কার কহো সমাচার * রছুল কহেন আবদুল্লা শুন সমাচার। মায়ের রূপ বালক পয়দা মনিতে তাহার*বাপের রূপ বালক পয়দা কহি আর বার। সেই বালক জানো তুমি মনিতে পিতার*জদি বেটা হয় জান দোহার ছুরতে। সে বালক জান তুমি দুজোনার মনিতে * আবদুল্লা পুছিল বাত নবিজির সাক্ষাতে। নুহ পয়গম্বরের লৌকা আছিল কি মতে * কত লম্বা কত চৌড়া কহতো খবর। এই বাত কহ জদি হও পয়গম্বর *রছুল কহেন বাত করিলে আগাজ। তিনসও গজ লম্বা ছিল নুহনবির জাহাজ * একসও গজ ছিল জান তার ওসারেতে সব পয়গম্বরের নাম সেই লৌকার তক্তাতে * আবদুল্লা পুছিল নবি

কহতো আমায়। নুহ পয়গম্বর কোথায় চোড়িল লৌকায় * কোথায় চোড়িল আর কোথায় ওতরে। সেইবাত পয়গম্বর কহিবে আমারে * রছুল কহেন কুফার সহরে চোড়িল লৌকায়। ওতরিল পয়গম্বর সহর মক্কায় * সেখানেতে পয়গম্বর জিয়ারত করিয়া। দরিয়ার কেনারে ফের খাড়া হৈল গিয়া *আল্লাতালা তুফান থিমা করে তারপর। ফের লৌকা সমেত আইল কুফার সহর * আবদুল্লা পুছিল নবি কহ আর বার। মাটি পয়দা হৈল কিসে কহ সমাচার * রছুল বলেন আবদুল্লা কহিজে তোমারে। মাটি পয়দা হর জান মারওারিদ পাথোরে * মারওারিদ পাথোর জান খোদার মেহেরেতে। খোদার হুকুমেতে পানি হৈল পাথোরেতে * তাহা বাদ খোদা পয়দা করে বাতাসেরে হুকুম করে জাও বাতাস পানির উপরে *পানিতে আইল জদি হাওা আর বাতাসে। উপরা উপয়ি হৈয়া ঢেউ উঠিল আকাসে * পানির উপরে জদি তুফান হইল। প্রলয় ঢেউতে ফেনা পানিতে উঠীলো * তার পরে খোদা হুকুম করিল কেনারে। সক্কোহয়ে রহতো মরা পানির উপরে * খোদার হুকুমে কেনারা সক্কো হয়ে রয়। তাতে জানো সাতপরদা মাটি পয়দা হয় * পঞ্চাস বচ্ছোরের পত একং মাটি দুর। আড়ে দিগে সমান জানো কেতাবে মসহুর * এই জমির খুটি জানো সোন হকিকত। ঠাই২ আছে কতো পাহাড় পর্বত* আব দুল্লা পুছিল ছাহেব কহতো আমায়। সেসব পাহাড়ে জড় কোথা দুনি য়ায় * রছুল কহেন ফাজেল সোন মেরাবাত। পাহাড় কাফ জড় সবে র জানিবে নেহাত * আবদুল্লা পুছিল নবি কহতো আমারে। এই সকল জমি আছে কিসের উপয়ে * রছুল কহেন ফাজেল বাত সোন মোর। এই সব জমিন আছে গোরুর উপর * আবদুল্লা পুছিল বাত কহো পয়গম্বরে। গোরুর উপরে আছে কেমন প্রকারে* রছুল কহেন ফাজেল শুন সমাচার। সেই গোরুর চারসিঙ্গ দিয়াছে পরওার * তার এক সিঙ্গ পাঁচসও বচ্ছরের পত জানিবে। মাথা পশ্চিমেতে পাও জান তার পুরুবে * রাত্রদিন খাড়া আছে কেতাবে খবর। খোদার জতো আলম এক সিঙ্গের উপর * আবদুল্লা পুছিল বাত নবিজির হুজুরে। কহ নবি সেই গরু কিসের উপরে * পয়গম্বর কহেন ফাজেল শুনহ খবর। সেই গোরু আছে ছফেদ পাথর উপর * সে

পাথোর বার হৈল আছাদ পাহাড় হৈতে। আবদুল্লা শুনিয়া ফের লাগিল পুছিতে * কহ নবি আছাদ পাহাড়ের ওয়দা কোথা হৈতে। রছুল কহেন তার বুনিয়াদ দোজখেতে * আবদুল্লা পুছিল বাত কহ পয়গম্বরে। আছাদ পাহাড় আছে কহোর খাতেরে *পয়গম্বর কহেন বাত শুদ দিয়া মোন। আছাদ পাহাড় পয়দা দোজখ কারন * উচা কতো সেই পাহাড় 'সোনহো খবর। জানিবে হইবে পত হাজার বচ্ছর *জেই দিন কেয়ামত করিবে পরওারে। হুকুম হইবে সব কাফেরের তরে * সোনরে কাফের লোগ আওাজ সোন মোর। সবে মিলে ওঠো এই পাহাড় উপর * হুকুম পাইয়া কাফের পাহাড় পরে জাবে তখন আল্লা পাহাড়েরে হেলিতে কহিবে * হুকুম পাইয়া পাহাড় হেলিবে আশ্চম্বিতে * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহ আরবার। গোরু আগে আছে কিবা বলো সমাচার *নবি কহে ছওয়ালের জওাব লেহ শুনে। এক মসা আছে জান গোরুর ছামনে* আবদুল্লা পুছিল বাত কহ পয়গম্বরে। গোরু আগে মসা আছে কিসের খাতেরে * পয়গম্বর কহেন ফাজেল সোন সমাচার। এক রোজ ইবলিছ সয়তান দূরাচার আল্লার কোদরোত পরে দাগাদিতে তায়। সয়তান আসিয়া সেই গোরুকে বুঝায় *একঘড়ি গোরু তোমার নাহিক আরাম। আফছোছ হয় আমার দেখে তেরা কাম * এইখানে আল্লাতালা রাখিল তোমারে। খোদার আলম তোমার মাথার উপরে * তুমি আপনসিঙ্গ টেনে লেহো একবার। কি রূপেতে থাকে দেখি দুনিয়া আল্লার * পড়িয়া জাইবে আলম মুল্লুক তামাম। সব মারা জাবে হবে তোমার আরাম * একিন আনিলো গোরু সয়তানের কথায়। আপনসিঙ্গ টানিয়ালিয়া শুইল তথায় * খোদার কোদরোত আমি কি কহিব কারে। সেই হালে দুনিয়া রাখিল সন্নভরে * সেই ঘড়ি একমনা করিয়া সিজোন। গোরুর নাকের মদ্ধে ভেজে মক্তারোন* মসার কানড়ে গোরু হইয়া হয়রান। উঠে খাড়া হৈয়া বলে সোন ছোবহান * সয়তানের কথাতে আমি করেছি তকছের। মাফ কর মোরে আল্লা আপনি কাদের *হুকুম করিল খোদা মসার খাতেরে। বাহিহও রহ গোরুর চক্ষের কেনারে * রোজ কেয়ামত না হইবে জত দিনে। এলাগাত থাকো তুমি গোরুর ছামনে *তবে গোরু খাড়া হয়ে রহে মসার ডরে

সেইরূপে দুনিয়া রহিল সিঙ্গ পরে ❋ আবদুল্লা পূছিল নবি কহত খবর পাহাড় ছাদ আছে নবি কিসের উপর ❋ রছুল কহেন তখন ফাজেলের তরে। পাহাড় ছাদ আছে এক পাহাড়ের পরে ❋ সেই পাহাড়ের নাম জান গাজাবোন। গোস্বা রূপে পয়দা করেছে ছোবহান ❋ সে পাহাড়ে থাকিবে জারা আগুন পুজাকরে। আজাব হইবে সেই পাহাড়ের উপরে ❋ আবদুল্লা পুছিলো কহো দিন পয়গম্বরে। সে পাহাড়ের গঠন কিবা কহতো আমারে ❋ রছুল কহেন তুমি শুন সমাচার। আগুনের ময়দান থাকে সত্তর হাজার ❋ একএক ময়দানে সত্তর হাজার সহর। এক এক সহরে তার সত্তর হাজার ঘর❋এক এক ঘরেতে তার সত্তর হাজার কামরা। সে সকল কামরাতে জান আগুন আছে ভরা ❋ হর হর কালরায় হোজরা সত্তর হাজার। হর হোজরায় আছে সেন্দুক সত্তর হাজার ❋ আল্লার কোদরত ফাজেল কি কবো তোমাকে। সত্তর হাজার সাঁপ আছে হর২ সেন্দুকে ❋আল্লার গজব সাঁপের কথা শুনকিছু। হর সাঁপের মাথায় থাকে সত্তরহাজার বিচ্ছু বিচ্ছু বলে দুনিয়ায় জারে চেলা বলে সারে। পাহাড় সোমান দেখে প্রান কাপে ডরে❋একচেলা জদি এর আল্লার হুকুম পায়। এক আল মারে জদি পাহাড়ের গায় ❋ তবে সে চেলার বিসে পাহাড় হয় ছার খার। সে আগুনের মহিমা কহি শুন সমাচার ❋ সে আগুন দুনিয়ায় জদি একজারা পড়ে। খোদার আলম জতো সবজায় পুড়ে ❋ আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহতো আমারে। সে পাহাড় আছে নবি কিসের উপরে ❋রছুল কহেন ফাজেল সোন আমার কাছে। বেলাএল নামে মাটি তার নিচে আছে ❋ আবদুল্লা পুছিল নবি কহো সমাচার। তাহার নিচেতে কিবা কহো আছে আর ❋রছুল কহেন ফাজেল বাত সোনো মেরা। সে জমির নিচে জমি আছেতো দুছোরা ❋ ছফেদ রূপার গঠন এলাহির কাম। কেতাবে খবর আছে অজুবা তার নাম❋ সেইজমি খোসবোই মোস্কের এয়ছাই। কেতাবেতে কহেচাঁদ হইতে রোসনাই ❋ আমার ওম্মতের বিচে নেক হবে জারা। সেই জমিনের পরে খাড়াহবে তারা ❋ আবদুল্লা কহিল ছাহেব কহো সমাচার। সেই জমিনের নিচে কিবা আছে আর ❋ রছুল কহেন ফাজেল এলাহির কাম। তারনিচে দরিয়া জানো কায়া মোকাম❋সে দরিয়ায়

এক মাছ আছে জানহো সন্ধান। কেতাবে খবোর তার নাম পাহাল ওান ❋ পুবে ছের পশ্চিমে পাও জানহো খবর। খোদার আলোম তার পিঠের উপর ❋ সে মাছ রেখেছে খোদা মেরা ওন্মতের তরে। নেকবান্দা খাবে গিয়া বেহেস্ত ভিতরে❋ এতো দরোদ করে আল্লা মেরা য়ন্মতেরে। খেলাইবেন মেহমানি ময়দান উপরে ❋ আবদুল্লা পুছিলবাত কহ পয়গম্বরে। সেই মাছের দরিয়া আছে কিসের উপরে আবদুল্লার তরে জওাব দিল পয়গম্বরে। সেই মাছের দরিয়া আছে খাক তজারের পরে ❋ আর এক দরিয়া আছে নিচেতে তাহার। সকোল কথা শুনিলে আমার ❋ আবদুল্লা পূছিল নবি কহ বিবরণ। কহো নবি সে দরিয়ার কেমন গঠন❋রছুল কহেন ফাজেল বাত সোন মেরা। তাহার কেনারে সত্তুর হাজারজজিরা ❋ হরজজিরাতে আছে সহর সত্তর হাজার। হর সহরে আলম আছে সত্তর হাজার ❋ হর২ আলমের কথা সোন মোনদিয়া। আন্দাজি হইবে জানো সোমান দুনিয়া ❋ হর আলমে ফেরেস্তা আছে সত্তর হাজার। রাত্র দিন করে তারা জেকের আল্লার ❋ আবদুল্লা পুছিলবাত নবিজীর হুজুরে। সেই দরিয়া আছে নবি কিসের উপরে ❋ রছুল কহেন বাত ফাজেলের তরে। সেই দরিয়া আছে জান বাতাস উপরে ❋ দুনিয়া আলোম জতো দেখো বাতাসের পরে। খোদার কোদরতে খাড়া থাকে সোন্ন তরে ❋ আবদুল্লা কহিল ছাহেব পুছি তোমার কাছে। আর কিবা আছে সেই বাতাসের নিচে ❋ রছুল কহেন ফাজেল বাত সোন মেরা এহার নিচে দরিয়া আছে লোহু পুজ ভরা ❋ সে লোহু পুজের নদির সোন বিবরন। পয়দা করেছে খোদা দোজখের কারন ❋ জখন পানি খাইবে গোনাগারে । ওই নদির লোহু পুজ পেলাইবে তারে ❋ আবদুল্লা পুছিলো ফের নবিজীর কাছে। কহ ছাহেব কি আছে সেই দরিয়ার নিচে ❋ রছুল কহেন বাত সোনহো সন্ধান। আগুনের দরিয়ার নিচে নাম তার আয়য়ান ❋ সেই আগুন জান ফাজেল গোনাগার খাবে। আগুনের ডহোনে জিভা বাহির হয়ে রবে ❋ তর তর আজাব পাইবে গোনাগার । কহিলে আজাবের বাত না হয় শুমার ❋ আবদুল্লা পূছিল বাত নবিজির সাক্ষাতে। কহো ছাহেব

কিবা আছে তাহার নিচেতে * রছুল কহেন সেথা আল্লার মেহের। তার নিচে আছে জান পরদা জেন্নুরের*ছুরতের পরদা জেন চাদের সোমান। সেই পরদা কতো তাহা জানে ছোবহান *আবদুল্লা পুছিল নবি কহো সমাচার। আর কিবা আছে ছাহেব নিচেতে তাহার * রছুল কহেন ফাজেলকিকব জেয়াদা। তাহারনিচেতে আছে ছুরতের পরদা * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব আরজ কদমেতে। আর কি আছে ছাহেব তাহার নিচেতে * রছুল কহেন ফাজেল সে'ন সোমাচার। বড় বাতাস রয় জেনো নিচেতে তাহার * আবদুল্লা পূছিল বাত কহ পয়গম্বর। কি আছে তাহার নিচে বল সেখবর * রছুল কহে আবদুল্লা সোন বাত মেরা। এহার নিচেতে পাতাল তাহা তচ্ছারা * জওাব শুনে আবদুল্লা ছওাল পুছিলো। কি আছে পাতালের নিচে তাহা মোরে বলো * রছুল কহেন ফাজেল সোন সমাচার। আল্লা তাঁলার কোদরতের নাহিক সোমার * আল্লা তালা বড়ো দাতা কোহিলাম তোমারে। পাতালের নিচের থবর নাহি দিল কারে * পাতালের নিচের খবোর কেহু না পুচেছে। তুমি সে পূছিলে আজ এসে মোর কাছে * তার খবোর আল্লা তালা নাহি দিল কারে। এতোশুনে আবদুল্লা বুঝিল আপনারে * সে সকলকথা ফাজেল কহিনু তোমারে এর বেসি এলেম আল্লা না দিয়াছে মোরে * জে এলেম বখসিলো আল্লা আমার খাতেরে। এহা না দিয়াছে আল্লা কোন পয়গম্বরে * জেকথা পুছিলে ফাজেল তুমি মেরা ঠাঞি। দুনিয়াতে পোছে এয়ছা কারো সাদ্ধি নাই * খোদার আরোস ছাড়া করেছো জিজ্ঞাসোন। আকাস পাতাল ছাড়া অপুর্ব্ব গঠন * আবদুল্লা পুছিল ফের নবি বরাবর। কহ নবি খবর জদি হও পয়গম্বর * বেহেস্তের ঘর দুনিয়ায় আছেতো কোথায়। আরোজ করিনু বাত কহোতো আমায় * রছুল কহে আবদুল্লা নাকর ভাবোনা। আউওলে মক্কার সহোর ছুএমে মরিনা * ছিএম আদম মকাম সোন বাত মোর। চাহারম জানো ফাজেল আয়নল বছর * আবদুল্লা পুছিন ছাহেব কহতো খবোর। পাহাড় কাফের কাছে কি আছে পয়গম্বর * রছুল কহেন ফাজেল সোন কহি আমি। পাহাড় কাফের কাছে সত্তর হাজার জমি * সেই সব জমিন জাব রূপার বানায়া। তার এক২ জমিন হবে সোমান

দুনিয়া * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব আরজ আমার। আর কিবা আছে কহো পিছেতে তাহার * রছুল কহেন ফাজেল বাত সোন ফের। রূপার গঠন হাজার জমি পিছে আছেএর * সেসব জমির কথা সোন সনাচার। চারি তরফ ঘেরা আছে এই দুনিয়ার * আবদুল্লা পুছিলো ছাহেব কহোত আমারে। এই জমিনের পিছে কিবা আছে ফিরে * রছুল কহেন আবদুল্লা শুন কহি আমি। তার পাসে মোস্কের গঠন সত্তর হাজার জমি * আবদুল্লা পুছিল রাত নবি বরাবরে। তারপাসে কিবা আছে কহতো আমারে * রছুল কহেন ফাজেল সোন হকিকত তার পাসে সত্তর হাজার লোহার পর্ব্বত * তার পাসে সত্তর হাজার আছেতো আলম। আল্লার বানান মূল্লুক নাজানিও কম * কতেক ফেরেস্তা আছে সেই আলমেতে। তাহার সোমার নাহি হয় হেছাবেতে * কেহু জদি শুই ডালে ফেরেস্তার বিচে। উপর হৈতে সেই শুই নাহি পড়ে নিচে * কানে২ খাড়া আছে নাহি হয় ঘাম। ছরদি গরমি নাহি সেথা এলাহির কাম * আবদুল্লা পুছিল নবি কহো সমাচার। আলমের পাসে ছাহেব কিবা আছে আর * রছুল কহেন আবদুল্লা কিকব জেয়াদা। তাহার পাসে সত্তর হাজার অন্ধকারের পরদা আবদুল্লা পুছিল লের নবিজীর হুজুরে। তাহার পাসে কিবা আছে কহতো আমারে * রছুল কহেন আবদুল্লা করিনু প্রকার। তার পরে সত্তর হাজার পরদার হাতাস * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহোতো নেহাত। এরপরে কিবা আছে সেই সব বাত * রছুল কহেন ফাজেল তুমি নাজানিহ গপ। তাহার পাসে আছে নাম পিরামন সাপ * জত কিছু কৈনু আমি আগে আর পাছে। সেই সাপের পেটে সব কবোজেতে আছে * খোদার আলম সাপ রাখিয়া পেটেতে। আপনার নেঙ্গুড় ধরিয়া আছে দাঁতে * তাহার খোরাক সেই দিয়াছে খোদায়। ভোক হৈলে আপনার নেঙ্গুড় কেটে খায় * আপোনার সরির আপে খাইএ আরবার। জোরে টেনে মূখে নেজ আনে আপনার * সাপ জখন জোয় করে আপনায় কসে। আল্লায় আলম তার জোর ছোট হয়ে আসে * কহিল সাপের কথা উাড়ে ঢের বাত। এই রূপে রবে সাপ কেয়ামত লাগাত * আবদুল্লা পুছিল ফের নবি বরাবরে। কিআছে এহার পাসে কহতো আমারে * রছুল কহে আবদুল্লা

সোন সমাচার। খোদার আলেম জতো আছে নাহি তার সোমার এহার পাসে আছে কি আমি নাহি জানি। সে সকল হকিকত জানেন রর্ব্বানি * ফাজেল কহেন ছাহেব আরোজ হুজুরে। খোদার আলম কাফ প্যাহাড় উরে * সেই পাহাড় লম্বা চৌড়া কতো তাহা জানো। রছুল কহেন হাজার বচ্ছুরের পথ সোন * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব জারোজ হুজুরে। এই সাত তবকের কথা কহতো আমারে * কোন জমিনে কেবা থাকে কহো সমাচার। এই আরজ করি ছাহেব কদমে তোমার * রছুল কহেন সোন সাত জমিনের কথা। প্রথম জমিনে থাকে তামাম ফেরেস্তা * জতেক ফেরেস্তা আছে নাহিক সোমার। তাহার সোমার জানে পরওার দেগার * দুএমের কথা কহি বাত সোন মেরা। দুএম জমিনে থাকে দেও সব ভরা * আল্লার মহিমা কিছু বুঝিতে নাপারি। তেছরা জমিনে থাকে জতো সব পরি * চৌঠা জমির কথা সোম সমাচার। চৌঠা জমিনে থাকে পরেন্দা জানওার আরবার সোন পঞ্চম জমিনের কথা। জিব জানওার হৈতে খালি আছে সেথা * ভরা আছে সেইখানে বাত সোন মোর। খোদায় করিল জতো আন্দাবের মুগ্দোর * সেই সব মুগ্দোর মারিবে গোনা গারে। ঝুট না জানিও ফাজেল এই বাত সারে * ছুএর কথা কহি আমি সোন সর্ব্বজোন। সসোম জমিনে থাকে পাথোরের মড়োন * সেইখানে থাকে আর জানওার মরোগ। ফহিলাম এসব কথা নাজান দোরগ * সাতের কথা কহি আমি শুনে লেহ তুমি। হপ্তোম জমিনে থাকে জতো সব আদমি * হপ্তোম জমিনের কথা কি কবো জিয়াদা হর২ জমি আপন বরন রাখে জে আলাদা * মুরসিদের মুরিদে কহে ভাবিয়া দেলেতে। দরা রাখো পয়গম্বর রোজ কেয়ামতে *

বেহেস্তের বয়ান *

ত্রিপদি * আল্লার জেকের করো, নবির তরিক ধরো, নবি হৈতে সব হৈল হদ। নবির সোমান আর, এয়ছা দোস্ত নাহি তার, আল্লার কবুল মহাম্মদ * খোদার কি রূপ তার, খেয়াল জেমন আর, কিছু তাহা মনে নাহি আসে। আছমান জমিন পয়ে, ভাবিয়া ঠেকা- না করে, নাহি আল্লা থাকে কোন দেসে * না আছমান জমিনেতে

উত্তরে না দক্ষিণেতে, কোনখানে এলাহির ঠাই। না পুর্ব্বে না পোচ্চিমেতে, নাহি মেলে উদ্ধিসেতে, কোথায় ঠেকানা নাহি পাই * আপে খেদে আপনায়, ভেদ কেহুনাহি পায়, এয়ছাই কাদের ছোবহান। একা সে দোসর নাই, তাহার হুকুম ভাই, চলে ফেরে জমিন আছমান * সব ঠাই আল্লা থাকে, কেহু নাই চক্ষে দেখে, সে সবাকে দেখে চক্ষবিনে। চক্ষনাহি দেখে সারে, মুখ নাহি রবকরে, এয়ছা কেবা আছে ত্রিভুবনে * লোগজোন লস্কর কেল্লা, হাতি আর বারুদ গোলা, কিছু নাই বাদসা নাম ধরে। মরজি হইলে তারো, বাদসাই ছিনাএ কারো, লিয়া ফের দেলায় দোছরারে * তার সোমান জোর ওার, নাই আকাস জমিপর, একা আল্লা নাহিক দোসর। মা বাপ বহিন আর, বেটা বেটি কেহুতার, নাহি রাখে দুনিয়া উপর * না দূর না নজদিগেতে, আছে আল্লা দুনিঞাতে, এসব দূরের কথা ভাই। রাত্রদিন কেহু দেকে, জেন্দেগিতে কোন লোকে, কোদরোতের ঠেকনা পায় নাই * নামাজ পড়িতে গেলে, এয়ছা খেয়াল হয় দেলে, আল্লা মেরা শুমতে আছে। নামাজ না পড়ে জারা, এয়ছা নাহি বোঝে তারা, জেন্দেগিতে দুনিয়ার বিচে * সকলেরে মারে সাই, তাহার মওত নাই, এয়ছাই কাদের করোভার। খেলাইয়া সবলোকে আপে আনাহার থাকে, ভোক পিয়াছ নাহি হয় তার * নিদ্রা নাহিক তাকে, দুনিয়ার কারবার দেখে, নাহি ছাপা একত্তিল প্রমান। জাহের আর পুসিদায়, জে জা করে দুনিয়ায়, সব দেখে নাহিক নয়ান * এসব দূরের কথা, বয়ান রহিল হেথা, কহিলে কেনারা হবে নাই। আবদুল্লা ফাজেল আছে, বসিয়া নবির কাছে, সে সব কেচ্ছা শুনকহি ভাই * আবদুল্লা পোছে আরবার, কহ নবি সমাচার, ছওয়াল জিজ্ঞাসা করি আমি। ভেস্ত দোজখ দুই ভাগে, কাহার পয়সাস আগে, কহ সে হকিকত তুমি * রছুল কহেন ফাজেলেরে, ভেস্তের আগে দোজখেরে, জদি আল্লা পয়দা করিতো। তবেত বেহেস্ত বিচে, মুস্কিল হইতো পাছে, ওম্মতের আরাম না হইতো * একারনে বেহেস্ত পয়দা, আগেতে করেছে খোদা, ভালো মন্দো বুঝে পরওারে। নেক বান্দা এখাতেরে, সঙ্গে আমি লিয়া সারে, আরামে রবো বেহেস্ত মাঝারে * আবদুল্লা পুছিল ফিরে, কহ নবি পয়গম্বরে, ছওালের জওাব

আমার। কেমন গঠন তার, কিছুরতে আছে আর, কহো ছাহেব সেই সমাচার * রছুল কহেন ফাজেল তুমি, শুন হকিকত আমি, কহিবাত বেহেস্তের খবর। বেহেস্ত পয়দা করে সাই, দুনিয়াতে রাখে নাই, আছে ছয় আছমানের উপর * আট বেহেস্তের সমাচার, সোন কহি একবার, সে সকল আল্লার কোদরত। এক২ বেহেস্তে জার, লম্বাই জানিও তার, হবে হাজার বচ্ছরের পত * চৌড়াই জানিবে তাহা, পাঁচ ও বচ্ছরের রাহা, কিকহিব বয়ান তাহার। তার হুর দুয়ার বিচে, ফেরেস্তারা চৌকি আছে, কত তাহা নাহিক সোমর * অমার বচোন সোনো, বেহেস্তের গঠন জানো, সেসব তাজ্জব সমা চার তাহার জামিন খোদা, কাঁচারূপাতে পয়দা, করিয়াছে পরওার দেগার * বেহেস্তেতে ঘর জতো, এয়াকুত পাথোরের কতো, কোন ঘর জোমরদ হইতে। কোনঘর বেহেস্তের, জোমরদ পাথোরের, কোন কোন ঘর জওাহের ছদেতে * কোন ঘর তৈয়ার করে, কেবল জানিবে নুরে, বান্দা জতো আছে দুনিয়ায়। জে জেমন নেক হবে, মজুরি বুঝিয়া পাবে, তেয়ছা ঘর দিবেন খোদায়*নেক বান্দা বেহেস্তে জাবে বেপরোওা আরামে রবে, সোনো সবে সেসব খবোর। এক এক ঘর তাহার জানো, কেতাবের বাত সোনো, হবে এই দুনিয়া বরাবর * আর সেই বেহেস্ত বিচে, কতোসতো হুর আছে, নরের গঠন তাস ভার। নেকবান্দা বেহেস্তে জাবে, সে সকল হুর পাবে, নারহিবে খুসির সোমার * বেহেস্তের সে সব হুরে, এয়ছাই ছুরত ধরে, জদি দেখায় আঙ্গুলের রূপ। উত্তরআর দক্ষিনেতে,পুর্ব্ব আর পচ্চিমেতে দুনিয়া আলম হয় বেকুফ * দোজাহানে জতো সয়, অবাক হইয়া রয় ঠিক বাত নহেতো নকল। তামাম ছুরত হুরে, দুনিয়ায় দেখিলে পরে সকলেতে হইতো পাগোল * হুরের বয়ান সারে, কহিলে এতবার কারে, নাহইবে রহিলো এখন। নেকি করো বুঝে দেলে, বেরহস্তের বিচে গেলে, একিন হইবে পাইবে জখন * আল্লার হুকুম পরে, ফেরেস্তা আসিয়া সারে, বেহেস্তের বিচেতে তামাম। বেহেস্তে বান্দার সাথে, আল্লার তরফ হৈতে, পৌছাইতে সবাকে ছালাম * ফেরেস্তা আসিয়া সবে, ছালাম দিয়া খবর কবে, আরামে রহো বেহেস্ত ভিতর মতি মানিক লাল হিরা, কাঞ্চন রেকাবি পোরা, শুমুখেতে ধরিবে

নজর * এই রূপে খাতের দারি, কোরেদিবে খোসখবরি, তোমরা সবে রহো ভেস্তখানা। তোমাদের খাতেয়ে খোদা, বেহেস্ত করিল পয়দা, জাসান করোহে সর্ব্বজোনা * মেওা খাও তামাসা দেখো, হুর লিয়া শুয়ে থাকো, মেহনত তকলিফ নাহি আর। হুরের সাথে রঙ্গোকর, জেথাইচ্ছা সেথা ফেরো, এ জত্ত দেখো সকলি তোমার * আবদ্বল্লা পুছিল নবি, কহোতো দেলেতে ভাবি, আমার উপরে রাখ দয়া। শুনিনু ভেস্তের বিচে, জে সকল পাথোর আছে, সে সকল কি সের বানায়া * রছুল কহে নাহিজান, আমার বচন শুন, আল্লার কোদরোত কত্তোমতে। বেহেস্তের পাথোর সারে, পয়দা হয়েছে নূরে, আর জতো এয়াকুত লালেতে * বেহেস্তের জমিন বিচে, জতোসব ঘাস আছে, তাহা পয়দা হইতে জাফরান। কহিলে সে সব কথা, তাজ্জব কায় খানা সেথা, পয়দা করেছে ছোবহান * আবদ্বল্লা পুছিল ফিরে, কহো নবি পয়গম্বরে, এই ছওালের সমাচার। বেহেস্তি লোকের সেথা, মেওা খাইয়া হাগামূতা, হবে কি না হবে তাসবার * রছুল কহেন তার, সোয় কহি সমাচার, নেকবান্দা বেহেস্ত প্রথম। ওহেলা বেহেস্তের মাঝ, খোরাক খাইবে মাছ, জে মাছের পিটে আল্লার আলম * বেহেস্তে খোরাক খেয়ে, পানি পিয়ে রবে শুয়ে, হুরগন সঙ্গে ভরো ভরো। বেহেস্তে নেয়ামস খাবে, হজম হইয়া জাবে, ঝাড়া পেসাব না হইবে কারো * জদি কেহু খোসকোরে, মেওা খায় পেট ভোরে, তরো২ পাইয়া তামাম। পেসাব ঝাড়া বদলেতে, খোসবোই কাফুর হৈতে, বদনেতে নেকলিবে ঘাম * আবদ্বল্লা আবার পোছে, বেহেস্তে চার দরিয়া আছে, কহো নবি সেইবাত্ত ফের। সেই দরিয়ার পানি, খরচ হৈলে রাত্রদিনি, কমেকিনা পানি নহোরের * নবি কয় ফাজেল সোন, সে দরিয়ার পানি জানো, জদি সবে তোলে রাত্রদিনি আল্লার মেহের আছে, সেই নহোরের বিচে, নাহি কমে বাড়ে আর পানি * সে সকল নহোরের, কেনারা গাথনি ফের, সোনা রূপা হৈতে চারিধার। কতো এয়াকুত পাথোরেতে, কতো লাল জওাহেরেতে, চাহিলে নজোর লাগে তার * দেখে শুনে খোসালিত, কোনো নহোরের ভিত, তৈয়ার আছে হৈতে জমরদ। তাহার কেনারে গেলে, ফেরে চলে হাওা খেলে, আবেসেতে অঙ্গোহয় ছারাদ * খুসিতে

আসিয়া ফিরে, আবেসে রহিতে নারে, এয়ছাই খোসাল হয় মোনে। খুসিতে বেহোস হৈয়া, আপনাকে ভুলেগিয়া, কোলে তুলে লেয় হুর গনে* একেতো নহোর দেখে, ভুলে গেলো আপনাকে, তাতে ফের পেয়ে হুর গন। সব শুখ মোনে ভুলি, জড়াজড়ি মেলামিলি, করে বেহেস্তে হৈয়া অচেতন * পথে ঘাটে নদি ধারে, বাগানে কি তক্ত পরে, কিবা কেহু আপনা কামরায়। জেখানে ধরিবে মস্তি, সেই খানে কুস্তাকুস্তি, মানা নাহি করিবে দোহায় * পতে ঘাটে কোন খানে, আওরত মরোদ দুই জোনে, জদি কেউ কখন লাগে জোড়া। আল্লার হুকুমে এসে, ফেরেস্তা তাহার পাসে, ঘিরিয়া রহিবে পরদা খাড়া * খুসি রবে রাত্র দিনি, সেই দরিয়ার পানি, জদি কেহু খায় একবার। এয়ছাই কেতাবে লেখে, সত্তুর বচ্ছোর তাকে, পানির পেয়াছ না হইবে আর * সেই চার দরিয়ার, প্রথম দরিয়ার তার, জানো এই পানি আছে ভরা। আল্লা তালার মেহেরেতে, দুএম দরিয়ায় তাতে, আছে জানো তায় দুধ পোরা * তেছরা দরিয়ার বিচে, সারা বোন তহুরা আছে, এসকল বেহেস্তের নেয়ামত। চৌঠা দরিয়ায় শুদু, কেবল জানিবে মধু, দোছরা নাম বলতো সহদ * আবদুল্লা পুছিল ফের, কহো সেই নহোরেন, লম্বা আর চৌড়া কতো তার। সেই কথা শুনি বারে, দেলেতে খাহেস মোরে, কহ নবি মকবুল আল্লার * নবি কহে সে নহোর, আড়েতে হইবে তার, পাচসও বচ্ছোরের পথ শুনি। লম্বা হবে কতো তার, জানে আল্লা পরওার, আমি সে খবর নাহি জানি * বেহেস্তের দুয়ার আর, কোঠা হোজরা কামরা তার, কোথা কতো আছে কোনখানে। বাগ বৃক্ষি থরে২, কতো ভেস্ত আছে ছারে কেহু তার সোমার নাহি জানে * কুরছি চৌকি কতো সারে, আছে দরিয়ার ধারে, তাদের হবে হাত পাও জবান। কুরছি চৌকি সারে মিলে, জাইবে বেহেস্তে চোলে, নেকির সাথে কহিবে বয়ান * কুরছি চৌকি কহে বাত, সোনো বেহেস্তি নেক জাত, আসিয়াছো বেহেস্ত ভিতর। মোদের আল্লা পয়দা করে, তোমাদের বসিবারে, এসো বসো আমাদের উপর* সে সব দরিয়ার ধারে, পেয়ালা আছে থরে২, কথা কহে খুলিয়া জবান তারা সবে। নেক বান্দা সবাকারে, কহে ঐরূপ সভার তরে, আমাদের আরোজ কহি তবে * শুন নেকবান্দা সারে,

মোদের আল্লা পয়দা করে, তোমাদেরখাতেরে দেখো ভেবে। তোমা দের এন্তেজারে, আছি মোরা থরে২, নহোরেতে পানি.তুলে খাবে। নেকবান্দা সবে শুনে, আল্লাদ হইয়া মোনে, পানি তখন ওঠাইয়া খাবে। পেয়ালা লিয়া ওঠাইতে, তকলিফ হবে না তাতে, আপে পেয়ালা আপন ঠাই জাবে * ওঠাইয়া রাখিবারে, তকলিফ না হবে কারে, আরাম বই দুক্ষু সেথা নাই। জাহার দরকারহবে, ইচ্ছা হৈলে বৈসে পাবে, কেতাবেতে খবর এয়ছাই * ফাজেল কয় আরোজ লেহ ছওালের জওাব দেহো, হুজুরেতে পুছি সমাচার। কহ নবি আমার কাছে, চারি দরিয়ার বিচে, কহো শুনি বড় কোন তার * পয়গম্বর কহিল সোন, নেহাত একিন জানো, খবর আছে কেতাব মাঝার * আল্লা তালার মেহেরেতে, এই চার দরিয়া হৈতে, বড় জান নহোর কওছার * সোন তার হকিকত, আল্লা এয়ছা কেয়ামত মিঠা পানি রেখেছে দরিয়ায়। সেপানির নহোরেতে, আল্লা তালার মেহেরেতে চাদ শুরুজ হয়েছে উদয় * পানির রূপ এয়ছা জানো, খোসবোএর কথা শুন ঠিক জানো মোস্ক বরাবর। আল্লাতালার মেহের বানি, এ য়ছা মিঠা সেইপানি, নাহি আছে দুনিয়া উপর * রঙ্গ বরঙ্গ পেয়ালা কতো, সে নহোরের কেনারেতো, থরে২ রেখেছে তোদায়। কেতা বের বাত সোন,পেয়ালার ছুরত জানো, কতো সতো চাদ তার পায় রঙ্গ ও বিবঙ্গ সারে, কত কুরছি দরিয়ার ধারে, ধরাএছে জানহ সন্ধা ন। লম্বা চৌড়া কতো তার, কহিবাত সমাচার, হবে এই দুনিয়ার সোমান * কেয়ামত জখোন হবে, আল্লা তালা কহোর করিবে, ভয়েতে ডরাবে ওম্মত মোর। পানির পিয়াছহবে, মুখশুখাইয়া জাবে ধুলা হবে মুখের উপর * দেখে কাতোর পেরেসানিঃ নহর কওছের পানি, ওম্মতের মুখে দেওা জাবে। খেয়ে নহোরের পানি, ঘুচিবেক পেরেসানি, ওম্মত মেরা বজায় রহিবে * আমি পেলাইব আর,আলি ছাহেব জোরওার,কওছরের পানিওঠাইব। সেই পেয়ালা হৈতে পানি আপোনার হাতে আনি, ওম্মতের মুখে তুলে দিবো * ওম্মতের খাতেরদারি, করিয়া আবার ফিরি, ওম্মতের গোনার খাতিরে। ছের রেখে ছেজদাতে, ওম্মতের খোমার ওস্তে, আরজ করিব দরবারে *

ওম্মতেরভার মোরে, দিয়াছিলে পরওয়ারে, আজ সেই ওম্মতের গোনা আমার খাতের পরে, বখসেস করিয়া সারে, পাঠাইয়া দেহ ভেস্ত খানা *

পয়ার * আবদল্লা পুছিল ছাহেব কহো সমাচার। কোন রোজে বান্দা পাবে মোলাকাত আল্লার * পয়গম্বর কহে জানো রোজ শুক্র বারে। বেহেস্ত ভিতরে দেখা দিবেনপরওয়ারে * মোলাকাত হামেসা পাবে রহিয়া বেহেস্তে। কাফের হামেসা রবে দোজখ বিচেতে * আমি আর আওলাদ মেরা ওম্মত লিয়া সাতে। সদা সর্ব্বদা মোরা রহিব বেহেস্তে * ওম্মত লিয়া খুসি হোয়ে রহিব সবাই। হেনকালে জিবরিল আসিবে মেরা ঠাই * আল্লার হুকুম পরে জিবরিল আসিবে ওম্মত সমেত মুঝে জিয়ারত করিবে * আল্লার হুকুম আছে ওম্মতের সাতে। খোদার হুজুরে চলো মেহমানি খাইতে * এতোবলে জিব রিল মেকাইল এছরাফিল। ছাওয়ারির বোরাক এনে করিবে দাখিল * সেই বোরাকের কথা কি কব বয়ান। নুরহৈতে পয়দা কোরেছে ছোব হান * তাহার মাথা পএদা জানো জরোদ সোনাতে। চম্ম তাহার পয়দা জানো এয়াকুত লালেতে * মুখের কথা কহি তার সোন হে সন্ধান। মুখ তার জানো ঠিক আওরত সোমান * লাগামের গড়ন জমরদ পাথরেতে। জিন তার জান তৈয়ার কাচা রূপা হৈতে * আল্লার কুদরত জানো সেইতো বোরাকে। আছমান জমিনে ফেরে আঁখির পলকে * এয়ছাই বোরাক পয়দা কোরেছে পরওয়ার। ওম্মত সমেত পিটে হইবে ছওয়ার * বোরাকের ডাহিনেবাঁও নকিব দৌড়িবে সোর করে ডেকে হেকে এইবাত করে * সোনরে বেহেস্তের লোক শুন সমাচার। মেহমানি খাইতে চল হুজুরে আল্লার * এই বাত জোরে ডেকে কহিবে নকিব। তাথে জার মেহহানি তার বলন্দ নছিব জিবরিল মেকাইল এছরাফিল আর। এই তিন নকিব আর ফেরেস্তা হাজার * আপন আওলাদ আর ওম্মত সঙ্গেকরে। এইরূপে জাবেন নবি আল্লার হুজুরে * আর জতো ওম্মত থাকে পিছে সবে জাবে। তবে আল্লা নিজ সবাকে দেখাবে * খোদার নাহি হাত পা কায়া নাহি ধরে। ওম্মত মোর সেইরূপ দেখিয়া নজরে * আল্লার ছুরত সবে নজরে দেখিয়া। চালিস হাজার বচ্ছুর রবে বেহোস হইয়া *

বেহোস হইয়া পড়ে রহিবে জমিনের পরে। তাহা দেখে ফরিয়াদ করিবে জত হুরে * হুর এসে ফরিয়াদ ফরিয়াদ করিলে তারপরে। বেহেস্তের তক্তে আর বালাখানা সারে * ভেস্তি বান্দার বেহেস্তের জত আছেতো ছামানা। ফরিয়াদ করিয়া বাতকহে সর্ব্বজোনা * আউ ওল আখেরে আল্লা তুমি পরওারে। পয়দা করিলে মোদের জাহার খাতেরে * করারকরেছো আল্লা আপে করতারে। বেহেস্তে মোদের মনিব দিবে আছি এন্তেজারে * এতকাল এন্তেজার থাকিয়া পাইনু মেহমানি খাইতে আইল তাহে হারাইনু * আপে আনাইলে সবে মেহমানি খাইতে। চাল্লিস হাজার বচ্ছর গেলো নাপাই দেখিতে * হুর গোনের দরখাস্ত আপে পরওারে। কবুল করিয়া ডেকে কহিলেন হুরে * আল্লা তালা কহে হুর সোন মেরা বানি। হাত খোরে ওঠাইও সবে উঠিবেএখনি * আমার কুদরতেররূপ দেখিয়া নজরে। সকলে পড়িয়া আছে জমিনের পরে * এতেক কহিয়া আল্লা পরদা ওঠাইবে হুরগোন দেখে সব চলিয়া আসিবে * হুরগোন হাত খোরে ওঠাইবে সারে। হোস পেয়ে লোগ সব কহিবে আল্লারে * দোজাহানের বাদসা তুমি পাক ছোবহান। দেখিয়া তোমার রূপ না মিটিল আর মান * কিছু না খাইব মোরা বেহেস্তে না জাব। অনাহারে জনোম ভোরে তোমাকে দেখিব * এতশুনি আল্লা তালা কহিল সবারে। আমাকে দেখিতে পাবে হুর শুক্রবারে * ভেস্তে ঘর খালি আছে তোমাদের লাগিয়া। বেহেস্তে গিয়া খুসি করো হুর সঙ্গে লিয়া * জতো পার খুসিকর বেহেস্তে চোলে জাও। রহোরঙ্গে হুরসঙ্গে মেওা সবে খাও * এতো শুনে বেহেস্তে জাবে ওম্মত আমার। হর শুক্র বারে পাবে মোলাকাত আল্লার * আবদল্লা পুছিল ছাহেব কহ হকি কত। বেহেস্তের জত গাছ কেমন ছুরত * রছুল কহেন ফাজেল সোন সমাচার। বেহেস্তের গাছের জড় জানিবে রূপার * ডালের পয়দা জানো তুমি নূরেতে আল্লার। হর এক গাছেতে ডালে সত্তর হাজার সত্তর হাজার ডাল কেতাবেতে লেখা। ছোট ডাল কতো তার নাহি লেখা জোখা * তাহার হর ডালের খবর কহি করিবে মঞ্জুর। সত্তর হাজার খোরমুজা সত্তর হাজার আঙ্গুর * সত্তর হাজার আঞ্জির গাছ কেতাবে কালাম। সত্তর হাজার মেওা জানিবেবাদাম * সত্তরহাজার

ফল গাছে জানিবে আনার। আর সত্তর হাজার মেওা ছেব নাম তার দোছরা রঙ্গ সত্তর হাজার মেওা গাছে আর। হর গাছের রঙ্গ বিরঙ্গ মেওা বেশুমার * বেহেস্তের মেওার কথা করিতে বয়ান। কেহু নাহি পারে আপে জানে ছোবহান * বেহেস্তে মেওা এয়ছা মিঠা কি কহিব ভাই। ফল থাকুক ছালের মজা দুনিয়াতে নাই * বেহেস্তির লোগ খেতে জখন চাহিবে। ছের নিচে হোয়েডাল আপনি আসিবে নিচেতে আসিবে ডাল মেওারসহিত। হাতেগায় মুখের কাছে দেলে হরষিত * কোন মেওা আপে এসে লাগিবে মুখেতে। হাজার মিনতি কোরে কহিবে মেওাতে * সোনরে বেহেস্তের লোগ বেহেস্তের মাঝার। তোমরা এসে খাবে মোরা আছি এন্তেজার * হাতে লেও মেওা খাও বাড়িবে কুওত। খুসি হবে হুরের মাথে করো ছোবরত * দুনিয়ার মেছেল মত হেথা না জানিবে। এই খেয়ে আরবার খাইতে চাহিবে *তেয়ছা মত নহে দেখো একবার সত্তর। সত্তরবচ্ছর খেতে না হইবে আর *একবারখাইয়া তাজাহও আপনাকে। হুর সঙ্গেরঙ্গে করপরমকৌতূকে*এতশুনে বেহেস্তি লোগ মেওালিবেহাতে। তখনি মেওাজুদা হবে আপনি খোসা হৈতে*বেহেস্তের হুরজত মেওার রূপ দেখিয়া। হয়রান হইয়া রবে সরোম পাইয়া * বুঝহো ফাজেল তুমি কোদরত আল্লার। বেহেস্তে মেওা খাবে পাবে লর্জ্জত হাজার*মেওা খেলে না কমিবে হবে সেথা ফের। খোসবোয় জানিবে তাতে যেমন মোস্কের * মুখের লব হৈতে মেওা নরম জানিবে। নবাত হৈতে সিরনি মিঠা বেহেস্ত খাইবে * মেয়া খায়ে সোকর করিবে সর্ব্বজোনে সোকর শুনে জেথায় ডাল জাইবে সেখানে * আবদুল্লা পুছিল সাহেব আরজ হুজুরে। বেহেস্তে আছে তুবাগাছ কেয়ছা নাম ধরে* পয়গম্বর কহিলো ফাজেল শুন দিয়া মোন। তাহার হকিকত জানো অপূর্ব্ব গঠন * ডাল তার লাগিয়াছে জান আরোসেতে। জড় তার পয়দা ছফেদ জওহরেতে * আসল তার পয়দা জান এয়াকুত লালেতে। ডালের পয়দা জান তারজমরদ হইতে*পাতা পয়দা চন্দনেতে সোন সমাচার। বড় ডাল আছে তাতে সত্তুর হাজার * সোমার নাহি জানি কতো আছে ছোট ডাল। তাহার ঠেকানা জানে কাদের কামাল * কুটরি কামরা হোজরা জতো আছে বেহেস্তের মাঝ। এই

রূপে আছে জান সর্ব্বঠাঁই গাছ*জখন হাওালেগে গাছের ডালপাতা লড়ে। পাতা ডাল হেলিয়া জখন আর ডালে পড়ে * তখন এক আওাজ নেকলে শুনিতে মধুর। চঙ্গের আওাজ এয়ছা শুনিতে সে শুর*তামাম দুনিয়ার গায়েন জমা হৈলে সর্ব্বজন। তবু কারো গলার আওাজ না হবে তেমন * আবদুল্লা পুছিল নবি সোন সমাচার। বেহস্তের মদ্ধে রবে লোক কেমন প্রকার * বেহেস্তের বিচে লোক রবে নিদ্রা তাহাদের। হবে কি না হবে জওাব দেহো ছওালের * রছুল কহেন ফাজেল সোন মোর কালাম। ঘুম দেখে ছিল লোকের দুনিয়ায় আরাম * বেহেস্তেতে নিদ্রা নাই সোন সমাচার। ছরদি গরমি নাহি সেথা আন্দেসা বিমার * দুনিয়ার গোস্বা গুমান আর আদাওত। নামাজ রোজা নাহি তথা আর এবাদত * কোন রূপে দুক্ষ কেলেস ভেস্ত খানায় নাই। খুসি আর আরামে বেহেস্তে রহিবে সবাই * আবদুল্লা পুছিলো ছাহেব কহ বিবরন। বেহেস্তের লোকের এসব বুদ্ধি হবে কেমন * রছুল কহেন আবদুল্লা সোনহে সন্ধান। বেহেস্তেতে লোক জত্তো হইবে জওান * কদাচিত জানিবে তুমি বুড়া নাহি হবে। বুদ্ধিমন্ত হবে সবে অজ্ঞান নাই রবে* মোটা তাজা হবে সোন সমাচার। বেহেস্তেরমদ্ধে মওত না হবে কাহার*হামেসা থাকিবে জেন্দা সোনহে বয়ান। উচাতে হইবে হজরত আদমের সোমান * নেকখোএ জানিবে মুছা পয়গম্বরের জত্তো। আওাজ হইবে জেনো দাউদের মত * সেই দাউদ পয়গম্বরের ছুরত জেমন। তেয়ছা আর নাহি কেহ এতিন ভুবন* হজরত ইছার এয়ছা হয়েছেন ওমর। আঠারো বচ্ছোরে গেলেন আছমান উপর * ছুরত হইবে ঠিক জানিবে আমার। কোরানেতে আছে বাত করিও এতবার * আবদুল্লা পুছিল নবি আমাকে কহিবে। বেহেস্তে বেহেস্তি বান্দা কি পোসাগ পিন্দিবে * রছুল কহেন আবদুল্লা শুন দিয়া মোন। হারির নামেতে কাপড় পিন্দিবে সব্বজন * একজোন সত্তুর পরত কাপড় পিন্দিবে। তবু না ঢাকিবে বদন দেখা জে জাইবে*তামাম জাহানের জান হৈয়া একস্তরে। সে কাপড়ের মুল্ল্য কেহ করিতে না পারে * মূল্ল্য করা থাকুক তার দেখে পেরেসান। হয়রান হইয়া রবে তামাম জাহান * খুসিতে হয়রান এয়ছা হইবে সকলে। কাপড়ের পানে

চেএ রবে আপনাকে ভুলে ❋ জেমন হুর পাবে তেয়ছা পোসাগ অলঙ্কার। পাইবে খুসিতে রবে বেহেস্ত মাঝার❋ খুসি বই রঞ্জ পেরেসানি নাই কারে। এতোশুনে ফাজেল ফের পুছিল হুজুরে ❋ তুমিত রছুলবটে খোদার পিয়ারা। কহবেহেস্তের গোলাম খাদেম হবেকারা রছুল কহেন ফাজেল পুছিলে আমারে। হুরসব খাদেম হবে বেহেস্ত ভিতরে ❋কতহুর বেহেস্তে আছে তাহার সোমার। আমি না কহিতে পারি জানে পরওার ❋ হুর হুরে নুরের বেজন লিএ হাতে। এয়াকুত লাল মানিক মতি পুরিয়া তাহাতে ❋ সেখানেতে জতসাজে অলঙ্কার পরিয়া। রঙ্গ বিরঙ্গ জেওর সব বদনেতে দিয়া❋ সবে খাড়া এইরূপে হয়ে এন্তেজার। কতোক্ষনে পৌছিবে এসে মনিব আমার ❋ নেক বান্দা জখন সব বেহেস্তে পৌছিবে। মনিব এলো বোলে সব নজর ধরিবে ❋ জেখানে সেখানে জাবে এয়ছাই নেহাল। হইয়া রহিবে সদাই রহিবে খোসাল❋ এমন আরাম খুসি না পাবে কাফেরে। জনমভোর দুক্ষু পাবে দোজখ ভিতরে ❋ আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহ বিবরন। ছদরতোল মন তাহা আছে সে আরো কেমন ❋ রছুল কহেন তুমি শুনহ খবর। ছদরকোল মনতাহা জানিবে পাথর ❋ আপে হজরত মুছা আপন আসা মেরেছিল। আল্লার হুকুমে তাতে বারোকুণ্ডা হৈল ❋ বারো গোরো এছরাইজ করিল খোদায়। সেই বারো চসমায় জান পানি তারা খায়❋ মরসেদের মুরিদে কহে মরসেদের পায়। শুরাহা ছাড়িয়া জেই চলে কুরাহায় ❋ সরিএত ছাড়িয়া জারা বেসারায় চলিবে। রঙ্গ রঙ্গ আজাব তারে দোজখেতে হবে ❋ জেইবান্দা নেক হবে বেহেস্তে জাইবে। কোরানের হুকুম সেই আরামে রহিবে❋বেহেস্তের আহওাল এইকরিনু বয়ান। কোরানেতে আছে জেয়ছা আল্লার ফরমান ❋

দোজখের বয়ান ❋

পয়ার ❋ আবদুল্লা পুছিল ছাহেব পয়গম্বর তুমি। দোজখের আহওাল কি রূপ কহ শুনি আমি ❋ বেইমান কাফেরের ছাজা হবে কি প্রকারে। কি হালেতে গোজরান করিবেক গোনাগারে ❋ রছুল কহেন ফাজেল সোন মেরা বাত। হেছাব করিয়া দেখো দোজখ আছে সাত ❋ লম্বা জান এক এক দোজখ হাজার

বচ্ছর। চৌড়া জান পচাস বচ্ছর কেতাবে খবর * লোহার চৌকাট কপাট সব দোজখের। তালা কুঞ্জি আর কেওাড় কেবল আগুনের * সব দোজখ হৈতে বড় দোজখ হাবিয়া। আগুনের দোজখ ভালো হিমালা চাহিয়া * সোন ফাজেল এবনে ছালাম খবর দিয়ে বলে। আগুনের দোজখ দ্বয়ার জদি কেহ নাহি খোলে* তাহার মদ্ধে ছোট হুজরা আছে আর। কেহ জদি খোলে তাহার এক দ্বয়ার * সকল হুজরার আগুন আছে পাথোরেতে। কেহ জদি গোনাগার থাকেন পুরুসেতে * পচ্ছিম আগুন থাকে পুর্ব্বে গোনাগার। তবু সে আগুন বিচে মগজ জলে তার * নবির এয়ার শুনে বৈসে করে হায়। খোদা করে কেহ না পড়ে এমন তচদ্দিয়ায় * পয়গম্বর হুজুরে সবে এতেক বলিয়া। সোর করে সকলেতে উঠিল কান্দিয়া * কান্দিতে২ ফেরে বেহুস হইল। থোড়া ঘড়ি বাদে ফের চেতন পাইল * চেতন পাইয়া কহে নবিজির হুজুরে। দোজখের ছোট আগুন এত তেজ ধরে * জে আগুন নরম তার সমাচার এত। এহার সক্ত আগুনের আজাবহবে কত * রছুল কহেন ফাজেল নাহি তার কেনার। দোজখেতে আজাব হবে কতেক প্রকার * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহ একে২। কোন গোনায় কোনজন জাইবে দোজখে * পয়গম্বর কহে এই দুনিয়ার মাজ। বেগর ওজরে জারা নাপড়ে নামাজ *ভুত আর আগুন পুজা করে জেইজন। পরনারি জে সকলে করেত হরন * শুদ আর সারাব জারা দুনিয়াতে খায়। পুরুষে২ জোফত লাগে দুনিয়ায় * এইরুপে গোনাকাম করে জতজোনে। বড় আজাব হবে এদের সক্ত আগুনে আবদুল্লা পুছিল ছাহেব আরজ জনাবে। বল শুনি কত গোরো সক্ত দুক্ষু পাবে * আরবলো কাহাদের কবর হবে তঙ্গ। আজাব করিবে খোদা রঙ্গ আর বরঙ্গ* রছুল কহেন জান দোজখ মাঝারে। বড়তঙ্গ ঠাই জান পাইবে কাফেরে * বোত পুজা করে জারা দুনিয়ার পরে। হামেসা রহিবে তারা দোজখ ভিতরে * এই দুই গোরো এরা তঙ্গ জায়গা পাবে। আজাব হইতে আর খালাছ না হবে* হামেসা আব-ছোছ গমেরবে এরাসারে। বান্ধারবে আজাবেতে আগুনের জেঞ্জিরে আগুনের জেঞ্জিরে তারা কয়েদ হইবে। আগুনের কুণ্ডেতে সবে হামেসা জলিবে * আবদুল্লা পুছিল সাহেব আরজ আমারো। কহো

দোজখ হাবিয়াতে আছে কোন গোরো * রছুল কহেন ফাজেল সোনো একে একে। হাবিয়া দোজখে জানো জাইবে অনেকে * দোজখের বিচে জায়গা আছে সোনোহ খবর। উভেতে হইবে পথ হাজার বচ্ছর * কতো সাপ বিচ্ছু আছে নাহি তার কেনার। তাহার কেনারা হদ জানে পরওার * তাহার অতিছোট সাপ জে আছে জে খানে। তাহারে হুকুম জদি করে নিরাঞ্জনে * ভবে জানো খোদার আলম আছমান জমি। গাড়ার মদ্ধে খেঁচে লেয় কহিলাম আমি * তাহার দাঁতের কথা সোন হকিকত। এক২ দাঁত জানো এক২ পর্ব্বত এয়ছা জহর বিস তারে দিয়াছে খোদায়। জদি একজারা তেয়ছা পড়ে দুনিয়ায় * দুনিয়া আলম জতো আছেতো আল্লার। একজারা বিসে সব হয় ছারখার *আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহোতো আমারে এই আজাব আল্লাতালা করিবেন কারে* রছুল কহেন ফাজেল শুন কই তোমারে। নামাজ পড়িতে আল্লা হুকুম করে জারে *পাঁচঅক্ত নামাজ পড় কেতাবের বাত। আওরত মরদ কারো নাহিকো রেয়াত নামাজ না পড়ে ছাড়ে একঅক্ত কছদান। তারপরে কোনকালে নাবে আছমান *দোজখের বিচে তারে লইয়ে সেতাব। মালেকেরে শুপে দিবে করিতে আজাব * জখন লইয়া জাবে মালেকের হুজুরে মালেক দেখিয়া গোস্বা হবে তারি পরে * জেঞ্জিরে বান্ধিএ লোহার হাসলি দিবে গলে। গলি২ ফেরাইবে বে নামাজি বোলে* পর নারী হরন করিবে জেই লোকে। দোজখের মালেক জখন দেখিবে তাহাকে * আগুনের মূদ্গার তার মাথায় মারিবে। দোজখের বিচে তারে লইয়া ফেলিবে * জেমন বকরির পাল তাড়ায়ে লিয়ে জায়। এয়ছাই তাড়াবে তারে জাগা বর জাগায় * ছয় দোজখ ফেরাইয়ে সেসে দোজখ হাবিয়া। সেথা লিয়া বন্দ করে সক্ত আজাব দিয়া* সেখানে হইতে গোয়রান পাহাড়েতে লিয়ে। পাহাড়ের কপাট কুঞ্জি ফেরেস্তা খুলিয়ে * বড় উচা পাহাড়ের উপরে তুলিয়া। সেথা হইতে ধাক্কা-মেরে দিবে জে ফেলিয়া * আরবার পাহাড়ে তুলে ফেলিবে তাহায় দুক্ষু পেয়ে কেন্দে সবে করিবে হায়২ * কান্দিয়া আবছোছে কহিবে আপনারা। এতদুক্ষু হবে সেসে নাহি জানি মোরা * গরদান টেড়া তখন জদি না করিতুন ভাই। তবে কেনে দোজখেতে এতো দুক্ষু

পাই *জিতাকলে ওক্তার বেক্তায় করিনু দুনিয়ায়। কেন না হইল মতি খোদার রাহায় * সেরেক বেদাত রোজা নামাজের বাতে। এক্কার করেছি ইমান নারেখেছি তাতে * দুনিয়ার মহর্ব্বতে রাত্র দিন রহিনু ওক্তার চলিয়া গেলো তবু না করিনু * না করিনু তৌবা মোরা মুরিদ হইয়া। সয়তানের বাজিতে সবে রহিনু পড়িয়া * জদি জানিত্তন সয়তান দুস্মন আমাদের। এক ঘড়ি না ছাড়িত্তন আল্লার জেকের* ওম্মদ আর ভয় খোদা কোরে দুনিয়াতে। ইমান না এনেছি মোরা এই দুই বাতে * না ওম্মেদ রেখিছি মোরা কখন বেহেস্তের। নাডর রেখেছি আজাব বোলে দোজখের * একারণ করিল খোদা দোজ-খেতে বন্দ। এখন ভেবে দেখি সেই দুনিয়া মিছে ধন্দ * গোনাগারে কেন্দে সবে কহিবে আপনি। অকারন গেলো মোদের ব্রথা ই জওয়ানি * নিভরসা হৈনু মোরা বেহেস্তো হইতে। হামেসা রহিব বুঝি এই দোজখেতে * আজাবে জওয়ানি গেলো জেন্দেগি ব্রথায়। এখন আর কি করিবে গরদান টৈড়ায় * এখন আফছোচ্ আসে ফাজেলের কথায়। বহুত নছিহত কোরেছিল দুনিয়ায় * সে সব নছিহত শুনে কেহ না মানিনু। খোদার গজবে এখন দোজখে পড়িনু * আগুনের তওক জেঞ্জির তাহাতে বান্দিয়া। দোজখের বিচে এক কুণ্ডাতে ডালিয়া * কত সাপ বিচ্ছু আছে গোনাগারের তরে। নেসন মারিবে তারা বদনের পরে * সাঁপ চেলার বিসে তারা হবে ছারখার। ফের জেমন ছিল হবে হুকুমে আল্লার * লহু পুঁজ জারি হবে সোন সর্ব্বজনা। মুখে থেকে বাহির হইবে কতো ফেনা * পানির পিয়াছে জিব বাহির হয়ে রবে। দোজখের ফেরে স্তারা লহু পুঁজ পেলাইবে * আবদুল্লা পুছিল ফের আরজ জোনা বেত্তে। বদ নর নারিদের কিছাজা দোজখেত্তে * পরনারি পর পুরুষে হারামি খাতেরে। কি আজাব হইবে তাদের দিন পয়গম্বরে রছুল কহেন আবদুল্লা বাত সোন তুমি। পরনারির সাতে জারা করিবে হারামি * তাহাকে শুপিবে খোদা মালেকের হাত্তে। ফেরে স্তা লটকাবে তারে এক পসমেতে * দুই হাত পিটে এনে বান্দিবে তাহারে। সেই বান্ধনের রসি আগুনের জিঞ্জিরে * হাতে দিবে

 হাজার মছলা

হাত কোড়িপায়ে দিবে বেড়ি। তখন কোথা রবে দুনিয়ার হুড়াহুড়ি * কাহারে লট্‌কাবে জান জিবেতে বান্দিয়া। সাপ চেলা দিবে কতো গায় লাগাইয়া * কাহারে লট্‌কাবে জানো সোন সমাচার। পিঠের তরফে জিব আনিয়া তাহার * আগুনের মুদ্গার তারে ফেরেস্তা মারিবে। আগুনে মরিবে পড়ে চিহ্ন না থাকিবে * অচিহ্ন হইয়া জাবে সোন সমাচার। আরবার সাবেক হবে হুকুমে আল্লার * কাহার হইবে পেট পাহাড় সোমান। এই মতো হকিকত কেতাবে বয়ান * বোলতার চাক হবে সে পেটের মাঝার। এই রূপে ছাজাহবে হুকুম আল্লার * তুক্ষ পেয়ে সকলে কান্দিয়া জার জার। কহিবেন আল্লা তেরা সব এক্তেয়ার * তোমাছেওা আল্লাতালা আর কেহু নাই। তখন কারো ফরিয়াদ না শুনিবে সাঁই * কাহারে লট্‌কাবে জানো বান্দিয়া কোমরে। মাথা রহিবে গিয়ে জমিনেয় পরে * সাঁপ আর চেলা এনে দিবে হামেহাল। তাহার সরিরে তারা মারিবেক আল * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহো সমাচার। কি কারণে ছাজাহবে নারি জানানার * রছুল কহেন ফাজেল জানহে দেলেতে। জে নারি লট্‌কান জাহব চুল পসমেতে * স্বামির বেগর হুকুম বাহিরেতে জায়। সেই আওরত মোরে গেলো বেগর তোবায় * কেহু লট্‌কা জাবে জানো স্তনে দড়ি দিয়া। পেট ফুলে রবে তার পাহাড় হইয়া * আব দুল্লা পুছিল নবি কহো সমাচার। কি কাম করিল এরা দুনিয়া মাঝার পয়গম্বর কহে এরা দুনিয়ার বিচে। হারামি কোরেছে তাতে লাড়কা হইয়াছে * হারামজাদা বেটা কোলে রহিবে জাহার। বিনে তওবা মোরে গেলে এই ছাজাতার * ফাজেল পুছিল ছাহেব আরজ জনা বেতে। কোন নারি লট্‌কা জাবে আপন জিহ্বাতে * পয়গম্বর কহেন সোন হকিকত বলি। জেই নারি স্বামিকে দিয়াছিল গালি * আব দুল্লা কহিল নবি জওাব দেহো আপে। কোন নারির জিহ্বা জাবে পিঠের তরফে * রছুল কহেন ফাজেল সোন তার বেনা। জেই নারি স্বামিকে করে জাদুটোনা * মূরিদ না হইল তওবা না করে নিদান। আখেরে মরিয়া গেলো হইয়ে বেইমান * আগুনের ছুরিতে কারো জিহ্বাকে কাটিয়া। সেই জিহ্বা ফের তারে দিবে খেলাইয়া * আব দুল্লা পুছিল নবি কহ সমাচার। কি গোনা কোরেছে এরা দুনিয়া

মাঝার * রছুল কহেন ফাজেল জানিবে নেহাত। দুনিয়ায় কহিয়াছে জারা ঝুটবাত * এই রূপে আজাব তারে হবে রাত্র দিন। ঝুট নহে এই বাত করিবে একিন * জেই লোক গেল্লা চরচা করে অসাক্ষেতে তাহার আজাব জান হবে আকবতে * আর আজাব হবে ফাজেল সোন মোন দিয়া। তাঁবার তওক জেঞ্জির কারো কানেতে বান্দিয়া * খুব জোরে দিয়া তারে কসিয়া টানিবে। দরোদ পাইয়া সবেকান্দিয়া উঠিবে * ফেরেস্তা আগুনের গোর্জ্জ মারিবে মাথায়। না রহিবে ছার খার হইবে সে ঘায় * আরবার তৈয়ার হবে হুকুমে আল্লার। এই মতে আজাব হইবে কতোবার * ফাজেল কহিল সোন দিন পয়গম্বর এ আজাব করিবে আল্লা কাহার উপর * রছুল কহেন ফাজেল সোন বিবরণ। গীত গান দুনিয়ায় শুনিবে জেই জোন * মিছে কথা সদাই কয়ে ইমান নষ্ট করে। ইমান বিহনে জাবে দোজখ মাঝারে * ঝুট কথায় ইমান আনে করে হায় হায়। ওতবা না করিল তারা থাকিয়া দুনিয়ায় * কাহারো করিবে আজাব ফেরেস্তা পেটেতে। নাড়ি ভূড়ি বাহির তার পেট হৈতে * এই রূপে মরিবে আজাবে আরবার। যে মন ছিল তেমন হবে হুকুমে আল্লার * ফাজেল পুছিল ছাহের কহো তার বেনা। দুনিয়াতে এরা সব করিল কিবা গোনা * রছুল কহেন ফাজেল সোনহ জওাব। দুনিয়াতে এরা সবে খাইল সারাব * ওমর ভরেতে এরা তওবা না করিল। নাসারিল ঐ হালে আখেরে মরিল কারো আজাব ফেরেস্তা করে ঐ মতে। জিহ্বা করিবে বাহির তরফ পিটেতে * মাথা রবে নিচে পাও উপরে লটকাবে। আগুণের মূদ্গার মেরে আজাব করিবে * ফাজেল পুছিল নবি কহো সমাচার। কি গোনা করেছে এরা দুনিয়া মাঝার * রছুল কহেন তার সোনহে বয়ান। কেহু কারে সরম দেছে করিয়া তুফান * কারো পেট হবে জেন পাহাড় প্রমাণ। হাত পাঁও সরু হবে নলের সোমান * সাঁপ আর চেলায় পেটে মারিবেক আল। এতো শুনে ফাজেল ফের পুছিল ছওাল * মানুসের মদ্ধে এরা কোন গোনাগার। রছুল কহেন জারা শুদ খাইলো টাকার * গরিব লোকের কড়ি নাহক কোরে খায় দুনিয়া ছাড়িয়া গেলো বেগর তওবায় * আজাব করিবে কারো মূদ্গারের আগুনে। পাহাড় সোমান মূদ্গার বান্দিয়া জে কানে * মুদ্গা

রের ভারিতে মাথা জমিনে পড়িবে। ফেরেস্তা আগুনের গোর্জ্জ মাথায় মারিবে * ফাজেল শুনিয়া বলে নবি বরাবরে। এই কোন গোনাগার মানুস ভিতরে * রছুল কহেন ফাজেল শুন বিররণ। দুনিয়াতে নামাজ না পড়েছে জেই জন * আজাব শুনিয়া জে জন জমাতে নাহি জাবে। তাহার আজাব জানো এই মতে হবে * কার আজাব ফেরেস্তা করিবে এই মতে। কাটিবে বদনের গোস্ত আগুনের ছুরিতে * গোস্ত কাটিয়া ফের খেলাবে কাহায়। আগুন জালাইয়া দিবে সেই কাটা ঘায় * এইমতে আজাবে পোড়ে হবে ছারখার। ফের জেমন ছিলো হবে হুকুমে আল্লার * ফাজেল পুছিল বাত নবি জির হুজুরে। কি গোনা মরেছে এরা দুনিয়া উপরে * রছুল কহেন ফাজেল কহি জে তোমায়। মা বাপের দুক্ষ জারা দেছে দুনিয়ায় * কাহার করিবে আজাব ফেরেস্তার গোনে। জিহ্বা রাখিবে তার গাড়িয়া জমিনে * মুখ হৈতে কফফেনা হইবে বাহির। দুক্ষে কান্দিয়া সবে হইবে অস্থির * ফেরেস্তার হুজুরে কেন্দে কহিবে তখন। পানি বিনে প্রাণ জায় কি করি এখন * পানি বিনে সকলেতে হয়রান হইবে। ফেরেস্তা জহিমের পানি এনে পেলাইবে * জহিম নামে এক দরিয়া রেখেছে বারি তালা। তাহার কেনারে কতো আগুনের পেয়ালা * দুরন্ত পেয়াছে সবে সেই পানি খাবে। গোস্ত পোস্ত কলেজা সব গলিয়া পড়িবে * ফাজেল শুনিয়া পোছে নবিজির সাক্ষাতে। কি গোনা করেছে এরা মানসের বিচেতে * পয়গম্বর বলেন এরা দুনিয়ার পরে। এতিমের মালকেড়ে খেএছিল সারে * কোন জনের আজাব এয়ছা ফেরেস্তা করিবে। আগুনের গড় ভেঙ্গে মাথায় তার দিবে * আগুনে জলিয়া সরির হবে ছারখার। একবারে চিন্ন কিছু না থাকিবে তার * ফাজেল শুনিয়া বাত পোছে পয়গম্বরে এরা কোন গোনাগার মানুস ভিতরে * রছুল কহেন ফাজেল এলোক সকল। নাপাক হোএ করে নাই ওজু আর গোছল * ফেরেস্তারা এয়ছা আজাব করিবে তাহার। গরদানে মারিবে তার আগুনের তলওার * ফেরেস্তারা এয়ছা জোরে তলওার মারিবে। সরির থাকিয়া ছের আলাদা হইবে * খাইয়া তলওারের কোপ হবে ছারখার। আরবার সাবেক হবে হুকুমে আল্লার * কাহারে করিবে আজাব এয়

ছাই দোজখে। আগুনে গালিয়া টাকা ঢালিবে হলোকে * হাত পায় কপালে দাগ দিবে সে টাকার। ভুক্ষু পেয়ে কেন্দে কবে হয়ে জার জার * ফরিয়াদ করিবে সবে জতো ফেরেস্তায়। ফরিয়াদ না শুনিবে কেহু আজাবের সোমায় * এতেক শুনিয়া ফাজেল পয় গম্বরে পোছে। একোন গোনাগার বলে ডুনিয়ার বিচে * রছুল কহেন ডুনিয়ায় জারা মালদার ছিলো। খোদার রাহাতে জাকাত খয়রাত নাই দিলো * মাল থাকিতে জাকাত নাহি দিল জারা। এই রূপে দোজখেতে আজাব পাবে তারা * কাহাকে করিবে আ-জাব শুন মোন দিয়া। হুজুরে আনিবে তারে লাঙ্গটা করিয়া * মাটির তরফ পুরুষ অঙ্গ লটকাইবে জানি। পুরুষ অঙ্গে হৈতে বাহির হবে আবমনি * ফেরেস্তারা তরো তরো করিবে আজাব। ডুনিয়ায় জেমন কাম করেছে খারাব * আবডুল্লা পুছিলো ছাহেব কহো সমাচার। এই আজাব আল্লাতালা করিবে কাহার * রছুল কহেন পরনারি জেই জন হরে। এই রূপে দোজখেতে আজাব হবে তারে * এয়ছা আজাব করিবেক আজাবের দায়। পরানে মারিবে ফিরে বাঁচাবে তাহায় * একবার মারিবে আর দিবেক হায়াত। এই রূপে আজাব হবে না পাবে রেয়াত * এতেক শুনিয়া ফাজেল হায় হায় করে। সয়তানের গোলাম জারা পরনারি হরে * আবডুল্লা পুছিল বাত পয়গম্বরের কাছে। দোজখে জঙ্গম গাছ কহ কেন আছে * রছুল কহেন ফাজেল শুনো সমাচার। কালো এক পাহাড় আছে দোজখ মাঝার * সেই পাহাড়ের পরে সেই গাছ আছে। জঙ্গম বলিয়া নাম কোরানে লেখেছে * সেই পাহাড় লম্বা সত্তুর হাজার বৎসর। নারী লোক এক গোরা তাহার উপর * পাহাড়ের উপর জান তাহাদের লিয়া। হর নারি হর ডালে দিবে লট্‌কাইয়া * তার পরে ফেরেস্তারা আগুনের মুদ্গার। গোস্বায় মারিবে তুলে মাথায় তাহার * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব এই সমাচার এই কোন লোগ এরা দুনিয়া মাঝার * রছুল কহেন জারা বিচে দুনি য়ায়। মানুস মরিলে পরে করে হায়২ * ছেরে হাত মারে আর হায় হায় বলে। কান্দিয়া কহেন আল্লা সর্ব্বনাস করিলে * কোন আওর তের আজাব সোন মনদিয়া। সরমের জায়গা তার উলঙ্গ করিয়া *

পাও উপর মাথা ভাররহিবেনিচেতে। বদবোয় বাহির হবে অস্থান হইতে * ফেরেস্তা করিবে আজাব সক্তিতে তাহারে। আগুনের মুগ্দর মারিবেতার ছেরে * ফাজেল শুনিয়া পোছে পয়গম্বরেরকাছে কোন গোনাগার এই আওরতেব বিচে *রছুল কহেন ফাজেল সোন দিয়া মোন। পরপূরুস জেই নারি করিল আপন * তওবা না করিল জদি ওই হালে মরে। দোজখেতে এয়ছাই আজাব হবে তারে * কোন আওরতের আজাব হবে এপ্রকার। মোনদিয়া সোন সে অপুর্ব্ব সমাচার * আদা ছেলে পেটে রবে আদা বাহির হবে। পেটের জত নাড়ি ভুড়ি বাহিরে পড়িবে * এইমতো দুক্ষু জান পাবে সেই নারি কান্দিয়া কহিবে বাত ফেরেস্তার হুজুরি * ফেরেস্তারা না শুনিবে আজাব করিবে। আগুনের মূদ্গার ছেরে ফেরেস্তা মারিবে * আবদুল্লা পূছিল তখন নবিজীর সাক্ষাতে। এতো ছাজা হবে নারির কিসের জন্নেতে *রছুল কহেন বাত বড়ো তার্জ্জবের। জে নারি হামেল রাখে পর পুরুসের * তওবা না করিল সেই দুনিয়ায় থাকিয়া। আখেরে মরিয়া গেলো পির না ধরিয়া * মোনাফেকের বাত কহি শুন সমাচার। সোমার নাহি হয় আজাব করিবে পরওার * কোরানেতে আল্লা তালা কয়েছেন আপনি। মোনাফেকের দেলেনাই মূলে মছল মানি * মোসাফেক কাফেরের জানিবে একরায়। কাফের হৈতে মোনাফেক বাড়ে খুসিদায় * তাহার বয়ান কহি শুন সর্ব্বজোন। দুনিয়াতে কাফেরের কুফরিতে মন * এক বাহে থাকে তারা দুসিয়ায় জে জাহার। নামানে আল্লার হুকুম করে একাকার * নামানে কেতাব কোরান আলেমফাজেলে। এইকথা কহে ত'রা মোছলমান দেখিলে বলে এরা সব ছেড়ে হএছে এক রকম। নামাজ পড়ে মানেনাকো বাপ দাদার রছম * মোছলমান আল্লারে নামানে কাফেরে। করিয়া সয়তানি কাম ভাল বুঝে ভরে * জেদকরে দুনিয়াতে বেহেস্তে বেচিয়া। বড় জায়গা কিনেছিল দোজখ ভাবিয়া *একেবারে ওমরা হোএ বসেছে কাফেরে। নামানে আল্লার হুকুম আর ফাজেলেরে *আলেম ফাজেল কেতাব কোরানমিথ্যা বলেজানে। কাফেরেতে একেবারে কিছু নাহি মানে * মোনাফেক কাফের হৈতে বড় দুরাচার। এদের হৈতে দুষ্টনাহি দুনিয়াতে আর * অসাক্ষেতে মন্দবলে এমন এদের

দাড়া। সাক্ষেতে গোলামের মতো দস্ত রাখে জোড়া * ছামনে মূর সিদ কেবলা কাবা বলে সারে। দস্মন এছা জানে অ সাক্ষাতে গেলে পরে * এছা নরমাসারি কালাম করেন সাক্ষাতে। মোনে বুঝি এরা ভাল আমাদের হৈতে * দোস্তের সমান আমি খাতের করি তার। তম্বলাগে নিল কিবল হুকুমে আল্লার * গোলামমত দস্ত খাড়া হাজের নাজের। অসাক্ষাতে গেলে আবার জেন হয় সের * পিছে গেলে সেকওা করে ছামনেতে নয়। দেখা হৈলে ফের তার গোলাম মতো হয় * এরা সব আখেরে হবে কাফেরের ওধিন । সরিএতের পরে ঠাট্টা করে রাত্র দিন * সাত্ত তবক দোজখ খোদা করিল কোদরতে মোনাফেক কাফের রবে সকলের নিচেতে * লোহু পুঁজ উপর হৈতে ডালিবে মাথায়। রঙ্গ বরঙ্গ আজাব করিবে ফেরেস্তায় * আজাব না সহিতে পেরে উঠিবে কান্দিয়া। হায়২ করিবে সবে দাএতে পড়িয়া। কেরামত নাহি হবে মনেতে জানিনু। এখন দোজখেএসে আজাবে পড়িনু * ফেরেস্তারা তর২ আজাব করিবে । দোজখের লোহু পুজ মুখেতে ঢালিবে * কহিবে ফেরেস্তার কাছে হৈয়া পেরেসানি। পেয়াছেতে ছাতি ফাটে খেতে দেহো পানি * মোনাফেকের কাত্তোর দেখিয়ে মক্কারন। আছমানে আগুনের মেঘ করিবে তখন * আগুনের মেঘ জেন কড়কে বিজুলি। দেখে শুনে খোস হয়ে মনাফেক সকলি * বিজুলির আওাজ শুনে মনেতে জানিল । পানি খাবো মেহেরবান খোদায় হইল * উপরে নজর করি সকলে ডাকিবে। আল্লার হুকুমে তখন আগুন বরসিবে * এমন বরসিবে আগুন আছ মান হইতে। মনাফেক কাফের ডুবিয়া জাবে তাতে * ডুবিয়া মরিবে সবে আগুনের দরিয়ায়। আর লোগের ভয় হবে দেখে তা সবায় * আবদুল্লা পুছিল নবি ফহ সমাচার। এই কোন গোরা এছা আজাব হবে তার * রছুল কহেন মনাফেকএরা জতো। জাহেরেতে ছিল সব মোছলমানের মত * জাহেরেতে দাবি করে মহাম্মদি দিন অন্তরে না চিন কিছু মোছলমানের চিন * খোদার হুকুম শুনে গর দান করে টেড়া। কাফের হইতে কিছু দরজা রাখে বড়া * কোরান কেতাব মতো কর্ম্ম নাহি করে । মোছলমানি কামে দেলে সোবা আণে সারে * জাহেরাতে নেক মোলছমান দেখা জায় । কাফের

হইতে কিছু বাড়ে পুসিদায় * মুখে নেক দেলে বদ জান তাসবার। মনাফেক কাফের সেই শুন সমাচার * আবদুল্লা পুছিল নবি কহো পয়গম্বরে। আর লোগের আজাব হবে কেমন প্রকারে * রছুল কহেন আবদুল্লা শুন মেরা বাত। আর লোগে ফরিয়াদ করিবে তুলে হাত ফরিয়াদ করিয়া সবে কহিবে আখের। হায়া সরম এখন আল্লা হৈল আমাদের * আপনার দোসে মোরা হইনু খারাব। কিছু না জানিনু মোদের হবে এ আজাব * এমন আজাব সক্ত পাবে সর্ব্ব জনে। কেহু কার দুখের কথা না শুনিবে কানে * সকলেতে আজাবেতে রহিবে হয়রান। কোথা মাতা পিতা ভাই কে করে সন্ধান * আর বড় আপছোছ হয় দেলের ভিতরে। জক্কম খাইতে হুকুম দিবেন পর ওারে * পেয়াছেতে পিতে দিবে জহিম দরিয়ার পানি। জেমোন গোনা তেমন ছাজা করেন আপনি * মানিলে সয়তানের কথা দুনি য়ার লোবে। দুনিয়ায় জানিলে আরাম আজাব নাহিহবে * আজাব নাহবে বল না করেছ এয়াদ। এখন কান্দ দোজখেতে সে কেমোন ফরিয়াদ * দোজখেতে সোয় করে ফেরেস্তারে কয়। শুনিনু সয়তা নের কথা সে এখন কোথায় * আল্লার হুকুম রাখে জেহও মোমিন আখেরে নিস্তার পাবে কেয়ামতের দিন * জে বান্দা আল্লার হুকুম রেখেছে এক্কিনেতে। বেহেস্তে জাগা পাবে আফতনা হবে কেয়ামতে কেয়ামতের ভয় জারা মোনে নারাখিবে। দোজখে আজাব হবে খোলছা নাপাবে * সয়তানের কামজারা দুনিয়ায় করে। সয়তানের সাতে জাবে দোজখ ভিতরে * আল্লা সে করিল সেহ সকলের সার কেয়ামতে ডরাইলে পাইবে নিস্তার * সয়তানের তাবেদার জেসব কমিন। দোজখের আজাব পাইবে রাত্র দিন ॥ আজাবের কেনারা নাই দোজখের বিচে। সহিতে নাপারেসবে ফেরেস্তার কাছে*ফেরে স্তারা কহে শুন গোনাগার তামাম। দুনিয়াতেশুনেছিলে সয়তানের নাম * আজাব নাহি হবে বলে কয়েছিলে দুনিয়াতে। দোস্ত রুপে কহে কথা দুসমনি মনেতে * তোমাদের মন্দ করেছিল দুনিয়ায়। এখাতেরে আখা তারে দোজখে পাঠায় * তোমাদের আজাব হই তে বেসি হবে তার। এত শুনি কহি তবে জত গোনাগার*আমাদের দুসমন সয়তান দুরাচার। কি হালে দোজখে আছে দেখাও একবার

ফেরেস্তারা দোজখের কপাট খুলিল। সয়তান সব দোজখে আছে দেখিতে পাইল * দেখিল সকলে তখন করিয়া নজর। প্রলয় আজাবে কত্রদ দোজখ ভিতর * সোরে করে ডেকে সবে কহিবে সয়তানে তুই পাপি খারাব করিলি সর্ব্বজনে * তুই বদবক্ত বদরাহা দেখাইলি প্রলয় আজাবে মোদের এখানে আনিলি * আবদুল্লা পুছিল বাত কহতো খবর। এই কথা সয়তানেতে কি দিবে উত্তর * পয়গম্বর কহেন ফাজেল শুনহ বয়ান। এই কথা শুনে জাহা কহিবে সয়তান * গোস্বা হবে সয়তান এতেক শুনিয়ে। আগুনের বিম্বুর সিড়ি শুমূখে আসিয়ে * লম্বা জান সেই সিড়ি সত্তবচ্ছর হবে। তার পরে চোড়ে সয়তান সোর করে কবে * সোনরে দোজখের লোগ সোন সমাচার। আপনি মজিলে কর বদনাম আমার * তোমাদের কারণে আল্লা দুনিয়া মাঝার। কোরান কেতাব পাঠায় হতে হুসিয়ার * দুনিয়াতে পাঠাইল কত পরগম্বর। ভেস্ত দোজখ আছে তার কহিল খবর * আমি জে সয়তান নষ্ট মন্দ আছিনু। কার মন্দ করি আমি আপনি মজিনু * আমার নষ্টের কথা জত সমাচার। পোসিদায় নাহি ছিল জানে সব জাহের * আলেম ফাজেল জত পয়গম্বরের পিছে। ভাল মন্দ নেকবদ জাহের কোরেছে * আলেম ফাজেল আর মরদ আওরত। সকলেতে তোমাদের করেছে নছিহত *সকলে বলেছে সয়তানের রাহাপরে। জে চলিবে সেই জাবে দোজখ ভিতরে * কোরান কেতাব মতো আলোমের বাতে। জে জোন চলিবে বেহেস্তে জাবে আখেরেতে * দুনিয়াতে জেই জোন গোনাগার হবে। দোজখে জাইবে তারা আজাব পাইবে * গোনাগার হৈলে তারা না পাবে রেয়াত। হামেসা আজাবের সাতে হবে মোলাকাত নেককাম করিবে জারা দুনিয়া মাঝার। বেহেস্তে জাবে মোলাকাত পাইবে আল্লার * নবির ফরমান শুনে রদ্দ করেছিলে। আমার মক্ক বিচে কেনো সব পড়িলে * ওস্তাদ পির নছিহত কোরেছে সবায়। তখন না শুনেছো এখন করো হায় হায় * আমি না করেছি জোর তোমা সভা পরে। তোমরা বেকুফ কেনো হোয়েছিলে সারে * জখন আছিলে তোমরা দুনিয়া উপর। বলো দেখি কার আমি করে

ছিনু জোর * কতো লোগ নছিহত কোরেছে দুনিয়াতে। সেরেক বেদাত ছেড়ে বন্দেগি করিতে * মকাবেলা দুনিয়াতে তোমাদের খাতের। নছিহত করে ছিল হাজের নাজের * হাজের নাজের মকাবেলা বোলেছে সবাই। তকর্ব্বরি কোরে কথা কেহু সোন নাই * সোন নাই মকাবেলা এতো লোগের বাত। মেরা তাবেদারি করো নাহি মোলাকাত * নেকছেড়ে বদ করিতে বোলে ছিনু কবে। আজি কেন দোস দেহ পড়িয়া আজাবে * এই মতে ফজি হত্ত সয়তান করিবে। হায় হায় করিবে সবে কান্দিতে লাগিবে * এখন মোরে মন্দ বলো তখন সকলে। আখেরে আজাব হবে মোনে না করিলে * রহো তখন আজাব পাও থাকো দোজখেতে। আমি রহিলাম দেখো তোমাদের সাতে * কতো আজাব হবে মোর তোমাদের সামিলে। এই কথা বোলে সয়তান সিড়ি হৈতে ওলে * ফেরেস্তারা ডাকিয়ে কহে দোজখ ভিতরে। সোনরে দোজখের লোগ সোনরে সোনরে * আল্লার হুকুম এই সোনরে খবর। ভরো তরো আজাব হবে তোমাদের উপর * মরসেদের মুরিদে কহে মরসেদের পায়। প্রাণ কাপে ডরে আখেরে কি উপায় * জে হও মোমিন তারা হও হুসিয়ার। ইমানের উপরে আছে তলওয়ারের ধার *

* কেয়ামতের বয়ান *

পয়ার। দুনিয়াতে সকলেতে হও হুসিয়ার। ইমানের উপরে আছে তলওয়ারের ধার * জদি কেহু লড়ো চড়ো হও সাবধান। তলওয়ারের ধারে কেটে জাইবে ইমান * ইমান আসল ধোনভাই গেলো কাটা। তবে আর মস্কেলেতে তরাইবে বেটা * নছিহত সকলের করিনু থোড়াই। শুনিলে কি হবে বুঝে করিও দানাই * পয়গম্বরের কাছে আবদুল্লা জেএ বসে। আরবার কেয়ামতের ছওয়াল জিজ্ঞাসে কহো দিন পয়গম্বর আমার খাতেরে। রোজ কেয়ামত হবে কেমন প্রকারে * রছুল কহেন ফাজেল সোন দিয়া মোন। চাঁদ শুরুজ কালোবরণ হইবে দুজোন * আছমানের তারা সব খোসিয়া পড়িবে পাহাড় পর্ব্বত জতো তুফানে উড়িবে * এক পাহাড় উড়ে আর পাহাড়ে পড়িবে। পাহাড়ে পাহাড়ে লেগে খান খান হবে * টোকারা টোকারা হোয়ে পাহাড় পড়িবে জমিনে। আছমান ফাড়িবে আল্লা

ছাবেত কোরানে * আছমানের দ্বয়ারে সব আগুন করিবে। এই জমি উড়ে জাবে চিহ্ন না রহিবে * দোজখ হাজির করিবে আল্লা বাত শুন মোর। পোল ছাবাত করিবে খাড়া দোজখ উপর * এন ছাফের ডাঁড়ি পাল্লা কোরেছে খোদায়। সব লোগ জমা গিয়ে হইবে সেথায় * শুন্য ভরে লটকা আছে জানো সেই পাল্লা। উপরে রসি নিচে খুটি নাই কোন হেল্লা * সেই ময়দানেতে আল্লা এনছাফ করিবে নেকি বদি ওজোন সেই পাল্লাতে হইবে * আজাব দেখিয়ে তখন ডরাইয়ে দেলে। দোজখের ভয় পেয়ে কান্দিবে সকলে * কদম না চলিবে কারো সোন সমাচার। এমন জোয়না হইবে পথে চলিবার জোদা হোয়ে সব খোদার হুজুর জাবে। কাতারে কাতারে সবে খাড়া হোয়ে রবে * সেই রোজ সক্ত বাড়ো হইবে মুস্কিল। কারবারে কি করিবে এয়ারব্ব জলিল * সেই দিনে কালো মুখ হবে কতো জন। কারো মুখ হবে জানো জরদ বরোন * পিস্টের তরফ মুখ জাইবেক কারো। কারো মুখ হইবেক শুরুজের তরো * কারো জিহ্বা পিঠের তরফে বাহির হবে। কারো ছের ওলটা কোরে জমিনে লটকাবে * কেহু বা মারিবে হাত আপনার ছেরে। বহু দুক্ষে আজাব পেয়ে হায় হায় করে * আবদুল্লা পুছিল নবি কহো হকিকত। কি রূপে চিনিবে কেয়ামতের আলামত * রছুল কহেন ফাজেল সোন তার বেনা। কেয়ামতের আলামত চালিস নেসানা * কে বুঝিতে পারে জানো আল্লার ফিকির। তাহার পরে খাড়া দর্জ্জাল হইবে বাহির * আর বার পুছিল ফাজেল নবিজির হুজুরে। সেই চালিস কি নেসানা কহতো আমারে * রছুল কহেন ফাজেল সোন সমাচার। অনেক লোগ আলেম হবে চলন নাহি তার * এলেম সিখিবে কেউ আলম না করিবে। কেতাব ছেড়ে বদরাহে সকলে চলিবে * ঘরের বাহির হবে জান আওরতের সরম। না রাখিবে আওরতে মরোদের ভরম মোছলমান হোয়ে সারাব খাইবে। মরোদে মরোদে জেনা প্রকাশ হইবে * বেজার মুখেতে লোগ থাকিবে সদাই। দয়ামায়া কেহু কার করিবেক নাই * হাসি মুখে কথা না কহিবে কোন জন। সদাই রহিবে জেনো বিরস বদন * আওরতের সরম না থাকিবে নিশ্চয়। বেটা বেটি মাবাপের না করিবে ভয় * সাগরেদ হোয়ে ওস্তাদের না

রাখিবে ভরম। জানিবে আপন দেলে আম্মা হৈতে কম * সাগরেদ ওস্তাদের সাতে মোলাকাত করিতে। লোগ পাঠাইয়া ডেকে লইবে সাক্ষাতে * ওস্তাদ না বুঝিয়া আগে হবে ফজিহত। মোলাকাত করিতে জাবে বেগর জিয়াফত * সাগরেদ চাহিবে জখন ওস্তাদের পরে। দেলে না রাখিবে খাতের হেকারত নজরে * বেটা বেটির দরদ না করিবে বাপ মায়। বেটা বেটি ঐ রূপে করিবে আদায় * খোদার কোরান আর আলেমে না মানিবে। গায়েন লোগে দোস্ত বলে গিত তার শুনিবে * কোরান হদিছ শুনে লোগ সব পালাইবে। কবি গীত শুনিতে লোগ খোসাল হইবে * আওরত মরদ জমা হইবে সেথায়। জাগা না পাইবে লোগ রবে গায় গায় * রগবত্ত করিয়া সবে শুনিবে এছাই। হায় হায় বাহবা বাহবা করিবে সবাই * মানু সের কালাম শুনে হায় হায় করিবে। খোদার কালাম শুনে সকলে পালাবে * জদি কেহ সোনে মোনে না থাকিবে তার। তখনি ভুলিএ জাবে ফেরেবে দুনিয়ায় * জদি কেহ ঝুট সাএর গরিয়ে সোনায়। একিন করিয়া সোনে ঠীক জেনে তায় * রগবত করিয়ে সোনে মন রাখে তারে। তাবিজ করে বেন্দে রাখে গলার উপরে * হদিছ দলিল শুনে নাধরে মোনেতে। কবি মনে রাখে গায় সোনাইয়া পথে * পির ধোরে তওবা না করিবে কোন জনে। নারি পুরুষ রসরঙ্গ ক- রিবে রাত্রদিনে * নারির হইবে জোর পুরুষ হবে খিন। লাজ ভয় সব গেলে খারাবির চিন * মরদ হয়ে না আঁটিবে জোরুকে আপন। আপন জোরুরে বাহির হয়ে করিবে ভ্রমন * কাফেরের রাহে খুব আনিবে একিন। আমানত রহিবে লোগে কেয়ামতের চিন * অবি চারি হাকিম হইবে মুল্লুকেতে। গরিব দেখে কথা নাকহিবে তার সাতে * নাথাকিবে লোকের মাঝে দয়া মেহেরবানি। হক নাহক সকলে করিবে রাত্রদিনি * বেঠ বদল হাওয়া বাতাস গরমির বাতাসে। রঙ্গ বিরঙ্গ বাতাস হবে দেশে দেশে * ঝড় বিষ্টি এছা রূপ হইবে বাদল। ওক্ত বোয়ে গিয়ে হবে বেওক্তে সকল * এই মতে হাওয়া বদল জখন হইবে। কোন চিজের মজা দুনিয়ার তখন নাই রবে * দিবেন মছজেদ কেহ নামের খাতের। অতিত্ গেলে ফেরাইয়া দিবে দুয়ারের * অনেক লোগেতে তাতে গোনাগার হবে। মছজেদ

ভিতরে গিয়ে হারামি করিবে * হুড় ঝগড়া খুসি এই করিবে সর্ব্বজন। কেজিয়া বেগরে ভাত নাখাবে কখন * মূরিদ মূরসিদেরে জদি সোঁপেতো হুরমত। নোকছান করিবে নারাখিবে আনামত * আপনি নছিহত করে বেগানার তরে। খোদা নাহি ঠিক থাকে সয়তানের ছেরে * এই সব আনামত জখন দেখিবে। নারবে ইমান লোকের বেইমান হইবে * আলেম ফাজেল কত সব দুনিয়ায়। এলেম পড়িয়া ভুলে জাইবে সভায় * করিবে কুফরি কাম নামানিবে কারে। কাজি হয়ে উল্‌টা ফারাজ দিবে মৌলবিরে * কাজিতে ছোন্নত দিবে কেতাবের মতো। কেতাব ছোন্নত উল্‌টা কাম করিবেক যত * বেসারায় মদত দিছি জানিবেক মোনে। কাজি হোয়ে হারাম খাইবে সর্ব্বজোনে * কাজিকে জানিবে সেই সরিএতের জড়। বেসারায় হইবে কাজি ইমান লড়চড় * ইমান লড়বড়ে এয়ছা হইলে সবায়। সেই ওক্তে দর্জ্জাল এসে পৌছিবে দুনিয়ায় * দর্জ্জাল পৌছিবে এসে দুনিয়া মাঝার। তাহার জুলুমে মান রাখা হবে ভার * তাহার মেছেল বুঝে দেখহো জাহেরে। এয়ছা ছক্তি কারো জদি পড়ে দুনিয়া পরে * আল্লা জদি মন বোঝে এয়ছা ছক্তিমতে। ভাত কাপোড়ের তঙ্গি করে দুনিয়াতে * ঠীক জদি থাকে সেই ছবর সোকর করে। সেশে আল্লা নেয়ামত দেয় তার তরে * জদি নাহি টেকে কেহু ছক্তিতে আল্লার। হালাল ছেড়ে হারাম খায় নাকরে বিচার * ইমান খোওাইল সে করিল সর্ব্বনাশ। নারাখিল আল্লা তার কেয়ামতের আস * এখন জার এই রূপ হইল দুনিয়ায়। আল্লা জে রাজ্জাক আছে তবু গেল বেসারায় * সেই রোজ আল্লাতালা আপে মক্কারন দর্জ্জালেরে পাঠাবে বান্দার বুঝিতে জেমন * এয়ছা মরতবা তারে দিবেন মাবুদ। খোরাক পানি তার হাতে রহিবে তাবদ * সেইদিন কি করিবে বল দেখি শুনি। দুনিয়ায় কোথায় পাবে ভাত আর পানি দুনিয়ায় ছক্তি দেখে জারা বেসারায় গিয়াছে। তারা ইমান হারা হবে দর্জ্জালের কাছে * ইমান বেঁচে খোদা বলে বাঁচাইবে জান। আল্লার ছক্তিতে জারা খুছেজে আছমান * দুনিয়ার ছক্তিতে জারা আছিল বজায়। দর্জ্জালের হাতে তারে বাঁচাবে খোদায় * এই বুঝে বন্দা সবে হোয়ে হুসিয়ার। ঠক থাকো আখেরেতে পাইবে

নিস্তার * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব আরজ হুজুরে। কোন রোজ আসিবে দর্জ্জাল কহত আমারে *রছুল কহেন জোম্মার দিনে দর্জ্জাল আসিয়ে। বড় সোর করিবেক পাহাড়ে চড়িয়ে * পাহার উপরে উঠে এয়ছা চেল্লাইবে। দুনিয়ার সকল লোগে শুনিতে পাইবে * সোর শুনে জত লোগ জানে তার কাছে। আর হাজের হবে দুনি-য়াতে গায়েন জত আছে * নাট রঙ্গ জত হবে আর বাজাগিত। দেখে শুনে দর্জ্জাল হইবে খোসালিত * তর্ব্বল আর মেচঙ্গ কতেক প্রকারে। তরো তরো বাজাইবে দর্জ্জাল হুজুরে * রঙ্গ তামাসায় লোগ জমা হৈলে কাছে। পাহাড় হৈতে দর্জ্জাল তখন আসিবেক নিচে * নিচে এসে ডেকে কবে আপনা লস্করে। ছওারির গাধা মেরা আনহ হুজুরে * সে গাধার সমাচার কি কহিব তাহা। পিট চৌড়া হবে পত বাররোজের রাহা * সেই গাধা লম্বা কত কি কব তোমায়। দরিয়া পার হৈলে পানি নালাগিবে পায় * বাপ ছফেদ তাহার সোন সমাচার। কপালে লেখয়াছে এমনি প্রকার * দুনি য়াতে ভূতপুজা করেছে জতোজোনে। এহুদি নাছরানি আর জ-তেক বেদিনে * এরাসবে খোদায় কহিবে দর্জ্জালেরে। এত শুনে হবে দর্জ্জাল ছওার গাধাপরে * সোন আমি কহি তবে সেই হকিকত ডাহিন বামে দর্জ্জালের আছে দুপর্ব্বত * জওাহের মরজান আর মরওারিদ সোনার। কোঠা দালান এমারত হরেক প্রকার * কতো তরো সাজাইছে জানো সে পাহাড়। কত কোঠা কামরা কুঠরি রে-সমি কাপড় * হরেক আতলছ কাপড় দিবে লট্‌কাইয়া। দর্জ্জাল কবে বেহেস্ত দেখ নজর করিয়া * বামে পাহাড়ে সাপ বিচ্ছু আর আগুন। দর্জ্জাল কহে দোজখ দেখ আমার দুস্মন * দর্জ্জাল কহে দেখ জে জন বলিবে আমারে। তাহারে রাখিব ঐ বেহেস্ত মাঝারে খোদা বলে জেজন আমাকে নাহি মানে। তাহাকে পাঠাব এই দোজখের আগুনে * বেহেস্ত ডাহিনে দোজখ বামে খবর কেতাবে কত লোগ তাহায় দেখে খোদায় বলিবে * সব লোগে এই কথা কবে দর্জ্জালেরে। একিন হৈল ভেস্ত দোজখ দেখালে নজরে* আমা দের মাবাপ আছিল দুনিয়ায়। ভাই বন্ধু বেটা সব মারিল খোদায়* তাহারদের জেন্দাকরে দেখাও এখন। তবেত একিন জানি তুমি

নিরাঞ্জন * এত্তবার হয় দেলে জানি বলিয়ে খোদায়। দজ্জাল শুনে পরি দেওকে কহে এসারায় * এসব লোগের মাবাপের ছুরত ধরিয়ে। একিন হবে দেখায় হুজুরে আসিয়ে * সকলেতে শুমুখে দেখিয়ে নয়ানে। খোদায় বলিয়ে মোকে জানিবে একিনে * এই রূপে এসে মোলাকাত করিবে। জত্তেক কাফের দেখে তাহাকে মানিবে * দর্জ্জালের পরে জারা আনিবে একিন। কাফের জানিও তারা নহেত্ত মোমিন * এই রূপে সব ঠাই দখল করিবে। কি বল চারি ঠাই জাইতে নাপারিবে * চারি ঠাই নেগাবান আছে পরওার। সেসব জাগার কথা শুন সমাচার * মক্কা মদিনাত্তর আর ছন্নিয়ান। বয়তোল্লা কমছেদ এই চারি স্থান * রছুল কহেন ওম্মত মোর তখম জে থাকিবে। এই চারি জায়গায় গেলে ইমান বাঁচিবে * যত ওম্মত জমা সব হইবে এক সাত। মোনাজাত করিবে দরগায় ওঠাইয়া হাত * 'আউওল আখেরের বাদসা তুমি পরওার। লান তোল্লার হাতে মোদের কর গো নিস্তার * মোনাজাত কবুল করে আপে মক্কা রোন। ইছা পয়গম্বরের তরে ভেজিবে তখন * দর্জ্জালেরে মারিবারে ইছা পয়গম্বর। আছমান হৈতে ওত্তরিবে আছে জে খবর * ইছা পয়গম্বর এসে মারিবে দর্জ্জাল। কত দিন ওম্মত মেরা রহিবে খোসাল এমাম মেহেদি ইছার ওক্তে খুসির গোজরান। সকলে করিবে না হইবে পেরেসান * সব ইমানদার হবে দুনিয়ার বিচে। সকলে পড়িবে নামাজ এমাম মেহদির পিছে * এই রূপে এমাম মেহদি কত দিন রহিবে। দাগাদিয়া মোনাফেকে আসিয়া মারিবে * এমাম মেহদি মরে গেলে বাদ তিন রোজে। পাঠাইবে আল্লাত্তালা এয়াজুজ মাজুজে * দুই দেও দুনিয়ায় পৌছিবে জখন। খাল বিল দরিয়ারপানি নারবে তখন * দুনিয়ায় জত পানি আছে সকলি খাইবে। ধান গেহু মাস মশুর সেশে নাথাকিবে * ফল ফুল গাছপালা সকল খাইবে। বাঁচিবার আশা আর কারো না থাকিবে * বড় শক্তি পড়িবেক লোগ পরে তখন। হায় হায় করিবে আহার পানির কারণ * আবদুল্লা পূছিল বাত কহ পয়গম্বর। এয়াজুজ মাজুজের আছে কত্তেক লস্কর রছুল কহেন ফাজেল শুন সমাচার। লস্করের মদ্ধে তার চারসো ছরদার * বাজে লস্কর কতো আছে না জানি সোমার। তাহার সো-

মার জানে পরওার দেগার * দুনিয়া ঘিরিয়া আসিবেক জত দেও রাক্ষস। দেখিয়া দুনিয়ার লোগ কান্দিয়া বেহুস * সে সব মুল্লুকে এসে তামাম লইবে। কি বল ঐ চারি ঠাই জাইতে নারিবে * দর্জ্জাল নারিল জেতে এই চারি ঠাই। এরাও সেখানে জেতে পারিবেক নাই * এহা বাদ দখল করিবে জমিন আছমান। মোক্তেছের কহিন্থ নৈলে বহুত বয়ান * জখন বুঝিবে দেও আপনার মোনে। আমার ছেওা কেহ নাই জমিন আছমানে * এয়াজুজ মাজুজ এয়ছা বুঝিবে জখন। আল্লার গজবে সব মরিবে তখন। কেহ না থাকিবে বসে মরিবে সবাই। অহঙ্কার করিলে তাহার বংস থাকে নাই * এয়াজুজ মাজুজ মরিলে বাদ সাতরোজ। মক্কায় পাঠাবে আল্লা দাব্বাতোল আরোজ * মূছাপয়গম্বরের আসা ডাহিন হাতে লিয়া। ছোলেমানের অঙ্গুরি বাম হাতে দিয়া * কাফের আর মোমিনের করিয়া নিসান। গায়েব হইবে সেহো আল্লার ফরমান * এই মত হকিকত কেতাবেতে বলে। তার পরে হুকুম আল্লা দিবে এছরাফিলে * হুকুম দিবে সিঙ্গা ফোকো এছরাফিল ফুকিবে। সিঙ্গার আওাজ সব লোগ শুনিতে পাইবে * জতলোগ গোনাগার দুনিয়ায় রহিবে। পহেলা আওাজে তারা প্রাণ হারাইবে * আল্লার এবাদত জারা করে দুনিয়া মাঝে। না মরিবে তারা কেহ প্রথম আওাজে * তার পর এছরাফিল সিঙ্গায় ফুক দিবে। সে আওাজে আল্লাতাল্লা তুফান ওঠাইবে সে তুফানে পাহাড় উড়ে পড়িবে পাহাড়ে। জাহেরাতে সিমুলের রূই জেরছা ওড়ে * ধোনারূই এয়ছা মেছেল দিয়াছে কোরানে। টোকরা টোকরা হয়ে পাহাড় উড়িবে আছমানে * জমিনের উপরে জখন কিছু না রহিবে। তখন আল্লা আজরাইলে ডাকিয়া কহিবে * বয়তোল মকদ্দেছের ঘর রাখিয়া ছামনে। খাড়ারও পাথরের পরে চাহিয়া আছমানে * আছমানের তরফে চেয়ে রহিলে আপনি। যে হুকুম হয় তাহা শুনিবে এখনি * সেই মতো রহিয়া আওাজ সোনে আজরাইলে। ডাহিন হাত আরসের নিচে বামহাত পাতালে * এই রূপে আজরাইলে রাখিয়া খোদায়। হুকুম করিবে এছরাফিল ফেরেস্তায় * এইবার বারোসিঙ্গা ফোকো এছরাফিল। দুনিয়ার জান কবজ করিবে আজরাইল * হুকুম ভরে আওাজ মারে সিঙ্গাতে

কসিয়া * আজরাইল জান সবের লিবে নেকালিয়া * মানুস ফেরেস্তা পরি আর জানওার। পরেন্দা চরেন্দা পাখি জতো দুনিয়ার * কিছু না থাকিবে জীব সেই আওাজেত্তে। সকলি মরিয়া জাবে জান এক-ছায়েতে * জতো দেখ তারি তুরি সিঙ্গার ফুকে মর। এই দুনিয়ার বড়াই আর কেনো কর জোর * কিসের মায়া কিসের দয়া কিসের বাড়ি ঘর। আরও পাখি উড়ে জাবে সবে হবে পর * তখন আওাজ আসিবে খোদার আজ্জরাইলের তরে। জিবের মদ্ধে জেন্দা কেবা আছে দুনিয়াপরে * আজরাইল কহে সব জানে মোক্তারন। বোদ হয় আছি মোরা ফেরেস্তা চারিজোন * জিবরিল মেকাইল এছরাফিল আজরাইল। খোদাওন্দ বাদসা তুমি এয়ারর্ব্ব জলিল * তুমি সবজ্ঞান আল্লা আপে করো তার। মোরা চার ফেরেস্তা আছি কেহ নাই আর আজরাইল হুকুম তখন দিবে পরওার। জান কবচ কর তুমি তিন ফেরেস্তার * জান কবচ হৈলে পরে তিন ফেরেস্তার। আজরাইলে হুকুম করিবে পরওার * খোদা কহে আজরাইল বাত শুন তুমি। সকল জান লইলে হুকুম দিলাম আমি * মওতের পিয়ালা পিতে হইবে তোমারে। এই বাতে দয়া মেরা নাই কারোপরে * তুমি দরদ না করেছো কাহারো উপরে। জানে ধড়ে কতো পিরিত জানাবো তোমারে * মরোনের শক্তি কেয়ছা তোমাকে জানাই। জান ধড় আলাদা করিয়া দুই ঠাই * দয়া মায়া কারে না করেছো দুনিয়ায়। জান কেয়ছা পিয়ারা আজ জানাবো তোমায় * খোদা কহে আজ্জ-রাইল বাত মেরা লেও। হেতা হৈতে আরোসের নিচে তুমি জাও * খাড়া খাড়া আরোসের নিচে তুমি গিয়া। শুয়ে থাক ডাহিন হাত মাথায় তুলে দিয়া * ফের কহে আজরাইলে জান আওাজেত্তে। জান বাহির করো তুমি আপন সরির হৈতে * আজরাইল শুনেবাত্ত হাত দারাজ করিয়া। সরির মাঝে পেটের ভিতর দিল চালাইয়া * আপনার জানকবজ করিতে আপনি। জাকান্দরির দরদ সব জানিল তখনি * আছমান জমিনে লোগ সেসমে থাকিলে। সে আওাজের ডাক শুনে মরিতো সকলে * কান্দে আর কহে আল্লা কারছাদ তুমি জানে ধড়ে এতো পিরিত নাহি জানি আমি * ওলা কাঞ্চননির এ

য়্ছা সক্তি জানো পরওয়ারে। তবে কেনো এমন ভার দিলে দুনিয়া পরে * জানিলে এমন ভার নালিতুন আমি। জানে ধড়ে এতো দরদ দিয়াছিলে তুমি * আল্লা কহে আজরাইল রাখহো ফরমান। তকরার ছাড়ো দেহো তুমি আপনার জান * অনেক মেহনতে তখন খোদার ভয়েতে। আপনার জান বাহির করে সরির হৈতে * সাত তবক আছমান আর সাত তবক জমিনে। কেহু না থাকিল জেন্দা কেবল মক্তারোনে * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহো সমাচার। আছমান জমিন পাঠাবে আল্লা কেমন প্রকার * রছুল কহেন ফাজেল জেমন লেওপায় লিখন। কোরানেতে এয়্ছা লেখা সোন দিয়া মন * তার পরে আওয়াজেতে কহিবেন খোদায়। জেসব বাদসা জোলোম করে আজ তাহারা কোথায় * মূল্লুক মালেকের দাওয়া জারা কোরে ছিল। হাকিম হোয়ে আদালত না হক করিল * এলেম শিখিয়া জারা না করে আমোল। আর দুনিয়াতে মালদার ছিল জে সকল * গরদান টেড়া বদবক্তো জতেক জওয়ান। জোরওয়ার দুনিয়াতে যতেক পাহালওয়ান * দুনিয়ায় খোদাই দাবি জেজোন করিল। কহে সাত আছমান জমি মুল্লুক মোর হৈল * আজ মোর কহোরের সমে কোথা রৈল সবে। কেহু জেন্দা নাহি জওয়াব কারে কেবা দিবে * তখন আপনা আপনি বোসে কহেন পরওয়ার। আজ কেনো কেহু নাহি বলে আমার আমার * আমার আমার করিতো সবে থাকিয়া দুনিয়ায়। আজ কারো উদ্দিস নাহিকে রৈলো কোথায় * এখন তবে বাদসাই মুল্লুক সকলি আমার। এই বাত তক্তে বোসে কহে পরওয়ার * আরোস আর পাতালের মৌজুদ কিছু না রহিল। আজ সকল মোরে গেলো কে কোথা রহিল * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহতো আমারে। সকল মরিল জেন্দা হবে কি প্রকারে * রছুল কহেন তুমি ভারো রব্বর জলিল। প্রথমে হইবে জেন্দা জানো এছরাফিল * জেন্দা করিয়া তারে পরওয়ার দেগার। আরবার হুকুম দিবে সিঙ্গা ফুকিবার * সিঙ্গা ফুকিলে জেন্দা হবে সর্ব্বজোন। কোরানেতে লেখায়াছে জানিবে এমন * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহতো আমায়। আছমান নাথাকিবে বল রহিবে কোথায় * রছুল কহেন ফাজেল হুকুম রব্বানি। আছমান জমিনে হবে প্রলয় এক পানি * আছমান উচা জমি নিচা

কিছু না থাকিবে। এয়ছাই খবর আছে কোরান কেতাবে * সকল আলম আছমান জমি হবে এক সোমান। কোদরত আল্লার এয়ছা সোনোহে বয়ান * জমি এক আণ্ডা দুনিয়ার বিচখানেতে রাখে। নজরে দেখিতে পাবে সব আলোমের লোকে * পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিন দুনিয়ার লোকে। সব কই দেখিবে আণ্ডা কেতাবেতে লেখে * তার পরে আল্লা আপে বুঝিয়া আখেরে। জেন্দা করিবেক চার ফেরেস্তা হুজুরে * তার পরে আবরকে হুকুম করিবে খোদায়। রহমতের দরিয়ার পানি বরসাও দুনিয়ায় * হোরমতের দরিয়ার পানি আল্লার হুকুমে। হাপ্তারোজ বরসাবে পানি তামাম আলমে * তার পরে আল্লাতালা আপে রোক্কারোন। হুজুর জিবরিলের তরে কহিবে তখন * বেহেস্তে চড়িয়া জাহো লেহো সমাচার। তাজহাল্লা লেহো নবির কোমরবন্দো আর * ছওয়ারির বোরাক নবির বেহেস্ত হৈতেলিএ আরোসের ছামনে তোমরা খাড়া হও গিয়ে * এই সব চিজ পৌছাও আমার দোস্তেরে। খাড়া খাড়া লিয়া জাও মদিনা সহরে * বেহেস্তের পোসাগ পেন্দাও দিন পয়গম্বরে। ভাবিত হৈয়া শুয়ে আছে গোরের ভিতরে * খোস খবর কহো গিয়া নবিজির সাক্ষাতে। সে তাব ওঠাও গিয়া কবর হইতে * হুকুম ভরে ফেরেস্তারা দুনিয়ায় পৌছিবে। আছমান জমিন এক সমান নেসান নাপাইবে * কোথা মর্কা মদিনা কোথা নাহি তার চিন্নি। কোথা বয়তোল মকাদ্দেছ ঘর তাহা নাই চিনি * খোদাওন্দ বাদসা তুমি আপে নিরাঞ্জন। কোথায় নবির গোর না পাই অন্বেষন * গৈবি আওাজ আল্লা কহে ফেরেস্তারে। তোমরা সবে সোর করো দুনিয়া উপরে * দিন দিন মহাম্মদ কহো সর্ব্বজন। গোরের ভিতর হৈতে নবি শুনিবেন এখন * ফেরেস্তারা চেল্লাবে বলে দিন মহাম্মদ। আমাদিগে পাঠায়েছে আপে আল্লা খোদ * আওাজ শুনে গোর হৈতে নেকালিয়া ছের। ভাবনা করিবে বড় ওম্মত খাতের * তখন চার ফেরেস্তা মোর নিকঠে আসিবে। বেহেস্তের পোসাগ মোর অঙ্গে পরাইবে * বদন পরে হাল্লা পরে তাজ ছেরে দিয়া। কোমর বেন্দে বোরাকের ছামনেতে গিয়া * প্রথম পুছিব আমি জিবরিলের তরে। কি করিল আল্লাতালা মেরা ওম্মতেরে * তখন খোসখবর জিবরিল কহিবে আমারে। তোমার

ওম্মত সমেত ছওয়ার হও বোরাকের পরে * ভাবিত না হও তোমরা ওম্মত কারণ। জে তোমার ওম্মত বেহেস্তে জাবে সেই সর্ব্বজন * হুজুরে খাড়া হোয়ে জিবরিল একথা কহিবে। পরে আল্লা এছরাফিলে হুকুম করিবে * শিঙ্গা ফোঁকো এছরাফিল খুব সক্তজোরে। শুনি বারে পায় লোগ জেনো সব গোরে * হুকুম মতো এছরাফিল শিঙ্গায় ফুকিবে। সকল পলকে শিঙ্গা বাজিতে লাগিবে * শিঙ্গার আওয়াজ লোগ কানেতে শুনিয়া। গোর হৈতে লোগ সব উঠিবে ফুটিয়া জমিন হৈতে ঘাস ফুটে ওঠেজে প্রকার। এইমতো উঠীবে বান্দা জতেক আল্লার * মাটি ফুটে লোগ জখন সকলে উঠীবে। তখন আল্লা আরবার হুকুম করিবে * দেও মানুস ফেরেস্তা সবে শুনহে বচন। গোরো গোরো কাতার কাতার রহো সর্ব্বজন * নেকবদ জুদা সব করিব এখন। কি রূপে বিচার করি সোন সর্ব্বজন * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব আরজ জনাবেতে। এছরাফিল কি কহিবে শিঙ্গার আওয়াজেতে * রছুল কহেন ফাজেল সোন হে নেহাত। এছরাফিল আওয়াজে কহিবে এই বাত * হাড় গোড় কোথা লোগের পচিয়া গিয়াছে। গোস্ত পোস্ত সড়ে লোগের কোথায় রয়েছে * কোথা লোগের গায়ের পসম গিয়াছে উঠীয়া। কোথা লোগের সরির গেল না চিজ হইয়া * নাচিজ হইয়া আছে মাটির নিচেতে। আজ তোমরা ওঠো সব আল্লার হুকুমেতে * উঠীয়া জাও সবে সোমারের ময়দানে সেখানেতে আদালত করিবে মক্তারনে * গরদান টেড়ার গরদান নিচে করিবে আপনে। গোনাগারে জালাবে আল্লা সক্ত আগুনে * জোরমন্ত যতো লোগ হয়রান হইবে। মনাফেক যতো লোগ দোজখে পাঠাবে * পয়গম্বর আওলিয়া আম্বিয়া আছে যতোজন। নেক রাহার লোগ বেহেস্তে দিবে নিরাঞ্জন * গোনাগারে পাঠাবে আল্লা দোজখ মাঝার। নেক লোগ ভেস্তে দিবে পরওার দেগার * সেই সোম হৈল এখন সোন তোমরা সবে। আওল আখেরে লোগ সব জমা হবে * শিঙ্গাতে এছরাফিল করিবে এই বর। গোস্ত পোস্ত হাড় চামড়া জমা হবে সব * জেখানকার জেই চিজ জাবে সেখানেতে। এয়ছাই করিবে আল্লা আপনা কুদরতে * এক পরম তফাত জানো কেহ না হইবে। ইসারাতে জেয়ছা ধড় তেয়ছাই করিবে *

আছমান থাকিয়া আরও জোরেতে ছুটীয়ে। জে জাহার ধড় বিচে বসিবে জাইয়ে * খোদার হুকুমে সবে একবারে উঠিবে। গোরথেকে উঠে সবে হয়রান হইবে * উঠিয়া জাইবে সবে হাসর ময়দানে। ডাহিন বামে নবির ওম্মত জাবে কানে কানে * বোরাক উপরে নবি ওম্মত সব লিয়া। কেয়ামতের ময়দানে সব পৌছিবেন গিয়া * সে দিন মুস্কিল বড়ো হবে সবাকার। না জানি কি করে সে দিন আপে পরওার * সেই দিনের ভয় সবে রাখো মোনেং। আউওল আখেরের লোগ জমা হবে সেই দিনে * দিবানিশি সেই ভয় মনে রাখ ভাই। আউওল আখেরের সব হিসাব লিবে সাঁই * বদকাম কেহ ছাপাইতে পারিবেক নাই। আপনার হাত পাও দিবেক গাওাই * আবদুল্লা পুছিল নবি কহতো আমারে। ফের দুনিয়া হবে কি না এমন প্রকারে * আল্লার আলমের লোগ সব জেন্দা হবে। সদা জেন্দা রবে কিবা আবার মরিবে * পয়গম্বর কহেন শুন করিয়া খেয়াল। এছা দুনিয়া আর হবেনা কি বল পরোকাল * পরোকাল সত্তিকাল এহ কাল মিছে। ফানং হবে দুনিয়া কেহ রবে নাই বেঁচে * জেআজরাইল সবাকে মারে সে আজরাইলের তরে। আদালতে পরে আল্লা আনিবে হুজুরে * তার মাথা কালো রূপ লেখে কেতাবেতে। খাড়া করিবে তারে ভেস্ত দোজখের নিচেতে * বেহেস্তি দোজখের লোগ কহিবেন খোদায়। এহার নাম আজরাইল ছিল দুনিয়ায় * তার হাতে তোমাদের হয়েছে মরোন। আজ তার জান কবজ করিব এখন * তারে মারিবার হুকুম দিলেন এক্ষেণে। আর মওত না হইবে জানো সর্ব্বজোনে * নেকবান্দা আরামে রহো বেহেস্তে মাঝার। চির কাল আজাবে রহে জতো গোনাগার * খবর শুনে বেহেস্তি লোগ হইবে খোসাল। আমরা আরামে বেহেস্তে রবো ছিরোকাল * দোজখি শুনিয়া দেলে তঙ্গো হইল। হামেসা দোজখে রবো মনেতে বুঝিল * বেহেস্ত দোজখের পরদা এলাহি তুলিয়া। আজরাইলে যবে করিবে সবাকে দেখাইয়া * গোনাগার ভরসা দেলে বান্দিল সবাই। মওত গেল আজাব হৈতে খালাস হবো নাই * আবদুল্লা পুছিল নবি কহতো আমারে। নিশ্বাশ ছাড়ে জান নাই ধড়ে কিবা দুনিয়াপরে * রছুল কহেন ফাজেল পুছিলে ছওান। সেই চিজ জানো তুমি ছোবে

প্রাতকাল * জখনেতে রাত্র জানো হয়তো প্রভাত। নিশ্বাস ছাড়ে বেহানেতে সোন মেরা বাত * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহতো নি-শ্চয়। কোন চিজ আছে ফের সেহো কিছু নয় * রছুল কহেন ফাজেল সোনহো সন্ধান। সেই চিজ জানো তুমি দুনিয়া জাহান * জতো কিছু দুনিয়াতে আছেতো বজায়। কিছু না থাকিবে জানো এই দুনিয়ায় * আবদুল্লা পুছিল নবি কহতো আমারে। মোমিন কাফের জুদা আল্লা করিবে কি প্রকারে * মোমিনের ঘরে কাফের আছেতো অনেকে। কাফেরের ঘরে মোমিন কেতাবেতে লিখে * রছুল কহেন ফাজেল সোন মেরা কালাম। মোমিন কাফেরের সরিরে নেকলিবে ঘাম * আপন কুদরতে খোদা এয়ছা ঘামাইবে। মোমিন কাফের আপন ঘামে তাহারা ডুবিবে * মোমিনের ঘামেতে মুখ হাত রও-সনি হইবে। আওরতের সরমের জায়গা ঘামেতে ঢাকিবে * কাফেরের ঘামে হবে সরির কালোবরণ। আওরতের সরম খোলারবে সর্ব্বক্ষন * কাফেয়ের মগজ জানো আতোসে গলিবে। তাসবার সরির জানো আগুনে জলিবে * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহতো আমারে হাজার কোন ঠাই আছে কহো পয়গম্বরে * রছুল কহেন ফাজেল জানহো সন্ধান। হাজার বলি জাহার মাঝে নাহিক নকছান * নকছান জানো তাহার মদ্ধে নাহিক হইবে। সেই জায়গা হাজার ঠাই বেহেস্ত জানিবে * হামেসা জেয়ান্ত জানো সেখানে রহিবে। কখন সেখানে আর মওত না হইবে * আবদুল্লা পুছিল ছাহেব কহতো আমারে। কাফেরের বাল্লোক কোথা রহিবে আখেরে * মোমিনের সঙ্গে তারা বেহেস্তে জাইবে। কি কাফের সঙ্গে তারা দোজখে রহিবে * রছুল কহেন ফাজেল সোন তার কারণ। হুকুম করিবে তখন আপে মোক্তারন * কাফেরের বাল্লক জতো আছেতো অজ্ঞান। দোজখে পাঠাও সবে সোনো মোর ফরমান * তোমারদের মা বাপ নাহি মানে। দোজখেতে তোমারদের পাঠাই একারোনে * এখন তোমারদিগের আমি পাঠাই দোজখতে। জওাব কি দেহো তোমরা মেরা হুজুরেতে * কাফেরের বাল্লক জতো হৈয়া একস্তরে। কহে তুমি খালেক মালেক রাজ্জাক পরোওারে * আমারদিগের পয়দা তুমি দুনিয়ায় করিলে। দুনিয়ায় রাখিয়া জেন্দা খোরাক পৌছালে * সবে

মোরা তোমার হুকুমে আছি রাজি। জেমন হুকুম করো আজ্ঞ আগে আছো কাজি * এত শুনে আল্লাতালা হুকুম করিবে। প্রলয় আগুনের কুণ্ড তখন হইবে * কাফেরের বাল্লক সবে হাজের আছিল। সেই আগুনেতে আল্লা পড়িতে কহিল * আল্লাতালা কহে তোমরা জদি মোরে মানো। আগুনের মাঝে পড়ো বাত মেরা সোনো * জে কেহ আছিল নেক সেই বাল্লকেতে। তখনি পড়িস সে আগুনের মদ্ধেতে * সে আগুন আল্লাতালা কোদরতে আপন। বাল্লকের উপরে করে ফুল বরিসন * জে কেহ আছিল বদি সেই বাল্লকেতে। দোজখে জাইবে না পড়িল আগুনেতে * জে সকল বাল্লক নেক পড়িল আনলে। বেহেস্তি লোগের খাদিম হবে সে সকলে * এই রূপে কাফেরের বাল্লক নেক হোয়ে জাবে। মোমিন কাফের আল্লা তালা দুভাগ করিবে * দুনিয়ায় মোমিন কাফের একস্তরে চলে। আল্লাতালা দুভাগ করিবে পরোকালে * জার মোনে আছে আল্লা তালা জানে। মোনের কথা কোয়ে দিবে কেয়ামতের দিনে * লজ্জিত হোয়ে খাড়া রবে মুখ হবে কালো। মোনের কালি ধুয়ে ফেল আখেরে হবে ভালো * আল্লার হুকুমে জারা আগুনে নাজাবে। আল্লাতালা তার তরে হুকুম করিবে * আপনা মা বাপের কাছে জাও তোমরা সারে। হামেসা থাকোহো তোমরা দোজখ মাঝারে * নেহায়েত বদ তোমরা হুকুম না মানিলে। একারোনে জাও তোমরা দোজখে সকলে * আল্লার হুকুম পেয়ে জারা আগুনে পড়িবে। বেহেস্তি বান্দার খাদিম কোরে বেহেস্তে পাঠাবে * এই রূপে আল্লা তালা এলাহি আলমিন। আপনি করিবে জোদা কাফের আর মোমিন * ছওয়ালের জওয়াব সব শুনে একে একে। আবদুল্লা ফাজেল মোন হৈলো আপনাকে * সাতসো সাগরেদ সমেত ইমান আনিল। পয়গম্বর সকলেরে খানা খেলাইল * আবদুল্লা বিদায় হোয়ে গিয়া আপনার ঘরে। করেন এছলাম জারি সহরে সহরে * এই সব মছলা জানো কোরানের বাত। জে সোনে ইমান আনে সে পাবে না জাত * আজাবের ভয় জদি রাখোহ মনেতে। সয়তানে তেজিয়া মোন বান্দ সরিয়েতে * তবে সে আজাবের দায় হইতে বাঁচিবে। কেয়ামতের সমায় খুব ছরফরাজ হইবে * তামাম হইল মোর মছলা

হাজার। ইমান আনো ঠিক জানো সব আল্লার * পিয়ারা দিনের মদ্ধে মহাম্মদি দিন। শ্রীজান মহাম্মদ কহে আমিতো অধিন * হুকুম মাফিক নাহি পারিনু চলিতে। নবিজিকে মূখ দেখাইব কি রূপেতে * জেদ আর ফুখরে মনাফেক হবে জারা। আখেরেতে দোজখে আজাব পাবে তারা *

হাজারমছলা সমাপ্ত।

কলিকাতা

নিউবেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেষে মুদ্রিত।

বৃন্দাবন বসাকের ইষ্ট্রীটে ১৮ নং ভবনে

১২৭২ সাল।

2fr

HAZAR MAS'ALAH.

S.XII.2
Ben
....
45185